Acc. No. Shelf No.

Title Sri Vaisnav Sandarbha

SubTitle

4th vol-, 10th-11th issues

Role [Author] [Editor] [Comment.] [Transl.] [Compiler] [ ]

Edition

Publisher

Place Year 1920 Ind.Yr.

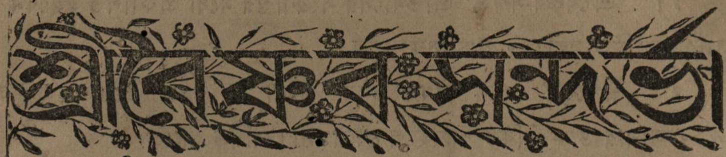
Lang. Sanskrit Script Bengali

Subject

P.T.C

শ্রীগুরবে নমঃ।

REG. No.—A 232.



মাসিক পত্র ও সমালোচন

৪র্থ খণ্ড। বৈশাখ—আষাঢ়। ১০ম—১২শ সংখ্যা।

সন ১৩১৩ সাল।

সূচী

শ্রীনবদ্বীপনিবাসি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শচীনন্দন গোস্বামি ভক্তিরত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত।

শ্রীধাম বৃন্দবান।

শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রে

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ পাঁচ সিকা। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২২। প্রতি সংখ্যা ৶১০।

শ্রীপত্র সম্বন্ধে নিয়মাবলি।

১। "শ্রীবৈষ্ণব-সন্দর্ভ" প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে প্রকাশিত হইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

২। শ্রীপত্রের কোন সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বা স্বতন্ত্র প্রয়োজন হইলে ৵১০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে সে সংখ্যা প্রেরিত হয়।

৩। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় বা মূল্য প্রেরণকালে স্ব স্ব "গ্রাহক নম্বর" লিখিতে বিস্মৃত না হন।

৪। কেহ পত্রের উত্তর প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই কার্ডে বা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিবেন।

৫। কেহ শ্রীপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে, প্রতি পংক্তি ।০ চারি আনা হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

৬। শ্রীপত্র সম্বন্ধে মূল্যাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন।

"শ্রীবৈষ্ণব-সন্দর্ভ" কার্য্যালয়। } শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবন। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

মলাটের শেষভাগে ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি,
ওংশোমিতিশস্ত্রাণি শংসন্তি,
ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগিরং প্রতিগৃণাতি,
ওমিতি ব্রহ্মা (ব্রহ্ম) প্রসৌতি, (প্রস্তৌতি)
ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি,

আশ্রাবয়ন্তি উচ্চৈরুচ্চারয়ন্তি অধ্বর্য্যবো হোতৃস্থং হরিং প্রতীত্যর্থঃ। যদি হরিরোন্নামা ন স্যাৎ তদাধ্বর্যুঃ তথা ন ব্রূয়াদিতি ভাবঃ। ওশ্রাবয়েতি বাক্যে ওঙ্কারো নোপলভ্য ইত্যত উক্তং, ওমিত্যেতদনুকৃতীতি এতদনুরূপং হন্মবৈ। ওইত্যেতদোঙ্কারানুকরণরূপং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। অপিৰ্ব্বক্ষ্যমাণমন্ত্রসমুচ্চয়ে। ওমিতিসামানীতি। উদ্গাতৃ-প্রস্তোতৃ-প্রতিহর্ত্তৃ-সুব্রহ্মণ্যাখ্যাশ্চত্বারঃ উদ্গাতারঃ। ওমিতিবিষ্ণুমুদ্দিশ্য সামানি গায়ন্তি। ওঁ শোমিতীতি। হোতৃমৈত্রাবরুণা-চ্ছাবাকগ্রাবস্তুতশ্চেতি চত্বারো হোতৃগণস্থাঃ ওঁ শোশাবেতি ওঁঅধিকোচ্চ শস্ত্রথরূপ। ওঁশ অত্যুচ্চস্থবিষ্ণো! অবরক্ষ ইত্যুক্ত্বা শস্ত্রাণি শংসন্তীত্যর্থঃ। ওমিতীতি ওথামোদেবেতি ও অধিকোচ্চধামমহাধাম। ও দেবস্থচ্চদেবেতি প্রতিগিরং মন্ত্রং অধ্বর্য্যুঃ প্রতিগৃণাতি উচ্চারয়তি। ওমিতিবিষ্ণুমুদ্দিশ্য ব্রহ্মা-ব্রহ্মাখ্যঋত্বিক্ প্রসৌতি সোমমভিষুণোতীত্যর্থঃ। ওমিত্যগ্নিহোত্রমিতি। বিষ্ণুঃ কর্ম্মসাঙ্গং সফলং করোত্বিতি ভাবেন ওমিত্যগ্নিহোত্রাদিকমনুজানাতি।

হেতু ঐ সকল অর্থাৎ মৎস্যাদি সকল রূপ সমূহও "ওম" এই পদে কথিত হয়েন। (বিষ্ণুর ওম্ নামের কারণ বলিতেছেন) অধ্বর্য্যুগণ হোতৃস্থহরির প্রতি উচ্চস্বরে বলিয়া থাকেন যে হে অধিকোচ্চ হোতৃস্থবিষ্ণো! স্বীয় মূলরূপ প্রকাশ কর, (এই বাক্যে ইহা স্পষ্টই জানা যায় যে, যদি হরি ওম্ নামা না হয়েন তাহা হইলে অধ্বর্য্যুগণ এই রূপ কখনও বলিতেন না) এবং ও ইতি ওঙ্কারানুরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য নামক উদ্গাতৃগণ "ওম" এইবাক্যে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া সামবেদ গান করিয়া থাকেন হোতৃ-

ওমিতিব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি, ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

(ওঁ দশ)

ইতি অষ্টমোঽনুবাকঃ।

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ,

---

তৎকর্ম্মকৃতাবনুজ্ঞাং ওমিত্যনেন করোতীত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ ব্যাকরিষ্যন্ স্বাধ্যায়াধ্যায়নাদিকং করিষ্যন্ ব্রহ্ম বিষ্ণুং উপাপ্নবানীতিভাবেনোমিত্যাহেত্যর্থঃ। তৎ কিং তদভিসন্ধির্য্যা ভবতি নেত্যাহ, ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতীতি, এতচ্চোপলক্ষণং। যদাধ্বর্যু প্রভৃতয়োঽপ্যক্তজ্ঞানপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাপ্নবানীত্যভিসন্ধিপূর্ব্বকং মন্ত্রানুচ্চারয়েয়ুঃ। তদা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্ত্যেবেত্যপি ধ্যেয়ং ॥ ১৯ ॥

বেদাখ্যব্রহ্মবিদ্যাকামস্য তৎপ্রাপ্ত্যর্থং তৎপূর্ব্বভাবিনো যমনিয়মানাহ, ঋতঞ্চেত্যাদিনা ঋতং যথার্থজ্ঞানং। স্বাধ্যায়ো গুরূচ্চারণানুচ্চারণং। প্রবচনং ব্যাখ্যানং। ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চেত্যাদীনি কর্ত্তব্যানীতি সর্ব্বত্র শেষঃ।

গণ "ওম্ অধিকোচ্চ সুখরূপবিষ্ণো! আমাদিগকে রক্ষাকর" এই রূপ বলিয়া শস্ত্র সমূহ ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। "ওম্ অধিকোচ্চধাম মহাধাম! হে দেব সূচ্চদেব!" ইত্যাদি বলিয়া প্রতিবাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিক্ "ওম্" বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া স্তব করেন এবং "বিষ্ণু অঙ্গের সহিতকর্ম্মচয় সফল করুন" এই বাক্যে এই রূপে "ওম্" এই বাক্যে অগ্নিহোত্রাদি অর্থাৎ তৎ কর্ম্মকারির প্রতি অনুজ্ঞা করেন, ব্রাহ্মণগণ স্বাধ্যায়নাদি করিয়া বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইবে এই অভিপ্রায়ে "ওম্" এই পদ বলিয়া থাকেন তন্নিমিত্ত তাহার সেই অভিসন্ধি মিথ্যা হয়না বস্তুতঃ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বেদাখ্য ব্রহ্মবিদ্যা কামিদিগের ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্বে ভাবি যম নিয়ম সমূহ বলিতেছেন,—যথার্থজ্ঞান, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ গুরু কর্তৃক উচ্চা-

শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ,
অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ,
অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ,
মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ,
প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ,
প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ॥ ২০ ॥

সত্যঞ্চেতি। যথার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং বচনং, তৎপূর্ব্বকং করণঞ্চেতি জ্ঞেয়ং। ধ্যানং সত্যং পূজাপূজা চ তপঃ। দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। শমঃ ভগবন্নিষ্ঠা। অগ্নয়ঃ অগ্নীনাং আধানং। অগ্নিহোত্রং অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানং। অতিথয়ঃ অতিথিপূজনং। মানুষং মনুষ্যস্যেদং মানুষং। দেবাদেরুত্তমস্য মনুষ্যত্বে প্রাপ্তে জ্ঞানাদাতিশয়ে সত্যপি তদপ্রকাশেন মনুষ্যসম্বন্ধিধর্ম্মপ্রদর্শনং মানুষমিত্যর্থঃ। প্রজা সুতোৎপত্তিঃ। প্রজননং তদ্রক্ষণং। প্রজাতিঃ পিত্রা পুত্রস্য দ্বিজত্বসংস্কারেণ প্রকৃষ্টজাতিকরণং। সর্ব্বকর্ম্মকৃতিকালেঽপি স্বাধ্যায়প্রবচনয়োঃ কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনার্থং সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

রিত বাক্যের অনুচ্চায়) প্রবচন (ব্যাখ্যান) সত্য (যথার্থজ্ঞান পূর্ব্বক বচন) স্বাধ্যায় ও প্রবচন। তপঃ অর্থাৎ পূজ্যের পূজা, স্বাধ্যায় ও প্রবচন। দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) স্বাধ্যায় ও প্রবচন। শম অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা, স্বাধ্যায় ও প্রবচন। অগ্নি সমূহের আধান অর্থাৎ সংস্কার পূর্ব্বক শ্রোতাগ্নি বা স্মার্ত্তাগ্নির গ্রহণ, স্বাধ্যায় ও প্রবচন। অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান স্বাধ্যায় ও প্রবচন। অতিথি পূজন, স্বাধ্যায় ও প্রবচন। মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যসম্বন্ধি ধর্ম্ম প্রদর্শন, স্বাধ্যায় ও প্রবচন, সুতোৎপত্তি, স্বাধ্যায় ও প্রবচন। সুতরক্ষণ স্বাধ্যায় ও প্রবচন। প্রজাতি অর্থাৎ পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের দ্বিজত্ব সংস্কার দ্বারা প্রকৃষ্ট জাতি করণ স্বাধ্যায় ও প্রবচন। ২০॥

সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ,
তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ,
স্বাধ্যায়প্রবচনেঽএবেতি নাকো মৌদ্গাল্যঃ,
তদ্ধিতপস্তদ্ধি তপঃ॥ ২১॥
(প্রজাচ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ)
ইতি নবমোঽনুবাকঃ।

সত্যাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনত্বং সমমুতৈকস্যাধিকমিত্যপেক্ষায়াং মুনিমতোক্তি-পূর্ব্বং কস্যচিত্তদাহ, সত্যাদিনা। সত্যবচাঃ সত্যবচনো রাথীতরো নামমুনিঃ। তৎ যথার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং বচনং করণঞ্চ শ্রেয় ইত্যাহ, তপইতি। তপো নিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ। পৌরুশিষ্টির্নাম ঋষিঃ ধ্যানাদিরূপং তপঃ-শ্রেয় ইত্যাহ, নাকো মৌদ্গল্যঃ মুদ্গলপুত্রো মৌদ্গাল্যঃ। নাকো নাম মুনিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এব শ্রেয়সী ইত্যাহেত্যর্থঃ। তত্রাদ্যয়োঃ সমত্বেঽপি তৃতীয়ং মতমতিশয়িতমিত্যাহ, তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপ ইতি। ঋতাদেঃ সর্ব্বস্যা-নয়োরেবান্তর্ভাবাদেতয়োরেবানুষ্ঠানে সর্ব্বং তেন কৃতং ভবত্যেবেতি ভাবঃ। তদুক্তং,—"সম্যক্ জ্ঞাত্বা তু যো বিষ্ণুং ব্যাখ্যায়ীত জপেত বা। ন তস্য কিঞ্চিদকৃতং কর্ত্তব্যং মুচ্যতে চ স" ইতি॥ ২১॥

পূর্ব্বোক্ত সত্যাদির শ্রেয়ঃ সাধনত্ব, সমান কিম্বা একের অধিক এই আশঙ্কায় মুনিগণের যথার্থমত কথন পূর্ব্বক কোন মুনির অভিমত বলিতেছেন,- সত্যবাদি রাথীতর নামক মুনি যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বচন ও করণকে শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন। তপঃপর অর্থাৎ তপস্যারত পৌরুশিষ্টি নামক ঋষি, ধ্যানাদিরূপ তপস্যাকে শ্রেয়ঃ কহিয়া থাকেন। এবং মুদ্গল পুত্র "নাক" নামে বিখ্যাত মুনি, স্বীয় অধ্যয়ন ও প্রবচনকে (বেদার্থজ্ঞানকে) শ্রেয়ঃ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। উক্ত অভিমতের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের তুল্যতা হইলেও তৃতীয় মতই অতিশয়িত অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেয়ঃ, ইহাই

অহং বৃক্ষস্য রেরিব, কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব,
ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীবস্বমৃতমস্মি,
দ্রবিণং সুবর্চ্চসং, সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ,
ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানুবচনং॥ ২২ ॥
(অহং ষট্)

ইতি দশমোঽনুবাকঃ।

স্বাধ্যায়প্রবচনয়োরাধিক্যমিত্যুক্তেঽর্থে আখ্যায়িকামাহ, অহমিতি। বৃক্ষস্য সংসারবৃক্ষস্য রেরিবা ছেত্তা। "রয়চ্ছেদন" ইত্যতো লিটি লিটঃ কসুরিতি কস্বাদেশে দ্বির্বচনে এত্বাভ্যাসলোপয়োঃ স্বাদ্যুৎপত্তৌ উগিত্বান্নুমি অত্ব-সন্তস্যেতি দীর্ঘে রেরিবেতি সিদ্ধেঃ। কীর্ত্তিঃ মৎকীর্ত্তিঃ। গিরেঃ পৃষ্ঠমিব বিস্তীর্ণা। সংসারনিবর্ত্তনাদিকং ন মৎসামর্থ্যাৎ কিন্তীশপ্রসাদাদিতি ভাবেনোক্তং। ঊর্দ্ধেত্যাদি ঊর্দ্ধেন উৎকৃষ্টেন হরিণা পবিত্রঃ পাবিতোঽস্মি। যতোঽত ইতি যোজ্যং। কিঞ্চ বাজিনীব স্বমৃতমস্মি, বাজী চাসৌ অশ্বরূপ-শ্চাসৌ নীশ্চ নেতা চ বাজিনীঃ "নয়তেঃ ক্বিপ্" বাজিন্যাং সূর্য্যে বসতীতি বাজিনীবসুঃ "বসতেরুঃ" সূর্য্যস্থো বিষ্ণুঃ। তেন বাজিনীবসুনা অমৃতং অমৃতোঽস্মি প্রারব্ধকর্ম্মনির্ম্মুক্তোঽস্মি। কথং? সুবর্চ্চসং শোভনকান্তি-

---

বলিতেছেন,—যেহেতু তাহাই তপস্যা যেহেতু তাহাই তপস্যা, পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত ঋতাদি (সত্যাদি) এই উভয়ের অন্তর্ভূত অতএব এই উভয়ের অনুষ্ঠান হইলে অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, যিনি শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয় ব্যাখ্যা কিম্বা তন্মন্ত্র জপ করিবেন তাঁহার অকৃত বা কর্ত্তব্য অপর কিছুই থাকে না॥ ২১॥

পূর্ব্ব কথিত স্বাধ্যায় ও প্রবচনের আধিক্য বিষয়ে আখ্যায়িকা বলিতেছেন,—আমি সংসার বৃক্ষের ছেত্তা, আমার কীর্ত্তি পর্ব্বতের পৃষ্ঠতুল্য বিস্তীর্ণ. এই সংসার নিবর্ত্তনাদি কার্য্যে আমার কিছুই সমর্থ নাই পরন্তু তাহা

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি,
সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ,
আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।
সত্যান্ন প্রমদিতব্যং, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং
কুশলান্ন প্রমদিতব্যং, ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং,

যুক্তং দ্রবিণং স্বর্গমিব জাতোঽস্মি নিত্যানন্দস্বরূপত্বাদিতিভাবঃ। ব্যাখ্যাতৈষা শ্রুতিঃ গীতাভাষ্যটীকায়াং পঞ্চদশেঽধ্যায়ে সুমেধা অস্মি। অমৃতোক্ষিতঃ অমৃতেন হরিণা উক্ষিতঃ "উক্ষসেচনে" সিক্তঃ। অমৃতেন ব্যাপ্তোঽস্মীতি যাবৎ। ইতি এবং ত্রিশঙ্কোর্মানবস্য নৃপস্য বেদানুবচনং বেদব্যাখ্যাফলং ॥২২॥

বেদাশ্রবণানন্তরভাবিনো যমনিয়মানাহ, বেদমনূচোত্যাদিনা। অনূচ্য ব্যাখ্যায়। আচার্য্যঃ শিষ্যমনুশাস্তি শিক্ষয়তি। অনুশাসনপ্রকারমেবাহ, সত্যং বদেত্যাদিনা। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ প্রমাদং মাকার্ষীঃ, স্বাধ্যায়ং মা বিস্মার্ষীরিত্যর্থঃ। আচার্য্যায়েষ্টং ধনমাহৃত্য আনীয় গুরুদক্ষিণাং দত্ত্বা তদনুজ্ঞাতোঽনুরূপদারানুদ্বাহ্য প্রজাতন্তুং প্রজাসন্তানং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, প্রজাসন্ততেরবিচ্ছিত্তিঃ কার্য্যা। আবশ্যকত্বজ্ঞাপনায় সত্যাদিত্যাদিপুনর্বচনং।

কেবল ভগবান্ শ্রীহরির অনুগ্রহেই হইয়াছে যে হেতু হরি কর্ত্তৃক আমি পবিত্র হইয়াছি অতএব সূর্য্যস্থ বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত হইলাম। নিত্যানন্দ স্বরূপত্ব হেতু আমি শোভন কান্তিযুক্ত সুবর্ণতুল্য কান্তিবিশিষ্ট ও সুমেধা হইলাম, অমৃত (হরি) কর্ত্তৃক সিক্ত অর্থাৎ অমৃত দ্বারা বেদানুবচন অর্থাৎ বেদব্যাখ্যানের ফল ॥ ২২ ॥

বেদ শ্রবণানন্তর ভাবি যম নিয়ম সমূহ বলিতেছেন,—আচার্য্য গুরু বেদব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এই যে,—সত্য বল, ধর্ম্মাচরণ কর, স্বীয় অধ্যয়নে অনবধানতা করিও না অর্থাৎ নিজের অধ্যয়ন বিস্মরণ হইও না। বাঞ্ছিত ধন উপার্জ্জন করিয়া আচার্য্যগুরুকে গুরুদক্ষিণারূপে প্রদান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অনুরূপ দার

স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং,
দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং, মাতৃদেবো ভব,
পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব,
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি,
নো ইতরাণি, যান্যস্মাকং সুচরিতানি,
তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি,
যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ,
তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যং, শ্রদ্ধয়া দেয়ং,

কুশলাৎ শ্রেয়োহেতুব্যাপারাৎ। ভূত্যৈ ভূত্যর্থং ঐশ্বর্য্যার্থং। ন্যায়োপায়েন দ্রব্যার্জ্জনং কার্য্যমিত্যর্থঃ। স্বাধ্যায়েত্যাদিব্যক্তং। মাতৃদেব ইত্যাদেঃ মাতা পূজ্যা যস্যাসৌ মাতৃদেব ইত্যাদিরর্থো জ্ঞেয়ঃ। অনবদ্যানি অনিন্দিতানি ইতরাণি সাবদ্যানি নো ন কার্য্যাণি। অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ। মত্তোঽপি শ্রেষ্ঠাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন আসনাদিনা আসনাদ্যুপচারেণ প্রশ্বসিতব্যং। প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনোদঃ। মহাত্মনামাগমনে তচ্ছ্রমাপনোদো যথা তথা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অশ্রদ্ধয়া দেয়মিতি। অশ্রদ্ধয়াপি দেয়মেব গুণভূতশ্রদ্ধাভাবেন প্রধানদান-

---

পরিগ্রহণান্তে সন্তানোৎপাদনে ব্যবচ্ছেদ করিও না অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন করিবে। সত্য বাক্যে অনবধান হইও না, ধর্ম্মে অনবধান হইও না, কুশল অর্থাৎ শ্রেয়ঃ সাধন ব্যাপার হইতে অসাবধান হইও না, ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত অনবধানতা করিও না, দেবকার্য্যে এবং পিতৃকার্য্যে অনবধান হইও না, মাতৃ পূজায় তৎপর হও, আচার্য্য পূজায় রত হও, অতিথি সেবনে সযত্ন হও, অনিন্দিত কার্য্য সকল করিবে, নিন্দিত কার্য্য করিবে না, যে সকল কার্য্য মৎকর্ত্তৃক সুরচিত হইয়াছে তাহাই তুমি করিবে তদতিরিক্ত অপর কিছু করিবে না আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ যে কোন ব্রাহ্মণ হউক না কেন তুমি তাহাদিগকে আসনাদি উপচার দ্বারা শ্রমাপনোদন করিবে অর্থাৎ মহাত্মা-

অশ্রদ্ধয়া দেয়ং, শ্রিয়া দেয়ং, হ্রিয়া দেয়ং,
ভিয়া দেয়ং, সম্বিদা দেয়ং ॥ ২৩ ॥
অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা
বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ,
যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ,
যুক্তা আযুক্তাঃ (অযুক্তাঃ)
অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ,

লোপো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ। কেচিদদেয়মিতি পদং ছিন্দন্তি শ্রিয়া দেয়মিতি। প্রসন্নেন মনসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অথেত্যর্থান্তরে। মাং বিহায় দেশান্তরং গতস্য তে যদি কর্ম্মবিচিকিৎসা যজ্ঞাদিভগবদারাধনকর্ম্মবিষয়ে সন্দেহঃ। বৃত্তবিচিকিৎসা কর্ম্মাঙ্গাচারবিষয়ে সন্দেহঃ স্যাৎ ভবেৎ তদেতি শেষঃ। সংমর্শিনো বিমর্শকারিণঃ। যুক্তা যোগযুক্তাঃ। আযুক্তাঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাগ্রহযুক্তাঃ। অলূক্ষাঃ অরূক্ষাঃ প্রশ্নে

গণের আগমন হইলে যে কোনরূপে হউক তাঁহাদিগের শ্রমাপনোদন করিবে, শ্রদ্ধাশীল হইয়া দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে অর্থাৎ গুণভূত শ্রদ্ধা না হইলেও প্রধান প্রধান দান লোপ করিবেনা (কিম্বা অশ্রদ্ধায় দান করিও না) প্রসন্নান্তঃকরণে দান করিও, লজ্জা হইলেও দান করিও, ভয় হইলেও দান করিও, জ্ঞানদ্বারা দান করিও ॥ ২৩ ॥

অনন্তর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন পূর্ব্বক তোমার যদি যজ্ঞাদি ভগবদারাধনাত্মক কর্ম্মে কোনরূপ সন্দেহ হয় এবং কর্ম্মাঙ্গ আচরণ বিষয়ে সংশয় হয় তাহা হইলে তদ্দেশস্থ বিমর্শকারী অর্থাৎ বিবেচনাশীল, যোগযুক্ত, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত, অরূক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন করিলেও

যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ,
অথাভ্যাখ্যাতেষু, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সংমর্শিনঃ,
যুক্তা আযুক্তাঃ, অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ,
যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্, তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ,
এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এষা বেদোপনিষৎ,
এতদনুশাসনং, এবমুপাসিতব্যং, এবমু চৈতদুপাস্যং,
শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ, শন্নো ভবত্বর্য্যমা,
(স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং তানি ত্বয়োপাস্যানি,
বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ)
ইত্যধিকপাঠঃ দৃশ্যতে।

ইত্যেকাদশোঽনুবাকঃ।

রুক্ষা কোপরহিতাঃ। ধর্ম্মকামা অদৃষ্টার্থিনঃ তে মহাত্মানঃ তত্র বিচিকিৎসিতকর্ম্মণি বৃত্তে বা যথা বর্ত্তেরন্। যথা ত্বমপি বর্ত্তেথাঃ। অথেত্যর্থান্তরে। অভ্যাখ্যাতেষু নিন্দিতেষু। বিচিকিৎসা স্যাদিতি বর্ত্ততে। যে তত্রেত্যাদি প্রাগ্বৎ। এষ আদেশঃ ইয়মাজ্ঞা হরেঃ। ন কেবলমাজ্ঞা; কিন্তু এষ উপদেশঃ। নায়ং যাদৃশতাদৃশ উপদেশঃ অপি তু এষা বেদোপনিষৎ। বেদরহস্যমেতৎ। এতদনুশাসনং শিক্ষেত্যর্থঃ। প্রাগুক্তং সত্যত্বাদিকং অবশ্যমুপাস্যমিতি দ্বিরুক্ত্যাবধারয়তি এবমিতি। উপাসিতব্যং প্রাগুক্তসত্য-

---

যিনি কোপবিহীন, এবং ধর্ম্মকাম (অদৃষ্টার্থী) যে যে ব্রাহ্মণগণ আছেন সেই মহাত্মাগণ যজ্ঞাদি ভগবদারাধনরূপ কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন তুমিও সেই সেই কর্ম্ম, তদ্রূপ আচরণ করিবে। তৎপর নিন্দিত বিষয়ে যদি সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে তদ্দেশীয় বিবেচক, যোগযুক্ত, স্বধর্ম্মানুরত, অরুক্ষ, এবং অদৃষ্টার্থী যে যে ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা যেরূপ বিধান করেন তুমিও তদনুকূল কার্য্য করিবে। ভগবান্ শ্রীহরির এই আদেশ, (কেবল আদেশও নহে) পরন্তু তাঁহার উপদেশ, (ইহা যেমন

শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ, শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ,
নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো! ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি,
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষং, ঋতমবাদিষং,
সত্যমবাদিষং, তন্মামাবীৎ তদ্বক্তারমাবীৎ,
আবীন্মাং, আবীদ্বক্তারং,
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ২৪ ॥
(সত্যমবাদিষং পঞ্চ)

ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ঃ প্রথমবল্লী সম্পূর্ণা ॥ ১ ॥

বচনাদিকমবশ্যানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। যয়া শান্ত্যা বিদ্যোপক্রম্য সমাপিতা তামেব বিঘ্ননিবৃত্তৌ শক্তেতি ভাবেনান্তেঽপি পঠতি শন্নো মিত্র ইতি। অত্র বায়ো! ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষমিত্যুক্তে বীজস্ত উপক্রম এবোক্তং ॥ ২৪ ॥

প্রথমবল্লী সম্পূর্ণা ॥ ১ ॥

তেমন উপদেশ নয়) পরন্তু বেদের রহস্য, ইহাই অনুশাসন (শিক্ষা)। (পূর্ব্ব কথিত সত্যাদি অবশ্য উপাস্য ইহাই পৌনরুক্তিক্রমে নির্ণয় করিয়া কহিতেছেন,—) এইরূপ প্রাগুক্ত সত্যবচনাদি অতি অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে এবং ইহাও অনুষ্ঠান করিবে। "যে শান্তি দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাহা পরিসমাপ্তি হয় সেই বিদ্যাই বিঘ্ন নিবৃত্তির নিমিত্ত শক্ত হয়" এই ভাব অবলম্বন করিয়া বল্লীর অন্তেও শান্তি পাঠ করিতেছেন, যথা,— মিত্র আমাদিগের মঙ্গল করুন, বরুণদেব অস্মদীয় কুশল বিধান করুন, অর্য্যমা আমাদিগের শুভ সূচক হউন, এবং ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও উরুক্রম বিষ্ণু আমাদিগের মঙ্গল করুন। ব্রহ্মকে নমস্কার, হে বায়ো! তোমাকে নমস্কার তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম হও, তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ঋত ও সত্য বলিয়া থাকি, অতএব আমাকে রক্ষা কর, বক্তা আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, বক্তা আমাকে রক্ষা কর। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ॥ ২৪ ॥

ইতি প্রথম বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়া বল্লী।

ওঁ, স হ নাববতু, স হ নৌ ভুনক্তু,
স হ বীর্য্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ,
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥

যস্যা বিদ্যায়াঃ পূর্ব্বং কর্ত্তব্যা বিদ্যা উক্তা তামেব বক্তুং বিঘ্নবিঘাতিনীং (বিঘ্নপরিহারিণীং) শান্তিং পঠতি, স হ নাবিতি। নৌ গুরুশিষ্যৌ অবতু "অব রক্ষণ-গতি-কান্তি-প্রবেশে"ত্যাদিধাতুপাঠাৎ, প্রবিশতু আবয়োঃ সন্নিধীয়তামিত্যর্থঃ। নৌ সহৈব ভুনক্তু পালয়তু "ভুজ পালনাভ্যবহারয়ো"-রিতিধাতোঃ। ব্যাখ্যানবিষয়ে বীর্য্যং সামর্থ্যং স হ করবাবহৈ। তেজস্বিনৌ ভবাবেতি যোজ্যং। অধীতং ফলপ্রদমস্তু, নৌ আবাভ্যাং অধীতং তেজঃ-ব্যস্ত্বিতি বা। মা বিদ্বিষাবহৈ বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্য গুরোর্বা প্রমাদ-কৃতাপরাধাৎ প্রাপ্তং বিদ্বেষং নৈব করবাব ইত্যর্থঃ। ত্রিঃ শান্তিপাঠস্তু বীজমুক্তমেব ধ্যেয়ং ॥ ১ ॥

যে বিদ্যার পূর্ব্ব কর্ত্তব্য বিদ্যা উক্ত হইয়াছে তাহাই বলিবার নিমিত্ত বিঘ্ননাশিনী শান্তি পাঠ করিতেছেন,—তিনি আমাদের (গুরুশিষ্যের) নিকটবর্ত্তী হউন, তিনি আমাদিগকে পালন করুন, ব্যাখ্যান বিষয়ে আমরা সমর্থ হই, আমরা তেজস্বী হই, আমাদিগের অধীত বিষয় ফলপ্রদ হউক এবং বিদ্যা গ্রহণার্থ আমাদিগের (গুরু কিম্বা শিষ্যের) প্রমাদকৃত অপরাধ হইলেও আমরা বিদ্বেষ আচরণ করিব না। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ॥ ১ ॥

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, তদেষাঽভ্যুক্তা,
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,

প্রধানব্রহ্মবিদ্যামাহ, ব্রহ্মবিদিতি। ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মজ্ঞানী (পরং ব্রহ্মেতাম্বেতি) পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। এতেন পরব্রহ্মপ্রাপ্তিকামঃ পরঃ ব্রহ্মবিদ্যাদিযুক্তং ভবতি। তত্র কিং লক্ষণং ব্রহ্ম? কথঞ্চ তদ্বেদনং। ন হি ব্রহ্মপদেন প্রতীতস্যাপরিচ্ছিন্নস্য সাক্ষাৎকারো যুক্তঃ। কীদৃশী চ তৎপ্রাপ্তিঃ? যা জ্ঞানসাধ্যা সর্ব্বগতত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বাদিত্যুৎপন্নশঙ্কাত্রয়স্য ক্রমেণ পরিহারার্থং প্রস্তাব্যমন্ত্রমুদাহরত্যুপনিষৎ,—তদেষাভ্যুক্তেত্যাদিনা। তদপি তদাশঙ্কাত্রয়ং প্রতি তৎসমাধ্যর্থমিতিযাবৎ। এষা ঋক্ উক্তা উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতিলক্ষণশঙ্কায়া উত্তরং। প্রত্যেকং লক্ষণত্বাৎ ত্রীণি লক্ষণান্যবশ্যং জ্ঞাতব্যান্যাহুক্তানি। সত্যত্বং নাম জগৎস্রষ্টৃত্বং, জগজ্জীবনপ্রদত্বং জগচ্চেষ্টকত্বং জগৎসংহর্ত্তৃত্বঞ্চেতি জ্ঞাতব্যং। সদিতি

প্রধান ব্রহ্মবিদ্যা কহিতেছেন,—ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্মজ্ঞানী তিনিই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (১) তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে তিনটি আশঙ্কা এই যে,—ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তাঁহার জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? (২) এবং তাঁহার প্রাপ্তিই বা কীদৃশী? (৩) এই আশঙ্কা ত্রয়ের পরিহারার্থ উপনিষদ্ ক্রমশঃ তাহার প্রস্তাব্য মন্ত্র উদাহরণ করিতেছেন,—ঐ আশঙ্কাত্রয়ের প্রতি অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ আশঙ্কা সমাধান করিবার নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র কথিত হইয়াছে। প্রথম আশঙ্কার উত্তর যথা,—"সত্যং জ্ঞানানন্তং

(১) এই বাক্যে ইহাই বুঝিতে হইবে যে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে যিনি কামনা করেন তিনি পরব্রহ্মগত বিদ্যাযুক্ত হয়েন।

(২) যেহেতু ব্রহ্মপদে প্রসিদ্ধ ও অপরিচ্ছিন্নের সাক্ষাৎকার সঙ্গত হয় না।

(৩) যে প্রাপ্তি, জ্ঞানের দ্বারা সাধ্য হয়, বিশেষতঃ সর্ব্বগতত্ব হেতু তিনি নিত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন

যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্,
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ, ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥২॥

সদ্ভাবঃ জন্মেতি যাবৎ। সত্বং জীবনং প্রবর্ত্তনঞ্চ। সত্বং বিশরণং নাশমিতি যাবৎ। "ষদ্‌ৢ বিশরণ" ইতি ধাতোঃ। যাপয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা সত্যশব্দেনার্থ-চতুষ্টয়স্যাপি প্রতীতেঃ। জ্ঞানত্বন্তু স্বপরগতাশেষসামান্যবিশেষবিষয়ক-জ্ঞানরূপত্বং। অনন্তত্বঞ্চ দেশকালগুণাপরিচ্ছিন্নত্বং। দ্বিতীয়শঙ্কোত্তরং, যো বেদেতি। অপরিচ্ছিন্নপরিমাণস্যাপি স্বশক্ত্যানুকম্পয়া অল্পপরিমাণং অঙ্করনয়োক্তদিশা বিদ্যমানমেব প্রকটয়ৎ সর্ব্বজীবোপকারিকা (যকর) র্য্যকারণপ্রেরকতয়া তদ্ধৃদয়গুহাবস্থিতং যো বেদেত্যর্থঃ। তৃতীয়শঙ্কোত্তরং। সো ঽশ্নুত ইতি। ন সংযোগাদিমাত্রং তৎপ্রাপ্তিঃ। যেন জ্ঞানসাধ্যা ন স্যাৎ কিন্তু বিপশ্চিতা সর্ব্বজ্ঞেন ব্রহ্মণা স্থলবিশেষে অভিব্যক্ততয়া স্থিতেন পরব্রহ্মণা বিরিঞ্চেন বা। সহ সর্ব্বান্ স্বযোগ্যান্ কামান্ ভুংক্তে ইতি তেন সহ তদধীনতয়া সুখভোগ এব তৎপ্রাপ্তিরিতি তদভিপ্রায়ঃ। ইতি শব্দস্য ইত্যেষাভ্যুক্তেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম' "সত্যত্ব" শব্দে জগৎ স্রষ্টৃত্ব, জগজ্জীবনপ্রদত্ব, জগচ্চেষ্টকত্ব ও জগৎ সংহর্তৃত্ব। "জ্ঞানত্ব" অর্থাৎ স্বগত ও পরগত অশেষ সামান্য ও অশেষ বিশেষ বিষয়ক জ্ঞানরূপত্ব। এবং "অনন্তত্ব" অর্থাৎ দেশ, কাল ও গুণদ্বারা অপরিচ্ছিন্নত্ব। উক্ত "সত্য, জ্ঞান ও অনন্তই" ব্রহ্মের লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ। দ্বিতীয় আশঙ্কার উত্তর যথা,—অপরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইলেও স্বীয় শক্তি দ্বারা ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া অল্প পরিমাণ প্রকট পূর্ব্বক নিখিল জীবের উপকারক কার্য্য ও কারণের প্রেরক হইয়া সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে জিনি জানেন। (এবং তৃতীয় আশঙ্কার উত্তর এইযে) তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম অর্থাৎ স্থলবিশেষে অভিব্যক্তরূপে স্থিত পরব্রহ্ম বা বিরিঞ্চির সহিত বিবিধ স্বযোগ্য কামসমূহ ভোগ করেন অর্থাৎ তাঁহার সহিত তদধীনত্ব রূপে সুখভোগই তৎপ্রাপ্তি ॥ ২ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।

সত্যমিত্যত্র সচ্ছব্দঃ "সদ্ভাবে সাধুভাবে চে"তিগীতোক্তেঃ সচ্ছব্দেন প্রজননং সূচিতমিতি গীতাভাষ্যোক্তেশ্চ প্রজননরূপসদ্ভাববাচীত্যুপেত্য সদ্ভাবং জন্ম যাপয়তীতি। যাতেরন্তর্ণীতণ্যর্থাদাতোঽনুপসর্গে ক ইতি ক প্রত্যয়ে আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপে অয়স্ময়াদীনীতি ভসংজ্ঞায়াং অপদত্বেন জস্ত্বাভাবে সত্যমিতি রূপমুপেত্য জগৎস্রষ্টৃত্বং সত্যপদেনোচ্যত ইত্যযুক্তং পঞ্চমহাভূতানামেব জগৎকারণত্বাদিত্যতস্তেষামপি ব্রহ্মৈব কারণং। তদন্তর্গতং তৎসত্তাদিপ্রদঞ্চেতি ভাবেন সত্যপদোক্তং জগৎকারণত্বং বিবৃণোতি,—তস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদ্ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি পরব্রহ্মপ্রাপ্তিকামেন জ্ঞাতব্যতয়োক্তাদেতস্মাৎ সত্যত্বাদিনালক্ষিতাৎ, আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ জাতঃ। অত্র প্রকরণে আকাশাদিশব্দৈঃ ভূতং ভূতাভিমানী তদ্দেহস্তত্রিতয়ান্তর্গতো হরিশ্চেতি চত্বারো গ্রাহ্যাঃ। হরেস্তত্রিতয়ান্তর্গতিশ্চ তৎসত্তাশক্ত্যাদিপ্রদত্বেনেতি জ্ঞেয়ং। সম্ভূতপদোক্তং জন্ম চ যথাসম্ভবং হরেরভিব্যক্তিরভিমানিনোঽভিমানঃ তদ্দেহস্য ভূতস্য চ পরিণাম ইতি জ্ঞেয়ং।

সত্য পদোক্ত জগৎ কারণত্ব বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছেন ব্রহ্মবিদ্ (পরব্রহ্ম জ্ঞানী) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন সেই হেতু, এবং পরব্রহ্ম প্রাপ্তি কামনায় জ্ঞাতব্যরূপে কথিত এই সত্যত্বাদি দ্বারা লক্ষিত হেতু, আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয় (১) এইরূপে চতুর্ব্বিধ আকাশ হইতে চতুর্ব্বিধ বায়ু, চতুর্ব্বিধ বায়ু হইতে চতুর্ব্বিধ অগ্নি, চতুর্ব্বিধ অগ্নি হইতে চতুর্ব্বিধ

---

(১) এই মন্ত্রে আকাশাদি শব্দে ভূত, ভূতাভিমানী, তদ্দেহ এবং এই ত্রিতয়ান্তর্গত হরি এই চারিটি গ্রাহ্য হইবে অর্থাৎ আকাশ শব্দে ভূত, ভূতাভিমানী, তদ্দেহ ও এই ত্রিতয়ান্তর্গত হরি এইরূপ উত্তরোত্তর জানিতে হইবে।

আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ঔষধয়ঃ, ঔষধীভ্যোঽন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ ॥ ৩ ॥

স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ, তস্যেদমেব শিরঃ,

আকাশাচ্চতুর্ব্বিধো বায়ুঃ সম্ভূতঃ। চতুর্ব্বিধাদ্বায়োশ্চতুর্ব্বিধোঽগ্নিঃ সম্ভূতঃ। চতুর্ব্বিধাদগ্নেঃ চতুর্ব্বিধা আপঃ সম্ভূতাঃ। চতুর্ব্বিধাভ্যোঽদ্ভ্যঃ চতুর্ব্বিধা পৃথিবী সম্ভূতা। চতুর্ব্বিধায়াঃ পৃথিব্যাঃ চতুর্ব্বিধা ঔষধয়ঃ সম্ভূতাঃ। চতুর্ব্বিধেভ্যৌষধীভ্যশ্চতুর্ব্বিধমন্নং সম্ভূতং। চতুর্ব্বিধান্নাৎ পুরুষশব্দিতো দেহস্তদভিমানী জীবঃ তদুভয়ান্তর্গতো হরিশ্চেতি ত্রিতয়ং সম্ভূতমিতি জ্ঞেয়ং। তদাহ সূত্রকারঃ,—কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেরিতি। তেজোঽতস্তথা হ্যাহেতি চ। তত্রাদ্যনয়ে আকাশাদ্বায়ুরিত্যাদেঃ কল্পনোপদেশাদিতিন্যায়েন মুখ্যবৃত্ত্যা ভূতোৎপত্তিপরত্বং। অভিমানিনয়ন্যায়েন অভিমানিপরত্বং চোপেত্য সমাকর্ষন্যায়েন পরমমুখ্যবৃত্ত্যা আকাশাদিপুরুষান্তশব্দানাং ব্রহ্মপরত্বঞ্চ দ্যুভ্বাদিনয়ন্যায়েন প্রাদুর্ভাবং জনিং চোপেত্য কার্য্যত্বে সতি কারণত্বরূপাবান্তরকারণত্বসমর্থনাৎ। তেজোনয়ে তেজঃপদোপলক্ষিতাশেষভূততদভিমানিনাং উপাদানশক্তিকর্তৃত্বশক্ত্যাদেরীশায়ত্তত্বোক্তেঃ ॥ ৩ ॥

এবং সত্যপদোক্তং জগজ্জন্মহেতুত্বং আত্মন ইত্যাদিপ্রকারেণ সমর্থ্য অস্তি চৈত্র ইত্যুক্তে জীবতীতি প্রতীতেঃ অস্তেঃ শত্রং তস্য সদিতিরূপমুপেত্য সত্বং জীবনং যাপয়তীতি "ষদ্‌ বিশরণগতৌ"তি ধাতোর্ভাবে ক্বিবন্তত্বমুপেত্য সদ্গতিং

আপ, চতুর্ব্বিধ আপ হইতে চতুর্ব্বিধা পৃথিবী, চতুর্ব্বিধা পৃথিবী হইতে চতুর্ব্বিধ ঔষধী, চতুর্ব্বিধ ঔষধি হইতে চতুর্ব্বিধ অন্ন, চতুর্ব্বিধ অন্ন হইতে পুরুষ শব্দিত দেহ ও তদভিমানি জীব এবং তদুভয়ান্তর্গত হরি এই ত্রিতয় সম্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

আত্মা হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "সত্য" পদদ্বারা কথিত জগদুদ্ভবের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত অর্থ ত্রয় এবং জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্বরূপ লক্ষণদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিবার নিমিত্ত উক্ত

অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তর পক্ষঃ অয়মাত্মা,

বিশীর্ণত্বঞ্চ যাপয়তীতি চ ব্যুৎপত্ত্যাশ্রয়েণ উক্তমন্ত্রদর্থত্রয়ং জ্ঞানত্বানন্তত্বরূপ-লক্ষণদ্বয়ঞ্চ বিবরিতুং পুরুষপদেন পরমমুখ্যবৃত্ত্যোক্তস্য জীবদেহস্থস্য হরেঃ জীবদেহে পঞ্চরূপতয়া স্থিতিং বক্তুং প্রকরণান্তরমারভতে,—স বা এষ পুরুষ ইতি। স আত্মন ইতি সর্ব্বভূতমূলকারণত্বেনোক্তঃ। বৈ প্রসিদ্ধঃ এষ আকাশাদিপদৈর্মুখ্যবাচ্যতয়া প্রকৃতঃ পুরুষঃ জীবদেহস্থঃ পুরুষনামা হরিঃ অন্নরসময়ঃ। ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থঃ। তাদাত্ম্যার্থে বিকারার্থে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ত্রিধেত্যুক্তেঃ। অন্নশব্দোঽত্র অদ্যতেঽত্তি চেতি বাক্যশেষাদদভক্ষণ ইত্যতঃ কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা নিষ্ঠাপ্রত্যয়েরদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ ইতি নিষ্ঠা তকারস্য নত্বে অন্নমিতি সিদ্ধ্যা ভূতোপজীব্যত্বরূপাদ্যত্বভূতাতৃত্বরূপসংহর্ত্তৃত্বপরঃ। রসশব্দঃ সারবাচী। রসঃ সারোবরশ্চেতিশব্দাঃ পর্য্যায়বাচক ইত্যুক্তেঃ। তথা চান্নেষু রসঃ সারোঽন্নরসঃ তৎপ্রচুরোঽন্নরসময়ঃ। সর্ব্বভূতোপজীব্যত্বেন সর্ব্বভূত-সংহর্ত্তৃত্বেন চ নিমিত্তেনান্নরসময়শব্দবাচ্যঃ। প্রাকৃতান্নবিকারদেহস্থোঽনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। অন্নপদস্য প্রাকৃতান্নপরত্বনিবৃত্ত্যর্থং অন্নময় ইত্যনুক্ত্বা অন্নরসময়

মন্ত্রস্থ পুরুষ পদদ্বারা কথিত হইয়াছে যে পরমমুখ্য বৃত্তি দ্বারা জীবদেহান্তর্গত হরি, পঞ্চরূপে (১) জীবদেহে অবস্থান করেন তাহাই বলিবার নিমিত্ত প্রকরণান্তর কহিতে আরম্ভ করিতেছেন,—"সে" অর্থাৎ সর্ব্বভূতের মূল-কারণত্ব রূপে কথিত এবং "এই" অর্থাৎ আকাশাদি পদদ্বারা মুখ্য বাচ্যত্বস্বরূপে প্রকৃত পুরুষ অর্থাৎ জীবদেহস্থ পুরুষ নামক হরি, অন্নরসময় (২) কোশস্থ

(১) পঞ্চরূপে অর্থাৎ পঞ্চভূতরূপে।

(২) অন্নরসময়—অন্ন অর্থাৎ ভূতসমূহের উপজীব্যত্বরূপ, আদ্যত্ব ভূত-ভোক্তৃত্বরূপ সংহর্ত্তা, রসশব্দ—সারার্থবাচী অতএব অন্ন শব্দার্থের মধ্যে রস অর্থাৎ সার তাহাই অন্নরস অর্থাৎ তৎপ্রচুর অন্নরসময়। সর্ব্বভূতোপ-জীব্যত্ব ও সর্ব্বভূত সংহর্ত্তৃত্ব হেতু প্রাকৃত অন্ন বিকার দেহস্থ অনিরুদ্ধ—অন্নরস-ময় শব্দের বাচ্য। অন্নপদে প্রাকৃত অন্ন পরত্ব নিবৃত্তির নিমিত্ত অন্নময় না বলিয়া অন্নরসময় বলা হইয়াছে।

মধ্যাতলেঽব্জধ্বজপুষ্পবল্লীঃ
কনিষ্ঠিকাধোঽঙ্কুশমেকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়াতপত্রে
পার্ষ্ণৌ তু চন্দ্রার্দ্ধমথান্যপাদে ॥ ২৪ ॥
পার্ষ্ণৌ ঝষং স্যন্দনশৈলমূর্দ্ধ্নি
তৎপার্শ্বয়োঃ শক্তিগদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমূলেঽথ কনিষ্ঠিকাধো
বেদীমধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

মধ্যাতলে মধ্যমাঙ্গুলীনিম্নে অব্জধ্বজপুষ্পবল্লীঃ—অব্জং কমলং তত্তলে ধ্বজং, পুষ্পং, বল্লীং লতাং, কনিষ্ঠাধো একমেব অঙ্কুশং, চক্রস্য মূলে তলে বলয়াতপত্রে—বলয়ঞ্চ আতপত্রং ছত্রঞ্চ তে, পার্ষ্ণৌ—গুল্‌ফাধোভাগে অর্দ্ধচন্দ্রং। অথ অনন্তরং অন্যপাদে দক্ষিণচরণে পার্ষ্ণৌ ঝষং মৎস্যং, ঊর্দ্ধে স্যন্দনশৈলং—তর্জ্জন্যাদ্যঙ্গুলীতলে পর্ব্বতং তত্তলে রথমিত্যর্থঃ, তৎপার্শ্বয়োঃ শক্তিগদে শক্তিশ্চ গদাচ তে, অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খং, অথ কনিষ্ঠাধো কনিষ্ঠাঙ্গুলিতলে বেদীং, তস্যাঃ বেদ্যাঃ অধঃ কুণ্ডলং ॥ ২৪—২৫ ॥

অঙ্গুলির নিম্নে, পদ্ম, তত্তলে ধ্বজা, লতা, পুষ্প, কনিষ্ঠার অধোভাগে একমাত্র অঙ্কুশ, চক্রের তলে বলয় ও ছত্র এবং গুল্‌ফের অধোদেশে অর্দ্ধচন্দ্র। অনন্তর দক্ষিণ-পদের পার্ষ্ণিতে মৎস্য, ঊর্দ্ধে অর্থাৎ তর্জ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলির তলে পর্ব্বত, তত্তলে রথ, তৎপার্শ্বে শক্তি ও গদা, অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠার নিম্নে বেদী, এবং তাহার নীচে কুণ্ডল ॥ ২৩—২৫ ॥

পদোস্তলে পার্ষ্ণিযুগ্মঞ্চ শোণং
রত্নোর্ম্মিকা রক্তনখাঙ্গুলীশ্চ।
মঞ্জীরযুগ্মং তনুগুল্ফজঙ্ঘা-
জানূরুশোভা জঘনং নিতম্বম্॥ ২৬॥
বাসঃ সসূত্রং মণিমেখলাঞ্চ
নাভিং দলাভোদররোমবল্ল্যৌ।
পীনৌ কুচৌ কঞ্চুলিকাঞ্চিতৌ চ
কণ্ঠং ত্রিরেখং মণিহেমহারান্॥ ২৭॥

ইদানীং চরণতলমারভ্যোত্তমাঙ্গপর্য্যন্তং ক্রমশঃ মনঃ প্রতি উপদেশং করোতি ইত্যাহ পদোরিত্যাদিনা—পদোঃ চরণয়োঃ তলে শোণং রক্তিমং পার্ষ্ণিযুগং, রত্নোর্ম্মিকাঃ রত্ননির্ম্মিতাঙ্গুরীয়কান্, রক্তনখাঙ্গুলীঃ রক্তবর্ণনখান্ রক্তবর্ণাঙ্গুলীশ্চ, মঞ্জীরযুগ্মং নূপুরযুগলং, তনুগুল্ফজঙ্ঘাজানূরুশোভাঃ জঘনং নিতম্বং॥ ২৬॥

সসূত্রং বাসঃ, মণিমেখলাং মণিময়কটিভূষণং "চন্দ্রহার বা গোট" ইতি ভাষা, নাভিং, দলাভোদররোমবল্লৌ—দলতুল্যোদররোমশ্রেণ্যৌ, কঞ্চুলিকাঞ্চিতৌ কাঞ্চুলিকা—"কাঁচলী" ইতি খ্যাতা তয়া অঞ্চিতৌ যুক্তৌ পীনৌ স্থূলৌ কুচৌ, ত্রিরেখং রেখাত্রয়বিশিষ্টং কণ্ঠং, মণিহেমহারান্ মণিময়-স্বর্ণময় হারান্॥ ২৭॥

চরণতলে রক্তিম পার্ষ্ণিদ্বয়, রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক, রক্তবর্ণ নখ ও অঙ্গুলীনিচয়, নূপুরযুগল, সুকোমল গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু ও উরুর শোভা, জঘন, নিতম্ব, সূত্রাদ্ধবসন, মণিময় মেখলা (গোট্) নাভি, দলনিভ উদর ও তত্রস্থ রোমাবলী কঞ্চুলিযুক্ত, ও স্থূল স্তনযুগল, রেখাত্রয়বিশিষ্ট কণ্ঠ, 'মণি-ময় ও স্বর্ণময় হারসকল, নতস্কন্ধ, বলয়ান্বিত বাহুযুগল, শোভাভর কফোণী

স্কন্ধৌ নতাবঙ্গদিনৌ ভুজৌ শ্রী-
ভরৌ কফোণী মণিবন্ধযুগ্মম্।
বিচিত্রচূড়ামণিকঙ্কণাঢ্যং
শোণে করাব্জে মৃদুলাঙ্গুলীশ্চ ॥ ২৮ ॥
রত্নোর্ম্মিকাস্তাঃ সুনখেন্দুখণ্ডান্
সশ্যামবিন্দুং চিবুকং মুখাব্জম্।
ওষ্ঠাধরৌ গণ্ডযুগং সচিত্রং
কর্ণৌ লসৎকুণ্ডলচক্রিকাঢ্যৌ ॥ ২৯ ॥

নতৌ অবনতৌ স্কন্ধৌ, অঙ্গদিনৌ বলয়যুক্তৌ ভুজৌ, শ্রীভরৌ শোভা-ভরৌ কফোণী বাহুনিম্নগ্রন্থিবিশেষৌ "কনুই" ইতি খ্যাতৌ, বিচিত্রচূড়ামণি-কঙ্কণাঢ্যং অদ্ভুতশ্রেষ্ঠকঙ্কণযুক্তং মণিবন্ধযুগ্মং পাণিমধ্যস্থকরগ্রন্থিযুগলং "কব্জা" ইতি ভাষা, শোণে রক্তিমে করাব্জে করপদ্মে, মৃদুলাঙ্গুলীঃ কোমলা-ঙ্গুলীশ্চ ॥ ২৮ ॥

রত্নোর্ম্মিকাঃ রত্ননির্ম্মিতাঙ্গুরীয়কান্, সুনখেন্দুখণ্ডান্ শোভননখচন্দ্র-খণ্ডান্, সশ্যামবিন্দুং শ্যামবর্ণবিন্দুনা সহ বর্ত্তমানং চিবুকং, মুখাব্জং বদনকমলং ওষ্ঠাধরৌ, সচিত্রং গণ্ডযুগং কপোলদ্বয়ং, লসৎকুণ্ডলচক্রিকাঢ্যৌ শোভমান-কুণ্ডলচক্রিকাযুক্তৌ কর্ণৌ ॥ ২৯ ॥

(কনুই) বিচিত্র কঙ্কণযুক্ত মণিবন্ধ (কব্জা) যুগল, রক্তিম করপদ্ম, কোমল অঙ্গুলিসমূহ, রত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক, শোভন নখচন্দ্র, কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুযুক্তচিবুক; মুখপদ্ম, ওষ্ঠ, অধর, চিত্রিত কপোলদ্বয়, শোভমানকুণ্ডল ও চক্রিকাযুক্ত কর্ণযুগল,

নাসাং মণিমৌক্তিকভূষিতাং দৃগ্-
দ্বয়ং লসৎকজ্জলমুচ্ছলন্তৌ।
ভ্রুবৌ ললাটং তিলকঞ্চ পত্র-
পাশ্যাং সুবক্রালকলোলিমানম্॥ ৩০॥
সীমন্তরেখাং স্মর চিত্রচূড়া-
মণিং প্রসূনাবলিগুম্ফচিত্রাম্।
বেণীং ত্রিবেণীমিব বালপাশ্যাং
বিরাজদগ্রামথ মন্দহাস্যম্॥ ৩১॥

মণিমৌক্তিকভূষিতাং নাসাং, লসৎকজ্জলং শোভমানং কজ্জলং যত্র তৎ দৃগ্দ্বয়ং নয়নযুগলং, উচ্ছলন্তৌ বিস্তীর্ণৌ ভ্রুবৌ, ললাটং, তিলকং, পত্রপাশ্যাং স্বর্ণাদিরচিতললাটভূষণং, সুবক্রালকলোলিমানং সুবক্রালকদোলায়মানং॥৩০॥

সীমন্তরেখাং কেশবীথিং মস্তকমধ্যস্থরেখাং চিত্রচূড়ামণিং, বিচিত্র-শিরোভূষণং, প্রসূনাবলিগুম্ফচিত্রাং পুষ্পসমূহৈঃ গ্রথিতাং অদ্ভুতাং বেণীং ত্রিবেণীমিব, বিরাজদগ্রাং শোভমানাগ্রাং বালপাশ্যাং সীমন্তকস্থিতস্বর্ণাদি-রচিতপট্টিকাং। অথ অনন্তরং মন্দহাস্যং ঈষদ্ধাস্যং স্মর চিন্তয় ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

মণি ও মৌক্তিকশোভিত নাসিকা, শোভমান কজ্জলযুক্ত নয়নযুগল, বিস্তীর্ণ ভ্রূদ্বয়, ললাট, তিলক, পত্রপাশ্যা (ললাট ভূষণবিশেষ) দোলায়মান বক্র অলকা-বলি, সীমন্তরেখা, বিচিত্র চূড়ামণি (শিরোভূষণ) ত্রিবেণীর ন্যায় শোভমান পুষ্পসমূহে গ্রথিত আশ্চর্য্য বেণী, সীমন্তরেখাস্থ সুবর্ণাদি রচিত পট্টিকা ও মৃদুমধুর হাস্য স্মরণ কর॥ ২৬—৩১॥

শ্রীরাধিকামাধবরূপচিন্তা-
মণৌ মনো দ্বিত্রিরথো চতুর্বা।
আবর্ত্তয়েদ্‌যো ধৃতিমান্ পঠন্ স
প্রাপ্নোতি তদ্দর্শনমাশু সাক্ষাৎ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীরূপচিন্তামণিঃ সমাপ্তঃ।

যঃ ধৃতিমান্ শ্রীরাধিকামাধবরূপচিন্তামণৌ দ্বিত্রিঃ অথো সংশয়ে অথবা-ইত্যর্থঃ চতুর্বা পঠন্ সন্ মনঃ আবর্ত্তয়েৎ নিবেশয়েৎ স আশু শীঘ্রং সাক্ষাৎ তদ্দর্শনং তয়োঃ শ্রীরাধামাধবয়োঃ দর্শনং প্রাপ্নোতি লভতে॥ ৩২॥

ইতি শ্রীধামনবদ্বীপনিবাসি পণ্ডিত শ্রীশচীনন্দন গোস্বামি ভক্তিরত্নকৃতা
বিমলা নাম্নী টীকা সমাপ্তা॥

যে ধীর ব্যক্তি এই শ্রীরাধাগোবিন্দের রূপচিন্তামণি, দুই তিন বা চারিবার পাঠ করিয়া তাহাতে মনঃকে নিয়োজিত করেন তিনি অবিলম্বে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩২॥

তৎকৃত

ইতি শ্রীরূপচিন্তামণির অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ।

বৃন্দাবনেশ্বরি ! বয়োগুণরূপলীলা-
সৌভাগ্যকেলি-করুণাজলধে ! হবধেহি।
দাসীভবানি সুখয়ানি সদা সকান্তাং,
ত্বামালিভিঃ পরিবৃতামিদমেব যাচে ॥ ১ ॥
শৃঙ্গারয়াণি ভবতীমভিসারয়াণি
বীক্ষ্যৈব কান্ত-বদনং পরিবৃত্য যান্তীম্।

শ্রীশ্রীরাধিকায়াশ্চরণতলমারভ্য মস্তকপর্য্যন্তং বর্ণয়িত্বা তস্যা নিকটে প্রার্থনাং করোতি চতুরধিকশতশ্লোকৈঃ।

হে বৃন্দাবনেশ্বরি। যৌবনগুণরূপাদীনাং জলধিস্বরূপে ! ত্বং অবধেহি, অবধানং কুরু ! অহং তব দাসী ভবানি দাসী ভূত্বা সদা কান্তসহিতাং আলিভিঃ সখীভিঃ পরিবৃতাং চ ত্বাং সুখয়ানি ইদমেবাহং যাচে ॥ ১ ॥

ভবতীং অহং শৃঙ্গারয়াণি, তদনন্তরং ত্বাং অভিসারয়াণি, অভিসারানন্তরং কান্ত-বদনং বীক্ষ্য লজ্জয়া পরিবৃত্য যান্তীং ত্বাং অঞ্চলেন ধৃত্বা হরি-

---

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! হে বয়োজলধে ! হে রূপজলধে ! গুণজলধে ! লীলাজলধে ! হে সৌভাগ্যজলধে ! হে কেলিজলধে ! হে করুণাজলধে ! অবধান কর, কিছু নিবেদন করিব ; তাহা শুনিতে হইবে। আমি তোমার দাসী হইব, তুমি কান্তসহ সখীগণে পরিবৃত হইলে আমি তোমায় সেবা করিয়া সুখী করিব, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি ; আর কিছু চাহি না ॥ ১ ॥

আমি তোমাকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিব, অনন্তর আমি তোমাকে অভিসার করাইব, যখন তুমি কান্ত-বদন অবলোকন করিয়া লজ্জায় বাম্য-স্বভাব বশতঃ পশ্চাৎপদ হইয়া যাইবে, তখন আমি তোমার বসনাঞ্চল

ধৃত্বাঞ্চলেন হরি-সন্নিধিমানয়ানি
সংপ্রাপ্য তর্জ্জনসুধাং হৃষিতা ভবানি॥ ২॥
পাদে নিপত্য শিরসানুনয়ানি রুষ্টাং
তং প্রত্যপাঙ্গকলিকামপি চালয়ানি।
তদ্দোর্দ্বয়েন সহসা পরিরম্ভয়াণি
রোমাঞ্চকঞ্চুকবতীমবলোকয়ানি॥ ৩॥

সন্নিধিং আনয়ানি। পশ্চাৎ মাং প্রতি যা তব তর্জ্জনস্বরূপা সুধা তাং সংপ্রাপ্য হর্ষযুক্তাহং ভবানি॥ ২॥

তদনন্তরং রুষ্টাং ত্বাং শিরসা পাদে নিপত্য অনুনয়ং করবাণি। এবং তদৈব কৃষ্ণং প্রতি ত্বয়া সহ অঙ্গসঙ্গার্থং স্বকীয়নয়নস্য অপাঙ্গকলিকামপি চালয়ানি। তদনন্তরং তং তস্য কৃষ্ণস্য দোর্দ্বয়েন বাহুদ্বয়েন পরিরম্ভয়াণি আলিঙ্গনবতীং করবাণি। আলিঙ্গনানন্তরং রোমাঞ্চ স্বরূপেণ কঞ্চুকেন বিশিষ্টাং তাং অবলোকয়ানি॥ ৩॥

ধারণ পূর্ব্বক কান্ত-সন্নিধানে আনয়ন করিব, তন্নিমিত্ত তুমি মৎপ্রতি যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে, আমি তাহা সুধাসদৃশ জ্ঞান করিয়া আনন্দিতা হইব॥ ২॥

তোমাকে রুষ্টা দর্শনে আমি মস্তক দ্বারা ত্বদীয় চরণে নিপতিত হইয়া অনুনয় করিব এবং তখনই তোমার সহিত অঙ্গসঙ্গার্থে সেই নাগরকে অপাঙ্গ-চালন-সঙ্কেত করিব এবং তোমাকে তাহার বিশাল বাহুযুগলের দ্বারা পরিরম্ভণ (আলিঙ্গন) করাইব, তন্নিমিত্ত তোমাকে রোমাঞ্চরূপ কঞ্চুকবতী দর্শন করিব॥ ৩॥

প্রাণপ্রিয়ে! কুসুমতল্পমলঙ্কুরু ত্ব-
মিত্যচ্যুতোক্তি- মকরন্দ-রসং ধয়ানি।
মাং মুঞ্চ মাধব! সতীমিতি গদ্গদার্দ্ধ-
বাচস্তবৈত্য নিকটং হরিমাক্ষিপাণি॥ ৪॥
বামামুদস্য নিজবক্ষসি তেন রুদ্ধা-
মানন্দবাষ্পতিমিতাং মুহুরুচ্ছলন্তী।
ব্যস্তালকাং স্খলিতবেণিমবদ্ধনীবীং
ত্বাং বীক্ষ্য সাধু জনুরেব কৃতার্থয়ানি॥ ৫॥

"হে প্রাণপ্রিয়ে! কুসুমতল্পং ত্বং অলং কুরু" ইতি ত্বাং প্রতি অচ্যুতস্য উক্তিস্বরূপং মকরন্দরসং ধয়ানি পিবানি। হে মাধব! সতীং মাং মুঞ্চ ইতি গদ্গদার্দ্ধবাক্যযুক্তায়াঃ তব নিকটং এত্য হরিং প্রতি আক্ষেপং করবাণি॥ ৪॥

তেন কৃষ্ণেন নিজবক্ষসি উদস্য উৎক্ষিপ্য রুদ্ধাং বামাং আনন্দবাষ্পতিমিতাং মুহুর্ব্বারম্বারং উচ্ছলন্তীং ব্যস্তালকাং স্খলিতবেণিং অবদ্ধনীবিং ত্বাং বীক্ষ্য সাধুজন্ম এব কৃতার্থয়ানি॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণ তোমার করে ধারণ করিয়া কহিবেন,—হে প্রাণপ্রিয়ে! "তুমি এই কুসুম শয়ন অলঙ্কৃত কর, আমি এই উক্তি মকরন্দ রস পান করিব, নাগরোক্তি শ্রবণ করিয়া তুমি গদ্গদার্দ্ধ বচনে তাহাকে কহিবে,—"হে মাধব! আমি সতী, আমাকে ছাড়িয়া দেও" আমি এই কথা শুনিয়া তোমার নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিব॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণ, বাম্য স্বভাববতী তোমাকে করযুগলের দ্বারা তুলিয়া নিজ-বক্ষঃস্থলে অবরোধ করিলে তুমি আনন্দবাষ্পাক্লিন্না হইলে এবং মুহুর্মুহুঃ উচ্ছলিত হইলে, তোমার চূর্ণকুন্তল ব্যস্ত হইবে, বেণীবন্ধন ও কটীবসন স্খলিত হইবে, তোমার এতাদৃশ পরম মধুর অবস্থা দর্শন করিয়া আমি আমার এই জন্ম ভালরূপে সফল করিব॥ ৫॥

শাতকুম্ভঘটিকাত্তবিমুক্তৈঃ
স্বেশ্বরং প্রমুদিতাঃ স্নপয়ন্তি ॥ ১৪ ॥
তচ্ছ্রীমদঙ্গং মৃদুচীনবাসসা
সম্মার্জ্য কেশানপতোয়বিন্দুকান্।
কৃত্বা চ প্রত্যুদ্গমনীয়মংশুকং
পত্রী হিরণ্যদ্যুতি পর্য্যধাপয়ৎ ॥ ১৫ ॥
তত্রোপবিষ্টস্য সুমৃষ্টবেদিকা-
বিন্যস্তপীঠেঽগুরুধূমবাসিতৈঃ।

সংভৃতৈঃ সম্যক্ ধৃতজলৈঃ কীদৃশৈঃ? পশ্চাৎ শাতকুম্ভং সুবর্ণং তস্য ঘটিকাসু ক্ষুদ্রঘটেষু আত্তৈর্গৃহীতৈর্মুক্তৈস্ত্যক্তৈঃ স্বেশ্বরং কৃষ্ণং স্নপয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

পত্রী শ্রীমদঙ্গং মৃদু সূক্ষ্মবাসসা সংমার্জ্য, অপগতাঃ তোয়বিন্দবো যস্মাত্তথাভূতান্ কেশান্ কৃত্বা প্রত্যুদ্গমনীয়ং বস্ত্রং ধৌতবস্ত্রযুগ্মং পীতং পর্য্যধাপয়ৎ, তত্তস্মাদুদ্গমনীয়ং যৎ ধৌতয়োর্বস্ত্রয়োর্যুগং ॥ ১৫ ॥

কুমুদঃ কুমুদনামা দাসোঽপি মার্জ্জিতবেদিকায়াং বিন্যস্তপীঠে উপবিষ্টস্য

নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটে পুনঃ পুনঃ গৃহীত ও পুনঃ পুনঃ ত্যক্ত বারিদ্বারা স্বীয় নিজেশ্বর কৃষ্ণকে স্নান করাইয়া দিল ॥ ১৪ ॥

পত্রী নামক ভৃত্য, সূক্ষ্ম কোমল বসনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা ও কেশ কলাপের জল শূন্য করিয়া সুবর্ণের ন্যায় সুন্দরবর্ণ বসনদ্বয় তাঁহাকে পরিধান করাইয়া দিল ॥ ১৫ ॥

তৎপর তিনি পরিমার্জ্জিত বেদিকার উপরি ভাগে অর্পিত পীঠোপরি উপবিষ্ট হইলে, কুমুদ নামক ভৃত্য, অগুরু ধূমে সুবাসিত ও কঙ্কতিকা (চিরুণী)

জূটং কচৈঃ কঙ্কতিকাবিশোধিতৈ-
র্বিধায় দাম্না কুমুদোঽপ্যবেষ্টয়েৎ ॥ ১৬ ॥
বিধায় গোরোচনয়াস্য ভালে
তমালপত্রং মৃগনাভিমধ্যম্।
শৃঙ্গারকারী মকরন্দনামা
লিলেপ গাত্রাণি চতুঃসমেন ॥ ১৭ ॥
তস্য শ্রীমদ্ভুজযুগলয়োঃ কঙ্কণে চঙ্কনাখ্যে
হৈমে ভ্রাজন্মকরবদনে কর্ণয়োঃ কুণ্ডলে দ্বে।

শ্রীকৃষ্ণস্যাদৌ অগুরুধূপবাসিতৈঃ পশ্চাৎ কঙ্কতিকাবিশোধিতৈঃ কচৈর্জূটং একত্রীকৃতং বিধায় দাম্না অবেষ্টয়ৎ ॥ ১৬ ॥

মকরন্দনামা শৃঙ্গারকারী বেশকর্ত্তা অস্য ভালে ললাটে গোরোচনয়া কস্তূরীমধ্যং তমালপত্রং তিলকং বিধায় চতুঃসমেন কস্তূরীকর্পূরাগুরু-কুঙ্কুমেন গাত্রাণি লিলেপ ॥ ১৭ ॥

অস্য ভুজযুগলয়োঃ হৈমেচ চঙ্কণাখ্যে কঙ্কণে কর্ণয়োর্মকর ইব বদনে যয়োস্তাদৃশে দ্বে কুণ্ডলে শ্রীচরণযুগলে হংসাদপি মনোহরৌ প্রণাদৌ যয়োস্তৌ

দ্বারা কেশ কলাপ সংস্কার করিয়া তাহাতে রজ্জু দিয়া জূট (ঝুটি) বন্ধন করিয়াদিল ॥ ১৬ ॥

মকরন্দ নামক বেশকারী ভৃত্য, গোরোচনা দ্বারা ললাটে তমাল পত্র নামে তিলক রচনা করিয়া তাহার মধ্যস্থল মৃগনাভি দ্বারা পরিপূরিত করিল এবং কস্তূরী কর্পূর অগুরু ও কুঙ্কুম দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত করিয়া দিল ॥ ১৭ ॥

অনন্তর প্রেমকন্দ নামক ভৃত্য তাঁহার বাহু যুগলে সুবর্ণ নির্ম্মিত চঙ্কন

মঞ্জীরৌ শ্রীচরণযুগলে হংসহারিপ্রণাদৌ
হারং তারামণিমথ হৃদি প্রেমকন্দো যুযোজ ॥ ১৮ ॥
তত্র তত্র সুতং মাতা পশ্যন্তী প্রেমবিহ্বলা।
ত্বরয়ন্তী কৃতৌ দাসান্ স্বয়ঞ্চ বিদধে ক্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥
স্নাতানুলিপ্তাদৃতভূষিতাভ্যাং
শ্রীমদ্বল-শ্রীমধুমঙ্গলাভ্যাম্।
তথাবিধৈস্তত্র তদৈব লব্ধৈঃ
সমং বয়স্যৈর্বিররাজ কৃষ্ণঃ ॥ ২০ ॥

মঞ্জীরৌঃ হৃদি তারাবৎ প্রকাশবহুলো মণির্যত্র তাদৃশং হারং মুক্তামালাং প্রেমকন্দাখ্যঃ যুযোজ ॥ ১৮ ॥

যত্র যত্র স্থলে পুরা তৈলমর্দ্দনাদৌ প্রেরিতাঃ দাসাস্তত্র তত্র স্থলে প্রেমবিক্লবা মাতা সুতং পশ্যন্তী দাসান্ কৃতৌ তত্তৎকর্ম্মণি ত্বরয়ন্তী স্বয়ং চ ক্রিয়াং তৈল-মর্দ্দনরূপাং বিদধে ॥ ১৯ ॥

তথা শ্রীকৃষ্ণবৎ স্নাতানুলিপ্তাদৃতভূষিতাভ্যাং শ্রীবলদেবমধুমঙ্গলাভ্যাং। তদৈব লব্ধৈঃ প্রাপ্তৈরাগতৈর্বয়স্যৈশ্চ সমং তত্র শ্রীকৃষ্ণো বিররাজ ॥ ২০ ॥

নামক কঙ্কণ, কর্ণদ্বয়ে মকর কুণ্ডল, চরণদ্বয়ে হংসনাদ বিনিন্দিত নূপুর যুগল এবং হৃদয়ে তারা তুল্য উজ্জ্বল হার পরাইয়াদিল ॥ ১৮ ॥

দাসগণ যে যে স্থানে তৈল মর্দ্দনাদি বেশভূষা করিতেছিল স্নেহবিক্লবা যশোদা সেই সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া পুত্রকে দর্শন করিয়া দাসদিগকে ত্বরা পূর্ব্বক কার্য্য করিবার আদেশ করিয়া স্বয়ং তৈল মর্দ্দন কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর স্নান, অনুলেপন ও বিবিধ ভূষণে ভূষিত বলদেব, মধুমঙ্গল ও তথাবিধ অন্যান্য বয়স্যগণ তৎকালে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তোয়ার্দ্রকঞ্চুকসুবেষ্টিততোয়পূর্ণ-
ভৃঙ্গারপালিবিমলাসনপঙ্‌ক্তিযুক্তাম্।
সংসিক্তমৃষ্টবরধূপবিধূপিতাং তান্
বেদীং নিনায় কিল ভোজয়িতুং তদাম্বা॥ ২১॥
শ্রীদাম-সুবলৌ বামে পুরোঽস্য মধুমঙ্গলঃ।
দক্ষিণে শ্রীবলশ্চান্যে পরিতঃ সমুপাবিশন্॥ ২২॥

অম্বা মাতা তদা তান্ শ্রীরামকৃষ্ণাদীন্ ভোজনবেদীং নিনায়, বেদীং কীদৃশীং? তোয়েনার্দ্রৈঃ কঞ্চুকৈঃ আবরকবস্ত্রৈঃ সুবেষ্টিততোয়পূর্ণভৃঙ্গার পালিভিঃ জলাধারপাত্রসমূহৈঃ সহ বিমলাসনপঙ্‌ক্তিভির্যুক্তাং। আদৌ সংসিক্তা ক্ষালিতা পশ্চান্মার্জ্জিতা চ সা বরধূপেন বিধূপিতা সুবাসিতাচ তাং॥ ২১॥

অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বামে শ্রীদাম-সুবলৌ, পুরোঽগ্রে মধুমঙ্গলঃ, দক্ষিণে বলদেবঃ, অন্যে পরিতঃ। এবাং বামদক্ষিণপার্শ্বে পরিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু ইতি ব্যাখ্যায়াং পুলিনভোজনস্থল ইব তেষাং শ্রীকৃষ্ণাভিমুখত্বং বোধ্যং। উভয়পঙ্‌ক্তেঃ পার্শ্বদ্বয়ে বা॥ ২২॥

তখন জননী যে বেদী আর্দ্রীকৃত ও আবরক বসন দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বর্ণ ভৃঙ্গার সহিত ও বহু মূল্যের আসন সকলে শোভিত এবং বারি দ্বারা অভিষিক্ত ও উৎকৃষ্ট ধূপে সুবাসিত হইয়াছিল, তাহাতে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ঐ সকল বালকগণকে ভোজনার্থ লইয়া গেলেন॥ ২১॥

তখন কৃষ্ণ সেই মনোহর বেদীতে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার বাঁমে শ্রীদাম সুবল, দক্ষিণে বলদেব, সম্মুখে মধুমঙ্গল এবং অন্যান্য সখাগণ ইতস্ততঃ উপবেশন করিলেন॥ ২২॥

তেষূপবিষ্টেষ্বথ পানকানি
স্বর্ণেষু পাত্রেষু সুসম্ভৃতানি।
পানায় চিত্রোপহৃতানি মাতা
পুত্রায় তেভ্যশ্চ দদৌ ক্রমেণ॥ ২৩॥
স্বস্বসংস্কৃতমিষ্টান্নং প্রাতরাশোপযোগি যৎ।
উপজহ্রুস্তয়াহূতা মাত্রে গোপ্যো মুদান্বিতাঃ॥ ২৪॥

তেষু রামকৃষ্ণাদিষু উপবিষ্টেষু মাতা পুত্রায়েতি পুত্রাভ্যামিত্যুক্তৌ তয়োরভেদাদেকবচনান্তঃ, অর্থাৎ পুত্রাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং তেভ্যঃ সখিভ্যশ্চ ক্রমেণ পানকানি নারিকেলজল-সর্ব্বোত্তম ইক্ষুরস-বিকারজাতাদীনি পানায় দদৌ॥ ২৩॥

তয়া যশোদয়া আহূতা গোপ্যঃ, স্বস্বকৃতপক্কান্নং মিষ্টান্নমিতি বা পাঠঃ। প্রাতর্ভোজনোপযোগি যৎ পক্কান্নং তন্মাত্রে তস্যৈ যশোদায়ৈ উপজহ্রুর্দদুঃ॥ ২৪॥

ঐ রূপে তাঁহারা সকলে ভোজনার্থ উপবেশন করিলে জননী যশোদা স্বর্ণপাত্রে পরিপূরিত চিত্রা নাম্নী সখী কর্ত্তৃক আনীত পানক সকল অর্থাৎ নারিকেল জল ইক্ষুরস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে ও তদ্বয়স্যদিগকে পানার্থ প্রদান করিলেন॥ ২৩॥

গোপীগণ যশোদা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্ব স্ব কৃত পক্ক প্রাতর্ভোজনোপযোগি দ্রব্য সকল তাহার হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

শ্রীরাধয়া যত্নত এব গেহা-
দানীতখণ্ডোদ্ভবলড্ডুকানি।
গঙ্গাজলাখ্যান্যথ রঙ্গদেবী
তদিঙ্গিতেনোপজহার মাত্রে ॥ ২৫ ॥
তানি মাতা বলাদিভ্যো বিভজ্য স্নেহতো দদৌ।
প্রকীর্ণ-স্বর্ণপাত্রেষু বিনিধায় পৃথক্ পৃথক্* ॥ ২৬ ॥

রাধয়া গেহাৎ স্বগৃহাদানীতখণ্ডলড্ডুকানি তস্যা রাধায়া ইঙ্গিতেন রঙ্গদেবী মাত্রে উপজহার ॥ ২৫ ॥

মাতা তানি মিষ্টান্নানি বিস্তৃতস্বর্ণপাত্রেষু পৃথক্ পৃথক্ বিভজ্য বিনিধায় বলদেবাদিভ্যো দদৌ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা কর্তৃক স্বীয় গৃহ হইতে আনীত গঙ্গাজল নামক খণ্ডলড্ডুক সকল শ্রীরাধার ইঙ্গিতে রঙ্গদেবী যশোদার হস্তে প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তখন যশোদা স্নেহার্দ্রচিত্তে রঙ্গদেবীর হস্ত হইতে ঐ সমুদায় লড্ডুক গ্রহণ করিয়া বিস্তৃত স্বর্ণপাত্রোপরি পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন পূর্ব্বক বলদেব প্রভৃতি বালকগণকে বিভাগ করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

---

* নিধায় স্বর্ণপাত্রেষু পুত্রায় চ পৃথক্ পৃথক্ ইতি পাঠান্তরং।

আস্বাদয়ন্তং ঘৃতপক্বমন্নং
সুনর্ম্মভিস্তানপি হাসয়ন্তম্।
আলোকয়ন্তং নয়নাঞ্চলেন
রাধাননং তং দদৃশু মুর্দাল্যঃ॥ ২৭॥
অদো ভদ্রমিদং মিষ্টমেতৎ স্নিগ্ধং সুচারু তৎ।
তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্ত্যম্বা ভুঙ্ক্ষ্ব বৎসেত্যভাষত॥ ২৮॥
যদ্‌যদিষ্টং ভবেদ্‌যস্য জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা হসন্ হরিঃ।
তস্মৈ তস্মৈ দদৌ তত্তৎ স্বপাত্রাৎ প্রক্ষিপন্ মুহুঃ॥ ২৯॥

আল্যঃ সখ্যঃ তং শ্রীকৃষ্ণং মুদা দদৃশুঃ, কীদৃশং তং ? ঘৃতপক্বমন্নমাস্বাদয়ন্তং, সুনর্ম্মভিস্তান্ সখীন্ হাসয়ন্তং, নয়নাঞ্চলেন রাধাননমালোকয়ন্তং॥ ২৭॥

অম্বা তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্তী অভাষত, কিমভাষত ? অদোঽগ্রে স্থিতং পক্বান্নং ভদ্রং, হে বৎস ! ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ইতি, ইদমন্নমিষ্টমিত্যাদি॥ ২৮॥

হরির্যস্য বালকস্য যদ্যদন্নমিষ্টং বাঞ্ছিতং ভবতি তত্তৎ তস্মৈ তস্মৈ স্বপাত্রাৎ মুহুর্হসন্ প্রক্ষিপন্ দদৌ॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণ ঘৃতপক বস্তু সকল ভক্ষণ করিতে করিতে সখাদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করতঃ এক এক বার নয়নাঞ্চলে শ্রীরাধার বদন প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণ পরমানন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

অনন্তর যশোদা তর্জনী দ্বারা প্রদর্শন পূর্ব্বক বারম্বার কহিতে লাগিলেন বৎস ! এই দ্রব্য অতি ভাল, ইহা অতি সুমিষ্ট, এইটী অতি মনোহর তুমি ভোজন কর॥ ২৮॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, বয়স্যদিগের মধ্যে যাহার যে বস্তু প্রিয়, তাহাকে

বীক্ষ্য যত্নান্বিতামম্বাং মন্দমশ্নন্তমচ্যুতম্।
পরিহাসপটুস্তস্মিন্ ব্রজেশামবদদ্বটুঃ ॥ ৩০ ॥
অয়ঞ্চেদ্ভুরি নাত্ত্যম্ব ! দেহি মে সর্ব্বমদ্ম্যসৌ।
ময়ৈবালিঙ্গিতঃ পুষ্টো ভবিতা ভূরিভোজিনা ॥ ৩১ ॥
নাস্য মন্দরুচেঃ শক্তির্ঘৃতপক্কান্নভোজনে।
তদস্মৈ লঘু রাদ্ধান্নং ব্যঞ্জনান্যম্ব ! দাপয় ॥ ৩২ ॥

মন্দভোজিনং কৃষ্ণং বীক্ষ্য যত্নান্বিতাং মাতরঞ্চ বীক্ষ্য তস্মিন্ কৃষ্ণে পরিহাসপটুঃ বটুর্ব্রজেশাং আহ ॥ ৩০ ॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণশ্চেদ্ভূরি নাত্তি, মে মহ্যং দেহি, সর্ব্বমহমদ্মি, ভূরিভোজিনা ময়া আলিঙ্গিতোঽসৌ কৃষ্ণঃ পুষ্টো ভবিষ্যতীতি হাস্যপটুত্বমস্য ॥ ৩১ ॥

অন্যদপি হাস্যমাহ, মন্দরুচেরস্য ঘৃতপক্কান্নভোজনে শক্তির্নাস্তি তত্তস্মাৎ অস্মৈ লঘু রাদ্ধান্নব্যঞ্জনানি লঘু যথাস্যাত্তথা সংসিদ্ধমন্নাদিকং দাপয়। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ ধাতুঃ ॥ ৩২ ॥

পাত্র হইতে উত্তোলন করিয়া হাস্য বদনে বারম্বার তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

ভোজন কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের শৈথিল্য দেখিয়াও পরিবেশন কার্য্যে যশোদার যত্নাতিশয় সন্দর্শন করিয়া পরিহাস পটু বটু মধুমঙ্গল ব্রজেশ্বরীকে কহিলেন ॥ ৩০ ॥

মাতঃ! কৃষ্ণ কিছুমাত্র আহার করিতে পারিতেছে না, খাদ্য বস্তু যাহা কিছু আছে তৎ সমুদায়ই আমাকে প্রদান কর, আমি বহু ভোক্তা, ভোজনান্তে আলিঙ্গন করিব তাহা হইলেই কৃষ্ণের শরীর স্থূল হইয়া উঠিবে ॥ ৩১ ॥

অগ্নিমান্দ্য দোষে কৃষ্ণের ঘৃতপক্ক ভোজন করিবার শক্তি নাই অতএব হে মাতঃ! উহাকে লঘু তণ্ডুলের অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রদান কর ॥ ৩২ ॥

অথ কৃষ্ণঃ স্বপাত্রস্থপকান্নাঞ্জলিভির্হসন্।
পঞ্চষৈঃ পূরয়ামাস ভুঙ্ক্ষ্বেতি বটু-ভাজনম্ ॥ ৩৩ ॥
ততো বামকফোণিং* স্বং বাদয়ন্ বামপার্শ্বকে।
সম্যগ্‌ভোক্তুং কৃতারম্ভঃ প্রহৃষ্টো বটুরাহ তম্ ॥ ৩৪ ॥
বয়স্য ! পশ্য ভক্ষ্যেঽহমিত্যশ্নন্ কবলদ্বয়ম্।
মাতর্মে দধি দেহীতি প্রাহিণোত্তাং তদাহৃতৌ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য পক্বান্নে আগ্রহং জ্ঞাত্বা পঞ্চষৈঃ স্বপাত্রস্থপকান্নানামঞ্জলিভি-ভুর্ঙ্ক্ষ্ব ইত্যুক্ত্বা হসন্ বটোর্ভজনং পূরয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

ততঃ বামপার্শ্বকে স্বং বামকফোণিং বাদয়ন্ সম্যক্ ভোক্তুং কৃতারম্ভো বটুস্তং শ্রীকৃষ্ণমাহ ॥ ৩৪ ॥

ভো বয়স্যাহং ভক্ষ্যে পশ্য ইত্যুক্ত্বা কবলদ্বয়ং গ্রাসদ্বয়মশ্নন্ হে মাতঃ! মে দধি দেহি ইত্যুক্ত্বা তাং তদাহৃতৌ দধ্যানয়নে প্রাহিণোৎ ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর মধুমঙ্গলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে নিজের পাত্র হইতে পাঁচ ছয় অঞ্জলি পক্বান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা "ভোজন কর" এইরূপ বলিয়া মধুমঙ্গলের পাত্র পূর্ণ করিয়াদিলেন। ৩৩ ॥

মধুমঙ্গল, কৃষ্ণপ্রদত্ত পক্বান্ন প্রাপ্ত হইয়া বামপার্শ্বে স্বীয় বাম কফোণি [কুনুই] বাদ্য করিতে করিতে সমুদায় দ্রব্য গুলি ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥ ৩৪ ॥

সখে ! আমি আহার করি তুমি দেখ, এই বলিয়া একেবারে দুই গ্রাস বদনে অর্পণ করিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হে মাতঃ! "আমাকে দধি প্রদান কর" এই বলিয়া শ্রীযশোদাকে দধি আনয়নে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

---

* স স্ববামকফোনিং ইতি পাঠান্তরং।

গোপাঃ! পশ্যত নৃত্যতীহ চপলঃ পক্কান্নলব্ধাশয়া*
কীশেশো দধিলম্পটোঽহমিতি তান্ কৃত্বোন্মুখাংস্তদ্দিশি।
তেষাং ভোজনভাজনেষু শনকৈরাক্ষিপ্য ভক্ষ্যং নিজং
সর্ব্বং ভুক্তমিদং ময়েতি স পুনর্গর্ব্বায়মানোঽবদৎ॥ ৩৬॥

অথাগতাং তাং দধিপাত্রহস্তা-
মুবাচ পশ্যাম্ব! বিনৈব দধ্না।
ময়োপভুক্তং দ্রুতমেব সর্ব্বং
তৎপায়সং দাপয় ভূরি মহ্যম্॥ ৩৭॥

মাতরি দধ্যানয়নার্থং গতায়াং সত্যাং হে গোপাঃ! দধিলম্পটশ্চপলঃ কীশেশঃ বানরশ্রেষ্ঠঃ পক্কান্নলব্ধাশয়া নৃত্যতি পশ্যত ইত্যুক্ত্বা তান্ গোপান্ তদ্দিশি উন্মুখান্ কৃত্বা নিজং সর্ব্বং ভক্ষ্যং তেষাং গোপানাং ভোজনপাত্রেষু নিক্ষিপ্য স পুনঃ গর্ব্বায়মানঃ সন্ ইদং সর্ব্বং ময়া ভুক্তং ইত্যবদৎ॥ ৩৬॥

হাস্যকারী স তামাহ দধ্না বিনৈব ময়া সর্ব্বং ভুক্তং। ভূরি পায়সং মহ্যং দাপয়॥ ৩৭॥

যশোমতী দধি আনয়নে গমন করিলে মধুমঙ্গল বয়স্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে গোপগণ! ঐ দেখ দধিলোলুপ একটা বানর পক্কান্ন লাভার্থ নৃত্য করিতেছে, তাহারা মধুমঙ্গলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দিগের প্রতি ঊর্দ্ধ মুখে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র ঐ মধুমঙ্গল আপনার পত্র স্থিত ভক্ষ্য সকল তাহাদের পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন এই দেখ আমি সমুদয় ভক্ষণ করিয়াছি॥ ৩৬॥

অনন্তর তিনি যশোদাকে দধিপাত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন হে মাতঃ! তুমি দধি আনয়ন করিতে না করিতে সমুদয় ভোজন করিয়াছি এক্ষণে আমাকে শীঘ্র পায়স প্রদান কর॥ ৩৭॥

---

* মিষ্টান্নলুব্ধাশয়া ইতি পাঠান্তরং।

হৈমেষু পাত্রেষু নিধায় রাধয়া
নবীনরম্ভাদলমন্দমারুতৈঃ।
শীতীকৃতং স্বে পরিবেশিতং করে
তেভ্যো দদৌ পায়সমাশু রোহিণী ॥ ৩৮ ॥
স্যন্দানিকোপরি ধৃতেষু পুরঃ সুবর্ণ-
স্থালীচয়েষ্বনুচরৈর্বিমলাদিমুখ্যৈঃ।

ভোজনং "মধুরেণ সমাপয়েদিতি" গৌড়ে রীতি। ব্রজে পরমান্নমাদৌ ভুক্ত্বা পশ্চাদন্নব্যঞ্জনাদিকং ভুঙ্‌ক্তে। অত্র আদাবন্তে চ মধুরং মধ্যে লাবণং কঠিনং চেতি রীত্যা রাধয়া নবীন-কদলীপত্র-পবনেন শীতীকৃতং পায়সং স্বে করে রোহিণীকরে পরিবেশিতং দত্তং রোহিণী তেভ্যো রামকৃষ্ণা-দিভ্যো দদৌ ॥ ৩৮ ॥

বিমলাদিমুখ্যৈরনুচরৈঃ পুরোঽগ্রে স্যন্দানিকা ব্রজে পরিখাখ্যা সেপায়া

স্বর্ণ পাত্রে স্থাপিত ও শ্রীরাধা কর্ত্তৃক নবীন কদলী পত্র সঞ্চালন জন্য পবনদ্বারা সুশীতল পায়স রোহিণী দেবীর হস্তে প্রদত্ত হইলে শ্রীরোহিণী তাহা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণকে তৎক্ষণাৎ পরিবেশন করিতে লাগিলেন* ॥ ৩৮ ॥

এবং তিনি বিমলাদি অনুচরগণ কর্ত্তৃক অগ্রে স্যন্দানিকোপরি (ত্রিপদীতে) সুবর্ণ পাত্র সমূহে রক্ষিত ও শ্রীরাধা কর্ত্তৃক নিজকরে অর্পিত

---

* ভোজনান্তে সুমধুর দ্রব্য ভোজন দ্বারা, ভোজনকার্য্য সমাধা করিবে ইহা গৌড় দেশীয় নিয়ম; পরন্তু ব্রজে পরমান্ন প্রভৃতি মিষ্টবস্তু ভোজন করিয়া পশ্চাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করে তদনন্তর পুনরায় মিষ্টদ্রব্যাদি ভোজন করিয়া থাকে, এই অনুসারে প্রথমতঃ পায়স পরিবেশন করিলেন।

রাধার্পিতং নিজকরে বরমোদনং সা
তেভ্যস্ততঃ পরিবিবেশ শনৈর্বলাম্বা ॥ ৩৯ ॥

আনীয়ানীয় গান্ধর্ব্বা দত্তানি ব্যঞ্জনানি সা।
শাকাদীন্যম্লশেষাণি তেভ্যোঽদাৎ ক্রমশঃ শনৈঃ ॥ ৪০ ॥

রম্ভোদরস্থচ্ছদবর্ণলাঘবাঃ
সংমৃষ্টগোধূমসুচূর্ণরোটিকাঃ।
ঘৃতাভিষিক্তাঃ পরিবেশিতাস্তয়া
তেভ্যোঽন্যপাত্রেষু নিধায় সা দদৌ ॥ ৪১ ॥

ত্রিপদী তদুপরি সুবর্ণ-স্থালীসমূহেষু ধৃতেষু সৎসু সা বলাম্বা রোহিণী নিজ-করে রাধার্পিতং বরমোদনং তেভ্যঃ শনৈঃ পরিবিবেশ ॥ ৩৯ ॥

আনীয়ানীয় দত্তানি শাকমারভ্যাম্লান্তানি ব্যঞ্জনানি সা রোহিণী তেভ্যঃ শনৈরদাৎ ॥ ৪০ ॥

তয়া রাধিকয়া পরিবেশিতাঃ, সংমৃষ্টগোধূমচূর্ণস্য রোটিকাঃ। কীদৃশাঃ? রম্ভা কদলী তদুদরস্থস্য ছদস্য পত্রস্যেব বর্ণাঃ শুক্লাঃ লাঘবাশ্চ সুমৃষ্টগোধূম-চূর্ণরোটিকাঃ ইত্যাদি বিশেষণৈঃ কোমলাঃ স্বল্পভারাঃ সূক্ষ্মাশ্চান্যপাত্রেষু নিধায় সা রোহিণী দদৌ ॥ ৪১ ॥

উৎকৃষ্ট অন্ন ধীরে ধীরে স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

তখন রোহিণী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আনীত শাক অম্ল পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন সকল তাঁহাদিগকে অনবরত ক্রমান্বয়ে প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

এবং তিনি রাধিকা প্রদত্ত কদলীবৃক্ষের গর্ভস্থ পত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ ও কোমল এবং ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত, সম্যক্‌রূপে মর্দ্দিত গোধূম চূর্ণের রোটিকা সকল পাত্রান্তরে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

ধনিষ্ঠয়া যল্ললিতাদিসংস্কৃতং
তত্তদ্রসালাদিকমাহৃতং পুরঃ ।
কৃত্বা পৃথক্ পাত্রচয়ে ব্রজেশ্বরী
সস্নেহমেভ্যো দদতী মুমোদ সা ॥ ৪২ ॥
হৃদয়দয়িতমুখবীক্ষণহৃষ্টা-
স্তদতিমধুরমৃদুকান্তিবিকৃষ্টাঃ ।
মুমুদুরুদিতপৃথুভাববিহস্তা
রমণভবনমধি তাঃ পুরুশস্তাঃ ॥ ৪৩ ॥

যল্ললিতাদি সংস্কৃতং তত্তদ্রসালাদিকং পৃথক্ পাত্রচয়ে কৃত্বা ধনিষ্ঠয়া পুরোহগ্রে আহৃতং সা ব্রজেশ্বরী তেভ্যো দদতী মুমোদ ॥ ৪২ ॥

রমণভবনমধি শ্রীকৃষ্ণভবনে পুরুশস্তাঃ প্রচুরমঙ্গলাস্তা রাধাস্থা মুমুদুঃ, কীদৃশ্যঃ ? হৃদয়দয়িতস্য কৃষ্ণস্য মুখবীক্ষণেন হৃষ্টাঃ । তস্য কৃষ্ণস্যাতিমধুরমৃদুকান্তিভির্বিকৃষ্টাঃ, উদিতপৃথুভাবনে বিহস্তা ব্যাকুলাঃ ॥ ৪৩ ॥

ললিতাদি কর্ত্তৃক প্রস্তুত রসালা প্রভৃতি ধনিষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ পাত্র সমূহে অগ্রে আনয়ন করিল, ব্রজেশ্বরী যশোদা স্নেহার্দ্র চিত্তে সেই সেই দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক পরমানন্দিতা হইলেন ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণভবনের প্রচুর মঙ্গলের স্বরূপ শ্রীরাধা প্রভৃতি সখীগণ, প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া আনন্দিতা ও তাঁহার মনোহর মধুর কান্তি দর্শনে ও সমুদিত বাল্যভাবে আকুলা হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

অন্নান্যথো তানি চতুর্ব্বিধানি তে
পীযূষসারোদ্ভববিক্রিয়া ইব।
আস্বাদয়ন্তো মধুরাণি সংস্পৃহং
তং হাসয়ন্তো জহসুশ্চ নর্ম্মভিঃ ॥ ৪৪ ॥
চর্ব্বন্তি চর্ব্ব্যাণি মৃদূনি কেচি-
ল্লেহ্যানি চান্যে চটুলং লিহন্তি।

অথোঽথানন্তরং মথিত্বা অমৃতস্য সারং নিষ্কাস্য তদুদ্ভবা বিক্রিয়া বিকারাণি ইব মধুরাণি চতুর্বিধান্নানি চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ানি তে সখায়ঃ সস্পৃহং যথা স্যাত্তথা স্বাদয়ন্তঃ নর্ম্মভিঃ শ্রীকৃষ্ণং হাসয়ন্তশ্চ জহসুঃ ॥ ৪৪ ॥

কেচিৎ মৃদূনি চর্ব্যাণি ক্ষীরসারমিশ্রা গোধূম-চূর্ণ লাজভ্রষ্ট চিপিটকভৃষ্ট-তণ্ডুলাদীন্ ঘৃতেন ভৃষ্টান্ কৃত্বা শর্করাদিনা পাকেন সিদ্ধানি চর্ব্বন্তি। অন্যে লেহ্যানি আস্বাদার্হাণি চিপিটকলাজাভৃষ্টতণ্ডুলান্নপিষ্টকাদীনি ঘনাবর্ত্তদুগ্ধ-দধ্যাদি মধ্যে নিক্ষিপ্য পনসাম্রকদলীখণ্ডাদীনাং ন্যূনাধিকসমভাগস্য প্রক্ষেপ-চাতুর্য্যেণ নানাবিধানি স্বাদুযুক্তানি চটুলং যথা স্যাৎ তথা লিহন্তি, "লিহ

অনন্তর মধুমঙ্গল প্রভৃতি সখাগণ অমৃতসারোদ্ভব বিকার তুল্য সুমধুর (অর্থাৎ চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়) অন্ন ব্যঞ্জন রুচি পূর্ব্বক ভোজন করিতে করিতে পরিহাস বাক্য দ্বারা কৃষ্ণকে হাস্য করাইয়া পরস্পর হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

এবং কেহ কেহ চিপিটক ও ভর্জ্জিত তণ্ডুল প্রভৃতি চর্ব্ব্য বস্তু সকল চর্ব্বণ, স্নেহ বা কোমল তরল লেহ্য দ্রব্য সকল অবলেহন, কেহ কেহ

পিবন্তি পেয়ানি পরে প্রহৃষ্টা-
শ্চূষ্যন্তি চূষ্যাণ্যপরে বিতৃপ্তাঃ ॥ ৪৫ ॥
স্বাদুঙ্কারং কমলনয়নঃ সম্পৃহং তত্তদন্নং
হস্তস্পর্শাদমৃতমধুরং মন্দমন্দং প্রিয়ায়াঃ।
তদ্বক্ত্রাব্জপ্রহিতনয়নপ্রান্তভৃঙ্গো নিগূঢ়ং
প্রাশ্নন্নম্বা-মনসি নিবিড়ং স প্রমোদং ব্যতানীৎ ॥ ৪৬ ॥
প্রহিতচকিতনেত্রপ্রান্তদৃষ্টিপ্রণালী-
মিলিততদতিলাবণ্যামৃতাস্বাদপুষ্টা।

আস্বাদনে* ধাতুঃ। পরে প্রহৃষ্টাঃ সন্তঃ পেয়ানি দুগ্ধাদীনি পিবন্তি। অপরে অবিতৃপ্তাঃ তৃপ্তিরহিতাঃ চূষ্যাণি পক্কাম্রাদীনি চূষ্যন্তি ॥ ৪৫ ॥

নিগূঢ়ং যথা স্যাত্তথা তস্যা রাধায়া বক্ত্রাব্জে প্রহিতো দত্তো নয়নস্য প্রান্তরূপভৃঙ্গো ভ্রমরো যেন সঃ কমলনয়নঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ হস্তস্পর্শাৎ অমৃতাদপি মধুরং তত্তদন্নং সম্পৃহং স্বাদুং কারং স্বাদুং কৃত্বা প্রাশ্নন্ অম্বা-মনসি নিবিড়ং প্রমোদং ব্যতানীৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রহিতস্য প্রেরিতস্য চকিতস্য নেত্রস্য প্রান্তেন যা দৃষ্টির্দর্শনং সৈব প্রণালী তয়া মিলিতানাং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাতিলাবণ্যামৃতানামাস্বাদেন পুষ্টা। তেনৈব

পক্কাম্রাদি চূষ্য বস্তু সকল চূষণ ও কেহ কেহ বা দুগ্ধাদি পেয় দ্রব্য সকল পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদন সরোজে ভ্রমর স্বরূপ কোমল নয়ন অর্পণ করিয়া প্রিয়ার কর স্পর্শে অমৃত হইতেও মধুর সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি সকল তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া মাতা শ্রীযশোদার চিত্তে আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য সুধাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া মানসিক প্রগাঢ়

প্রসরদখিলভাবোল্লাসমাচ্ছাদয়ন্তী
দয়িতহৃদয়মুচ্চৈ রাধিকাপ্যাজহার ॥ ৪৭ ॥
অথ বলজননীং তামন্তরাকৃত্য নৃত্যন্-
মদকলমদিরাক্ষীমর্পয়ন্তীং করেঽস্যাঃ।
মৃদু মৃদু মধুরান্নং প্রেয়সীং প্রেক্ষ্য কৃষ্ণঃ
শ্লথরুচিরশনেঽভূদুন্মনা নাগরেশঃ ॥ ৪৮ ॥
সামিভুক্তং কিয়ত্তেন কিঞ্চিত্ত্র্যংশাবশেষিতম্।
ভক্ষ্যং বীক্ষ্যাশনে মন্দং তঞ্চাসীদ্ব্যাকুলা প্রসূঃ ॥ ৪৯ ॥

হেতুনা প্রসরদখিল-ভাবানামুল্লাসমাচ্ছাদয়ন্তী সতী সা রাধাপি দয়িতহৃদয়মাজহার ॥ ৪৭ ॥

মদোৎকটো মদকল ইতি মদিরো মত্তখঞ্জন ইতি চ। নৃত্যন্তৌ মদকলৌ মদৎকটৌ মদিরৌ মত্তখঞ্জনাবিবাক্ষিণী যস্যা স্তাং। বলদেব-জননীং তামন্তরা মধ্যে কৃতাস্যাঃ রোহিণ্যাঃ করে মৃদু মৃদু যথা স্যাত্তথা। যদ্বা মৃদুতোঽপি মৃদু মধুরান্নমর্পয়ন্তীং প্রেয়সীং শ্রীরাধাং প্রেক্ষ্য নাগরেশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উন্মনাঃ সন্ অশনে মৃদুরুচিরভূৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রসূর্মাতা তেন কৃষ্ণেন কিয়দ্ভক্ষ্যং সামিভুক্তমর্দ্ধভুক্তং। কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং ত্র্যংশাবশেষিতং বীক্ষ্য। তঞ্চ কৃষ্ণমশনে ভোজনে মন্দং বীক্ষ্য ব্যাকুলা আসীৎ ॥ ৪৯ ॥

ভাব গোপন করতঃ নেত্রপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

নাগরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সম্মুখবর্ত্তিনী বলদেব জননী রোহিণীহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করিবার কালে প্রেয়সী শ্রীরাধিকার বিঘূর্ণিত লোচনদ্বয় দর্শন করিয়া ভোজনে তাঁহার ঔদাস্য উপস্থিত হইল ॥ ৪৮ ॥

জননী যশোদা, কৃষ্ণকে অর্দ্ধ ভোজন ও কোন কোন বস্তুর তিন অংশের একাংশ ভোজন ও অরুচি দেখিয়া চিন্তায় আকুল হইলেন ॥ ৪৯ ॥

যত্নাৎ সংস্কৃতমন্নাদি সর্ব্বং ত্যক্তং কথং সুত ! ।
ক্ষুধিতোঽসি কিয়দ্ভুঙ্ক্ষ্ব শপথঃ শিরসো মম ॥ ৫০ ॥
আনায্য যত্নাদ্‌বৃষভানুকন্যকাং
সংস্কারিতং সর্ব্বমিদং সুতাঽনয়া ।
অন্নাদিমিষ্টঞ্চ সুধাপরার্দ্ধত-
স্তথাপি নাশ্নাসি করোমি কিং হতা ॥ ৫১ ॥
অথ সা রোহিণীমাহ পশ্য রোহিণি ! চঞ্চলঃ ।
দুর্ব্বলঃ ক্ষুধিতোঽপ্যেষ কিমপ্যত্তি ন মন্দভুক্‌ ॥ ৫২ ॥

হে সুত ! অন্নাদিসর্ব্বং কথং ত্যক্তং ক্ষুধিতোঽসি মে শিরসঃ শপথঃ কিয়-ভুঙ্ক্ষ্ব ॥ ৫০ ॥

যত্নাদ্ রাধামানায্য তয়া সংস্কারিতং সর্ব্বমিদং সুধা পরার্দ্ধতোঽপি মিষ্টান্নাদি ত্বং নাশ্নাসি হতাহং কিং করোমি ॥ ৫১ ॥

অথৈতৎ কথনানন্তরমপি ভোজনে তৃথাবিধং দৃষ্ট্বা সা যশোদা রোহিণী মাহ, এষঃ পুত্রো দুর্ব্বলঃ ক্ষুধিতোঽপি মন্দভুক্ সন্ কিমপি নাত্তি ॥ ৫২ ॥

অনন্তর কৃষ্ণকে কহিলেন পুত্র ! ক্ষুধাসত্ত্বেও যত্ন পূর্ব্বক সুসংস্কৃত এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতেছ না কেন ? আমার মস্তকের শপথ অর্থাৎ আমার মাথার দিব্য আরও কিছু আহার কর ॥ ৫০ ॥

তিনি আরও কহিলেন বৎস ! আমি যত্ন পূর্ব্বক বৃষভানু সুতা শ্রীরাধাকে গৃহে আনয়ন করিয়া তাঁহার দ্বারা সুধারাশি হইতেও সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়াছি তাহাও তুমি ভোজন করিতেছ না, হায় ! কি করিব, আমি যে হত হইলাম ॥ ৫১ ॥

অনন্তর যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনবিষয়ে অরুচি দেখিয়া রোহিণীকে কহিলেন হে রোহিণি ! এই দেখ এই চঞ্চল ও দুর্ব্বল বালক ক্ষুধিত হইলেও মন্দভোক্তা প্রযুক্ত কিছু মাত্রও ভোজন করিতেছ না ॥ ৫২ ॥

অতঃ* স্নেহপরীতাঙ্গী লালয়ন্ত্যঘমর্দ্দনম্।
প্রলম্বহন্তুরম্বেয়ং বভাষে তং পুরঃস্থিতা ॥ ৫৩ ॥
যত্নাদন্নং সাধিতং বৎস! মিষ্টং—
মল্লীমৃদ্ব্যা রাধয়েদং ময়া চ।
ক্ষুৎক্ষামোঽসি ত্বঞ্চ নাশ্নাসি তত্তা-
মম্বামেতাং মাঞ্চ কিম্বা দুনোষি ॥ ৫৪ ॥
জননী তব পশ্য খিদ্যতে
সুত! নির্ম্মঞ্জনমত্র যাসি তে।
ভ্রমিতো ভবিতা বনে শ্রমঃ
কিয়দশ্নীহি বিধেহি মদ্বচঃ ॥ ৫৫ ॥

তদনন্তরং স্নেহপরীতাঙ্গী রোহিণী অঘমর্দ্দনং লালয়ন্তী সতী পুরঃস্থিতা বভাষে ॥ ৫৩ ॥

মল্লীপুষ্পতোঽপি মৃদ্ব্যা রাধয়া ময়া চ যত্নাৎ সাধিতমন্নং মিষ্টং ক্ষুৎক্ষামঃ ক্ষুধয়া ক্ষীণস্ত্বং নাশ্নাসি; তত্তস্মাত্তদ্ভোজনাভাবাৎ ত্বং রাধাং এতামম্বাং মাঞ্চ কিম্বা দুনোষি ॥ ৫৪ ॥

হে সুত তব জননী খিদ্যতে। বনে ভ্রমতঃ তে শ্রমো ভবিতা কিয়দশ্নীহি তদ্বচঃ কুরু ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর স্নেহ পরিপ্লুতা বলদেব জননী রোহিণী নিকট বর্ত্তিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লালন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৫৩॥

বৎস! মল্লিকা কুসুম হইতেও কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা ও মৎকর্ত্তৃক অতি যত্নে সুসংস্কৃত মিষ্টান্ন ভক্ষণে ঔদাস্য প্রকাশ করত ক্ষুধায় কাতর হইয়া কি নিমিত্ত তোমার জননীকে ও আমাকে এবং রাধাকে দুঃখিত করিতেছ॥ ৫৪ ॥

বৎস! ঐ দেখ বন ভ্রমণে তোমার শ্রম হইবে বিবেচনা করিয়া তোমার

---

* অথ ইতি পাঠান্তরং।

ভুক্তং ময়া ভূরি গতা বুভুক্ষে-
ত্যুক্ত্বা নিযম্যোচ্ছলিতং বিকারম্।
তং বীক্ষ্য মন্দং পুনরপ্যদন্তং
ননন্দতুর্নন্দসুতং জনন্যৌ* ॥ ৫৬ ॥
ইদমিদমতিমিষ্টং বৎস! ভুঙ্ক্ষ্বেতি মাতা
সশপথমথ তত্তদ্দর্শয়ন্ত্যঙ্গুলীভিঃ।
সকলমভিলষন্তী কর্ত্তুমশ্রুপ্লুতাক্ষী
তদুদরগতমন্নং সাত্মজং বাবদীতি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্তামাহ ময়া ভূরি ভুক্তং মে বুভুক্ষা গতা ইত্যুক্ত্বা উচ্ছলিতং বিকারং শ্রীরাধা-দর্শননামশ্রবণজন্যং; নিযম্যাচ্ছাদ্য মন্দং যথা স্যাত্তথা পুনরপি ভুঞ্জানং তং নন্দনন্দনং বীক্ষ্য জনন্যৌ ননন্দতুঃ ॥ ৫৬ ॥

অশ্রুপ্লুতাক্ষী সা যশোদা সশপথদানপূর্ব্বকমিদমন্নমতিমিষ্টং অঙ্গুলিভি-র্দর্শয়ন্তী সকলমন্নং তদুদরগতং কর্ত্তুমভিলষন্তী আত্মজং বাবদীতি পুনঃ পুনঃ বদতি ॥ ৫৭ ॥

জননী খেদ করিতেছেন অতএব বালাই লইয়া যাই তুমি আমার বাক্য রাখিয়া কিঞ্চিৎ ভক্ষণ কর ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন জননী রোহিণীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমি প্রচুর ভোজন করিয়াছি আমার ক্ষুধা নাই, এই মাত্র বলিয়া শ্রীরাধার দর্শন ও নাম শ্রবণ জন্য মনোমধ্যে যে এক প্রকার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল তাহার বেগ সম্বরণ করত ভোজন করিতে লাগিলেন, তাহা দর্শনে জননী দ্বয়ের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না ॥ ৫৬ ॥

যশোদা সমুদয় মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার আশয়ে শপথ প্রদান করিয়া

---

* নন্দসুতমিতি গ্রন্থকর্ত্রা বর্ণানুপ্রাসানুরোধাদুক্তং শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ কিম্বা নন্দয়তীতি নন্দঃ স চাসৌ সুতশ্চেতি তং।

রসালা-পক্কাম্রদ্রব-শিখরিণী-ষাড়ব-পয়ঃ-
করম্ভামিক্ষা-ব্যঞ্জনদধিফলাপূপবটকান্।
কৃতাম্রেড়ানেত্রস্তনজপয়সা ক্লিন্নসিচয়া-
প্যতৃপ্তা তং তৃপ্তং মুহুরথ সুতং প্রাশয়দিয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যং বহুভিরমিষ্টং
লেহ্যং পেয়ং মৃদু মধুরং তে।

ইয়ং যশোদা নেত্রজেন জলেন স্তনজেন ক্ষীরেণ চ ক্লিন্নসিচয়া আর্দ্রবস্ত্র-কৃতা আম্রেড়িতা দ্বিরুক্তির্যয়া সা "আম্রেড়িতং দ্বিস্ত্রিরুক্ত" মিত্যমরঃ। অতৃপ্তা কৃষ্ণং ভোজয়িতুং তৃপ্তিরহিতা। তৃপ্তং তং সুতং মুহুঃ রসালাদীন্ প্রাশয়ৎ। রসালা শিখরিণী "রসালাবৃত্তভেদয়ো" রিতি বিশ্বঃ। পক্কাম্রদ্রবঃ শিখরিণী ষাড়বঃ রসালাদিত্রয়ঞ্চ শর্করা-কর্পূর-জৈত্রী-মরিচাদি দ্রব্যাণাং বৃত্তভেদেন দানভেদেন দধিকৃতং কাপি মধুশর্করাদিমিলনেন রসালা উক্তাঃ। পয়ঃ শর্করাদিযুতং দুগ্ধং, করম্ভো দধিশক্তবঃ, আমিক্ষা উষ্ণদুগ্ধে দধিক্ষেপণ গৌড়ে ছানাখ্যা, ব্যঞ্জনং দধিফলানি প্রসিদ্ধানি ফলমাম্রাদিবহুবিধং অপূপঃ পিষ্টকোঽপ্যনেকবিধো বটকশ্চ বহুবিধস্তান্ ॥ ৫৮ ॥

তে শ্রীরামকৃষ্ণাদয়ঃ ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়ং ভুক্ত্বা পীত্বা রসভর-তৃপ্তাঃ সন্তঃ বনগমনোৎকা অভূবন্ ॥ ৫৯ ॥

এই অন্ন অতি মিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাশ্রু মুখে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন যাহা প্রদান করিয়াছি ইহা সমস্ত ভোজন কর ॥ ৫৭ ॥

নেত্রজলে ও স্তন্য দুগ্ধে আর্দ্রবসনা যশোদা পুত্রকে ভোজনার্থ তৃপ্তিবিহীনা হইয়া রসালা, সুপক্ক আম্রের রস, শিখরিণী, ষাড়ব [পানিক বিশেষ] শর্করাদিযুক্ত দুগ্ধ, দধি মিশ্রিত শক্তু, আমিক্ষা (ছানা) ঘটিত ব্যঞ্জন, দধিফল, বহুবিধ পিষ্টক ও বহুপ্রকার বটক প্রভৃতি ভোজনার্থ পুত্রের প্রতি বারম্বার আদেশ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণ বন গমনে উৎসুক হইয়া চর্ব্ব্য চূষ্য

ভুক্ত্বা পীত্বা রসভরতৃপ্তাঃ
সর্ব্বেঽভুবন্ বনগমনোৎকাঃ ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বে সুবাসিতমৃদা মুখপাণিপদ্মা-
ন্যামৃজ্য সাধু মৃদুলেষিকয়া চ দন্তান্।
দাসৈঃ প্রণীতকণকাদিককুণ্ডিকাস্থ
তৈর্দত্তবারিভিরথাচমনং ব্যধুস্তে ॥ ৬০ ॥
এলা-লবঙ্গ-ঘনসার-বিমিশ্রিতাভি-
র্জম্বূলদত্তবরখাদিরগোলিকাভিঃ।
শীতোজ্জ্বলাভিরধিবাস্য মুদা মুখন্তে
সব্যেন পূর্ণমুদরং মমৃজুঃ করেণ ॥ ৬১ ॥

অথ তে সর্ব্বে সুবাসিতমৃদা স্বমুখানি পাণিপদ্মানি আমৃজ্য সাধু মৃদু-লেষিকয়া দন্তশোধিকয়া সূক্ষ্মকাষ্ঠেন দন্তানামৃজ্য দাসৈরানীতকণকাদি-কুণ্ডিকাস্থ তৈ দাসৈর্দত্তৈঃ বারিভিরাচমনং ব্যধুঃ চক্রুঃ ॥ ৬০ ॥

জম্বূলনাম্না দাসেন দত্তবরখদিরনির্ম্মিতগোলিকাভিঃ। এলালবঙ্গ-কর্পূরবিমিশ্রিতাভিঃ শীতোজ্জ্বলাভিঃ পাচকত্বাদিগুণযুক্তাভির্মুখমধিবাস্য বামেন করেণ পূর্ণমুদরং মমৃজুঃ। ৬১ ॥

লেহ্য ও পেয় সমুদয় দ্রব্য গুলি ভোজন ও পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর সকলে সুবাসিত মৃত্তিকা দ্বারা মুখ ও করকমল মার্জ্জনা করিয়া কোমল ঈষিকা (খড়িকা) দ্বারা দন্ত সংস্কার এবং ভৃত্যগণ কর্তৃক স্বর্ণ পাত্রে রক্ষিত বারি দ্বারা আচমন কার্য্য সমাধা করিলেন ॥ ৬০ ॥

অনন্তর জম্বূল নামক ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত এলাচ লবঙ্গ কর্পূর মিশ্রিত খদির চূর্ণ দ্বারা মুখ সংস্কার ও পরিপাকার্থ বাম করে উদর মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

রসালকরসংস্কৃতোপহৃতনাগবল্লীস্ফুরৎ-
সুপক্কদলবীটিকাঃ সুখমদন্ত এবোৎসুকাঃ।
ততঃ শতপদান্তরালয়বিশালপল্যঙ্কিকা-
কুলেষ্বথ নিশশ্রমুঃ পরিজনৈরমী বীজিতাঃ ॥ ৬২ ॥
তমিহ বিশ্রমিতং পরিচারকাঃ
শিখিদলব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্।
অবদলয্য দলং মৃদু বীটিকাঃ
প্রভুমথাদয়তি স্ম বিলাসকঃ ॥ ৬৩ ॥

রসালস্য করেণ সংস্কৃতাঃ পশ্চাদুপহৃতাশ্চ নাগবল্লী তাম্বূললতা তস্যাঃ স্ফুরৎসুপক্কদলবীটিকাঃ। উৎসুকাস্তে সুখমেবাদন্তঃ সন্তঃ ততঃ স্থানাৎ শতপদানি অন্তরো মধ্যং গমনমার্গো্যা যেষাং তথাভূতা যে আলয়া গৃহাস্তত্র বিশালপল্যঙ্কিকাকুলেষু অমী পরিজনৈর্বীজিতাঃ বিশশ্রমুঃ। বৈদ্যকশাস্ত্রে "ভুক্ত্বা পাদশতং গত্বা বরশয্যায়াং বিশ্রামঃ কার্য্যঃ" ইতি যদুক্তং তদেব কৃতং ॥ ৬২ ॥

সামান্যাকারেণোক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যাহ, পরিচারকা বিশ্রমিতং তং শ্রীকৃষ্ণং ময়ূর-পুচ্ছব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ বিলাসকঃ দলং পর্ণং অবদলয্য বিভাগং কৃত্বা মৃদু বীটিকাঃ নির্ম্মায় প্রভুমাদয়তি স্ম ॥ ৬৩ ॥

তদনন্তর রসাল নামক ভৃত্য প্রস্তুত তাম্বূল গ্রহণ পূর্ব্বক শতপদ গমনান্তর পর্য্যঙ্কোপরি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ ব্যজন বীজন করিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥

পরিচারকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ময়ূর পুচ্ছ বিনির্ম্মিত চামর দ্বারা ব্যজন ও বিলাসক নামক দাস তাম্বুল বীটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

নিষ্ক্রম্য ধৌতাঙ্ঘ্রিকরাং মহানসা-
দ্দাসীগণৈস্তাং ব্যজনৈরুপাসিতাম্ ।
রাধাং প্রকোষ্ঠান্তরগাং সখীজনৈ-
র্বিলোকয়ন্তীং রমণং গবাক্ষতঃ ॥
আনন্দজস্বেদজলৈর্ব্রজেশয়া
প্রতীয়মানাং শ্রমকর্ষিতেত্যলং ।
ভোক্তুং প্রযত্নাদুপবেশ্য সা মুদা
বলাম্বয়ান্নানি গৃহাদদাপয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥
যুগ্মকং ॥

মহানসাৎ নিষ্ক্রম্য ধৌতাঙ্ঘ্রিকরাং দাসীগণৈর্ব্যজনৈরুপাসিতাং সখীজনৈঃ সহ প্রকোষ্ঠান্তরগাং গবাক্ষতঃ রমণং বিলোকয়ন্তীং রাধাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দজাতৈঃ স্বেদজলৈঃ শ্রমলক্ষণরূপৈঃ ব্রজেশয়া অলমতিশয়েন শ্রমকর্ষিতা ইয়মিতি প্রতীয়মানাং তাং ভোক্তুং সা যশোদা উপবেশ্য মুদা প্রযত্নাৎ বলাম্বয়া করণভূতয়া গৃহাৎ অন্নানি অদাপয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

অতঃপর শ্রীমতী রাধিকা পাকশালা হইতে বহির্গত হইয়া কর চরণ প্রক্ষালন করিয়া অন্য একটা প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক গবাক্ষ দ্বার দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করাতে তাঁহার অঙ্গ হইতে আনন্দজাতবারি বহন হইতে লাগিল । তখন যশোদা শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে পাককার্য্যের পরিশ্রম জন্য ঘর্ম্ম পতিত হইতেছে বোধ করিয়া দাসীগণকে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে বলিয়া এবং স্বয়ং নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক রোহিণীকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রদানে আদেশ করিয়া ভোজনার্থ উপবেশন করাইলেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥

তয়া নির্দিষ্টা ঘৃতসংস্কৃতান্নং
দাতুং ধনিষ্ঠা হরিভুক্তশেষৈঃ।
সংমিশ্র্য গূঢ়ং ঘৃতসংস্কৃতান্নৈ-
র্গৃহাত্তদানীয় দদাবমূভ্যঃ ॥ ৬৬ ॥
অনশ্নন্তীং হ্রিয়া বীক্ষ্য বস্ত্রাবৃতনতাননাম্।
রাধিকামবদৎ কৃষ্ণমাতা বাৎসল্যবিক্লবা ॥ ৬৭ ॥
জননি! ময়ি জনন্যাং কিং নু লজ্জেদৃশীয়ং
সুত ইব মম চেতঃ স্নিহ্যতি ত্বয্যতীব।

ঘৃতসংস্কৃতান্নং দাতুং তয়া যশোদয়া নির্দিষ্টা ধনিষ্ঠা গূঢ়ং যথা স্যাত্তথা হরিভুক্তশেষৈঃ সহ ঘৃতসংস্কৃতান্নৈঃ সংমিশ্র্য তদা গৃহাদানীয় অমূভ্যঃ রাধাদিভ্যো দদৌ॥ ৬৬॥

কৃষ্ণমাতা হ্রিয়া অনশ্নন্তীং রাধামবদৎ॥ ৬৭॥

হে জননি! জনন্যাং ময়ি ইয়মীদৃশী লজ্জা কিং কথং? সুতে শ্রীকৃষ্ণে ইব

রোহিণী প্রদত্ত ঘৃত সংস্কার যুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন সকল ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের পাত্রাবশিষ্ট অন্নের সহিত শ্রীরাধা প্রভৃতিকে প্রদান করিলেন॥ ৬৬॥

তখন শ্রীরাধা কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন না করিয়া লজ্জাভরে অবনত বদনে রহিলেন। কৃষ্ণমাতা যশোদা তাহা দর্শন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন॥ ৬৭॥

হে জননি! আমি তোমাকে পুত্র-তুল্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকি অতএব আমার নিকট এতাদৃশী লজ্জা করিবার আবশ্যক কি? হে পুত্রি!

অয়ি ! তদপনয়ৈনাং যামি নির্ম্মঞ্ছনং তে
শিশিরয় মম নেত্রে ভুঙ্ক্ষ্ব পশ্যামি সাক্ষাৎ ॥ ৬৮ ॥
যূয়ঞ্চ মে স্থ তনয়াস্ত্বনয়া হ্রিয়া কিং ?
পুত্র্যঃ ! কুরুধ্বমশনং ললিতাদয়স্তৎ ।
ইত্যাগ্রহাচ্ছপথদানশতৈশ্চ মাতা
মিষ্টান্নমিষ্টবচনৈঃ সমভোজয়ত্তাঃ ॥ ৬৯ ॥
হৃদ্যাদ্রগৈতৈঃ সুত-করগ্রহণাভিলাষৈ-
স্তদ্ভূষণৈঃ স্ববহুশঃ সহ যানি যত্নাৎ ।
নিষ্পাদ্য তন্নববধূপ্রতিরূপকাণি
স্নেহাদ্ধৃতানি সদনে বরসম্পুটেষু ॥

ত্বয়ি মম চেতঃ স্নিহ্যতি তত্তস্মাদেনাং লজ্জামপনয় দূরীকুরু, তে নির্ম্মঞ্ছনং যামি, মম নেত্রে শিশিরয়, ভুঙ্ক্ষ্ব, সাক্ষাৎ পশ্যামি ॥ ৬৮ ॥

যূয়ং মে তনয়াঃ স্থ, অনয়া হ্রিয়া কিং ? হে পুত্র্যঃ ললিতাদয়ঃ ! তত্তস্মা-দশনং কুরুধ্বং ইত্যাগ্রহাদিভির্মাতা তাঃ সমভোজয়ৎ ॥ ৬৯ ॥

হৃদ্যাদ্রগৈতৈঃ স্বতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করগ্রহণং বিবাহস্তস্যাভিলাষৈর্হেতুভি-স্তদ্ভূষণৈঃ সহ বহুশঃ যত্নাৎ যানি ভূষণানি তস্য কৃষ্ণস্য নববধূমিব সম্যাস্য হার্দ্দি-বলিতা স্নেহপ্রতিরূপকাণি যোগ্যানি নিষ্পাদ্য বরসম্পুটেষু ধৃতানি তৈর্ভূষণৈঃ

অতএব এই লজ্জা দূর কর তোমার বালাই লইয়া যাই, কিঞ্চিৎ আহার কর আমার নেত্রদ্বয় শীতল কর আমি স্ব চক্ষে নিরীক্ষণ করি ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর যশোদা, ললিতা প্রভৃতি সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে পুত্রীগণ ! তোমরা আমার সন্তান তুল্য হইয়া আমার নিকট লজ্জা করি-তেছ কেন ? কিঞ্চিৎ আহার কর । এই রূপ বচনে ও শত শত শপথ প্রদান পূর্ব্বক যশোদা তাঁহাদিগকে অতিযত্নে ভোজন করাইতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

যশোদা স্নেহার্দ্র চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ দিবার অভিলাষে বিবাহোপযোগি

তৈ ভূর্ষণৈরথ ধনিষ্ঠিকয়োপনীতৈ-
স্তাম্বূল-চন্দন-বরাম্বর-নাগজৈশ্চ।
আলীবৃতাং নববধূমিব তাং ব্রজেশা
সম্মান্য হার্দ্দবলিতা মুদিতা বভূব ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥
যুগ্মকং ॥

রাধাহৃতং যন্নিশি তদ্বিশাখা
ধনিষ্ঠয়াদাৎ সুবলায় গূঢ়ম্।
পীতোত্তরীয়ং সুবলোঽপি তস্যৈ
নীলাম্বরং কৃষ্ণহৃতং তয়ৈব ॥ ৭২ ॥

ধনিষ্ঠয়া উপনীতৈঃ তাম্বূলাদিভিশ্চালিসহিতাং তাং রাধাং নববধূমিব সম্মান্য হার্দ্দবলিতা স্নেহযুক্তা ব্রজেশা মুদিতা বভূব নাগজৈঃ সিন্দূরৈঃ ॥ ১০—১১ ॥

প্রত্যূষে সংভ্রমাৎ রাধাহৃতং কৃষ্ণপীতোত্তরীয়ং বিশাখা ধনিষ্ঠয়া সুবলয় গূঢ়মদাৎ। কৃষ্ণহৃতং রাধানীলাম্বরং সুবলোঽপি তয়া ধনিষ্ঠয়া তস্যৈ বিশখায়ৈ অদাৎ ॥ ১২ ॥

যে সকল আভরণ প্রস্তুত করিয়া উত্তম সম্পুট [কটুয়া] মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া ছিলেন। ধনিষ্ঠা দ্বারা সেই সকল ভূষণ, এবং তাম্বূল, চন্দন সিন্দূর ও নূতন বসন আনয়ন পূর্ব্বক সানন্দ চিত্তে নববধূ সদৃশী বিবেচনা করিয়া শ্রীরাধিকাকে সমর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১০—১১ ॥

তৎপর প্রত্যূষে সম্ভ্রম বশতঃ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক অপহৃত কৃষ্ণের পীত বসন বিশাখা প্রাতঃকালে ধনিষ্ঠা দ্বারা নিভৃতভাবে সুবলের নিকট প্রদান করিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত শ্রীরাধার নীল বসন সুবল, ধনিষ্ঠা দ্বারা বিশাখার হস্তে সমর্পণ করিল ॥ ১২ ॥

তাবৎ স্বসেবাকৃতিলব্ধবর্ণাঃ
স্নেহেন দাসাঃ পরিফুল্লগাত্রাঃ ।
তৈর্গন্ধমাল্যাম্বরভূষণৈস্তে
বিভূষয়ামাসুরধীশ্বরং স্বম্ ॥ ৭৩ ॥

ভক্তিচ্ছেদাঢ্যচর্চ্চাং মলয়জঘুসৃণৈঃ ধাতুচিত্রাণি বিভ্র-
দ্ভূয়িষ্ঠং নব্যবাসঃ শিখিদলমুকুটং মুদ্রিকাঃ কুণ্ডলে দ্বে ।
গুঞ্জাহারং স্বরত্নস্রজমপি তরলং কৌস্তুভং বৈজয়ন্তীং
কেয়ূরে কঙ্কণে শ্রীযুতপদকটকৌ নূপুরৌ শৃঙ্খলাঞ্চ ॥ ৭৪ ॥

তাবৎ স্বসেবায়াং যা কৃতিঃ চেষ্টা তাসু লব্ধবর্ণা বিচক্ষণাস্তে দাসাঃ তৈঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গন্ধাদিভিঃ স্বং স্বীয়ং অধীশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং বিভূষয়ামাসুঃ ॥ ৭৩ ॥

বনজেক্ষণঃ কমলনয়নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মৃগদৃশাং মনো মুষ্ণন্ বনায় গন্তুং ভবনান্নির্জগাম ইতি চতুর্থশ্লোকেনান্বয়ঃ । কিং কুর্ব্বন্? মলয়জং চন্দনং ঘুসৃণং কুঙ্কুমং তৈঃ স্বর্ণেতরবর্ণৈঃ। ভক্তিচ্ছেদেন অঙ্গুল্যাদিভির্বিভক্তেন "খোর" ইত্যাখ্যেনাঢ্যাং চর্চ্চাং তাং বিভ্রৎ, ধাতুভিশ্চিত্রাণি বিভ্রৎ, ভূয়িষ্ঠং নব্যবাসঃ নটবরবেশো বস্ত্রঞ্চ বা ভূয়িষ্ঠং বাহুল্যং বিনা ন সিদ্ধ্যতি । শিখিদলেন ময়ূরপিচ্ছেন মুকুটং চূড়াং, অঙ্গুলীষু মুদ্রিকাঃ, কর্ণয়োর্দ্বে কুণ্ডলে, উরসি গুঞ্জাহারং, শোভনরত্নানাং স্রজং তরলং "তরলো হারমধ্যগ" ইত্যমরঃ। কৌস্তুভং মণিং, বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পমালাং, ভুজয়োঃ কফোণ্যোরুপরি কেয়ূরেঽঙ্গদে কঙ্কণে মণিবন্ধয়োর্বলয়ে । চরণদ্বয়ে শ্রীযুতপদকটকৌ নূপুরৌ শৃঙ্খলাঞ্চ বিভ্রৎ ॥ ৭৪ ॥

তৎকালে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সেবা কার্য্যে বিচক্ষণ দাসগণ গন্ধ, মাল্য, বসন, ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুসজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুল্যাদি দ্বারা বিভক্ত তিলক বিশেষ, তথা গন্ধ, মাল্য, কুঙ্কুম ও গৈরিক ধাতু, দ্বারা অঙ্গরাগ, মস্তকে শিখিপুচ্ছ সমান্বিত চূড়া, অঙ্গুলিতে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার; রত্নমালা,

আত্মৈকদৃশ্যগান্ধর্ব্বা প্রতিবিম্বকরম্বিতৈঃ।
দধদ্বক্ষস্যয়ং হারং গুম্ফিতং স্থূলমৌক্তিকৈঃ॥ ৭৫॥
শৃঙ্গং ব্যামোদরপরিসরে তুন্দবন্ধান্তরস্থং
দক্ষে তদ্বন্নিহিতমুরলীং রত্নচিত্রাং দধানঃ।
বামেনাসৌ সরললগুড়ীং পাণিনা পীতবর্ণাং
লীলাম্ভোজং কমলনয়নঃ কম্পয়ন্ দক্ষিণেন॥ ৭৬॥
বংশীবিষাণদলযষ্টিধরৈর্ব্বয়স্যৈঃ
সম্বেষ্টিতঃ সদৃশহাসবিলাসবেশৈঃ।
গন্তুং বনায় ভবনাদ্বনজেক্ষণোঽয়ং
মুষ্ণন্ মনো মৃগদৃশামথ নির্জগাম॥ ৭৭॥
কলাপং॥

অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ আত্মৈকদৃশ্যঃ নত্বন্যদৃশ্যঃ গান্ধর্ব্বায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রতিবিম্বং তেন করম্বিতৈর্যুক্তৈঃ স্থূলমৌক্তিকৈর্গুম্ফিতং হারং বক্ষসি দধৎ॥ ৭৫॥

বামোদরপরিসরে উদরস্য বামভাগে তুন্দবন্ধান্তরস্থং শৃঙ্গং দধানঃ, তদ্বৎ দক্ষে দক্ষিণে রত্নচিত্রাং মুরলীং তুন্দবন্ধান্তরস্থাং দধানঃ, অসৌ কমলনয়নঃ বামেন পাণিনা পীতবর্ণাং সরললগুড়ীং দধানঃ, দক্ষিণেন লীলাকমলং কম্পয়ন্ চালয়ন্॥ ৭৬॥

বংশ্যাদিধরৈঃ সদৃশাঃ কৃষ্ণহাসবিলাসবেশৈস্তুল্যা হাসবিলাসবেশা যেষাং তৈর্বয়স্যৈঃ বেষ্টিতঃ বনজেক্ষণঃ॥ ৭৭॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সদানন্দবিধায়িন্যাং চতুর্থ সর্গঃ।

বৈজয়ন্তী মালা ও কৌস্তুভমণি, হস্তে কেয়ূর, কঙ্কণ, চরণযুগলে মনোহর নূপুর দ্বয় ও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বক্ষঃস্থলে একমাত্র শ্রীমতী রাধার প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্থূল মুক্তাহার, উদরের বাম ভাগে তুন্দবন্ধের মধ্যে শৃঙ্গ, দক্ষিণ কক্ষে রত্ন-বিচিত্রিত মুরলী ও বামকরে সরল পীতবর্ণ লগুড়ী ধারণ করিয়া দক্ষিণ

শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দ-মধুপশ্রীরূপসেবা-ফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
প্রাতর্ভোজনকেলিবর্ণনময়ঃ সর্গশ্চতুর্থো গতঃ ॥

করে ক্রীড়াকমল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে সমান হাস্য, সমান বিলাস, সমান বেশে সুশোভিত এবং বংশী বিষাণ যষ্টি ধারি বয়স্যগণের সহিত মীলিত হইয়া মৃগাক্ষীদিগের মন মথন করিতে করিতে গৃহ হইতে বনে গমন করিলেন ॥ ৭৩—৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফলে, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি কর্ত্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে প্রত্যূষ ভোজন কেলি বর্ণনময় চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত হইল।



পঞ্চম সর্গঃ।

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুজাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ১ ॥

স মন্দ্রঘোষাভিধশৃঙ্গঘোষৈঃ
সংঘোষয়ন্ ঘোষমপাস্তদোষৈঃ।

কৃষ্ণং রাধাং চ স্মরামি কৃষ্ণং কীদৃশং? পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈঃ সহ বিপিন-মনুসৃতং বিপিনে গতং, গোষ্ঠলোকৈরনুযাতমনুসৃতং, রাধাপ্তিলোলং রাধায়া আপ্তয়ে প্রাপ্তয়ে রাধাং প্রাপ্ত্যর্থং লোলং, তস্যা রাধায়া অভিসৃতিরভিসারঃ তৎকৃতে তদর্থং প্রাপ্তঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ কুণ্ডতীরং যেন তং॥ রাধাং কীদৃশীং? কৃষ্ণমালোক্য কৃতং গেহগমনং যয়া তাং। আর্য্যয়া জটিলয়া অর্কঃ সূর্য্যঃ তদর্চ্চনার্থং দিষ্টাং প্রেরিতাং কৃষ্ণস্য প্রবৃত্ত্যৈ বার্ত্তার্থং প্রহিতনিজসখীনাং মার্গে নেত্রে যস্যাস্তাং "বার্ত্তা প্রবৃত্তিঃ বৃত্তান্ত" ইত্যমরঃ ॥ ১ ॥

স কৃষ্ণঃ মন্দ্রো গম্ভীরো ঘোষো যস্য তৎ তদভিধং মন্দ্রঘোষাভিধং শৃঙ্গং তস্য ঘোষৈঃ শব্দৈঃ, কীদৃশৈঃ অপাস্তঃ দূরীকৃতো দোষো জগতাং সমস্ত-

---

যিনি পূর্ব্বাহ্নে ধেনু ও মিত্র গণের সহিত বন গমন করিলে শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, যিনি শ্রীরাধার প্রাপ্তি বিষয়ে সতৃষ্ণ এবং যিনি শ্রীরাধার অভিসারার্থ রাধাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হয়েন সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি। এবং যে রাধা, আর্য্যা জটিলা কর্ত্তৃক সূর্য্য-দেবের অর্চ্চনার্থ প্রেরিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা প্রাপ্তির আশয়ে প্রেরিত স্ব সখীদিগের আগমন পথের প্রতি নিয়ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন সেই শ্রীমতী রাধাকে আমি ধ্যান করি ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে গোষ্ঠে যাত্রা সময়ে জগতের অমঙ্গলহারি

সম্মোহয়ন্ হৃদ্ব্রজসুন্দরীণাং
সংপোষয়ন্ প্রেম বহির্জগাম ॥ ২ ॥
গোময়োৎপলিকাকূটৈ র্গিরিশৃঙ্গনিভৈর্যুতম্।
বাসিতাবাসমত্তানাং-ষণ্ডানাং সঙ্গরোদ্ধুরং ॥
কৃষ্ণলীলাং প্রগায়ন্তি র্বিহসদ্ভিঃ পরস্পরম্।
গোময়াবচয়ব্যগ্রৈঃ গোপদাসীশতৈর্বৃতম্ ॥

দোষো তৈ স্তৈঃ করণৈঃ ঘোষং আভীরপল্লীং সন্তোষয়ন্ ব্রজসুন্দরীণাং হৃৎ সংমোহয়ন্ প্রেম চ সম্পোষয়ন্ বহির্জগাম ॥ ২ ॥

অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্রজস্য ধনৈঃ গোভির্জনৈশ্চ পূর্ণং ব্রজাভ্যর্ণং ব্রজসমীপং বীক্ষ্য মুমুদে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। ব্রজাভ্যর্ণং কীদৃশং? ব্রজে "বিটোরা" ইতি খ্যাতৈঃ গোময়োৎপলিকা ব্রজে "উপলা" খ্যা তস্যাঃ কূটং সমূহো যত্র তৈঃ, কীদৃশৈঃ? গিরিশৃঙ্গসদৃশৈ র্যুতং! বাসিতা ঋতুমত্যো গাবঃ তাসাং বাসেন গন্ধেন মত্তানাং ষণ্ডানাং সঙ্গরেণ যুদ্ধেন উদ্ধুরং। গোময়স্যাবচয়ে আহরণে ব্যগ্রৈ র্গোপদাসী-

---

মন্দ্রঘোষ নামক শৃঙ্গ-রবে পল্লীস্থ লোক সকলের সন্তোষ সাধন ও ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত বিমোহিত ও প্রেম সম্পোষণ করত বাহিরে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গোষ্ঠে গমন করিতে করিতে ব্রজের সমীপবর্ত্তি ভূমির, (বিটোরা নামক স্থানের) শোভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, উহার কোন কোন স্থানে গিরিশৃঙ্গ সদৃশ অত্যুচ্চ গোময়োৎপলিকা (ঘসি বা গৈঠা) বিরাজিত রহিয়াছে। কোন প্রদেশে গাভীদিগের ঋতু রক্ষার্থ প্রতিপালিত ষণ্ড সকলের তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। কোন কোন স্থানে শত শত গোপদাসীগণ হাস্য বদনে পরস্পর কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে গোময় আহরণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। কোন

গোযানবৎসাবরণব্যগ্রগোপশতান্বিতম্।
গোময়োৎপলিকাকৃদ্ভির্জরদ্গোপীগণৈর্যুতম্॥
গবাং স্থানী-শ্রেণীস্ফুরিতমভিতোঽল্লাবৃতিচয়ো-
ল্লসদ্বৎসাবাসস্ফুরিততলবৃক্ষাবলিচিতম্।
করীষক্ষোদস্যোচ্চয়মৃদুলভূমীতলমসৌ
ব্রজাভ্যর্ণং পূর্ণং ব্রজধনজনৈর্বীক্ষ্য মুমুদে॥ ৩--৬॥
চতুর্ভিঃ কুলকং॥
তর্ণকা-রোধনব্যগ্রগোপযাদোগণান্বিতাঃ।
উচ্ছলদ্গোপয়ঃপূরাঃ দুগ্ধভাণ্ডানি কচ্ছপাঃ॥

শতৈর্বৃতং। গোযানে গবাং গমনসময়ে বৎসনামাবরণে রক্ষণে ব্যগ্রগোপশতৈ-রন্বিতং, গোময়েন উপলিকাঃ উপলাখ্যা তাং কৃদ্ভির্বৃদ্ধগোপীগণৈর্যুতং। গবাং স্থানী গোস্থানং তেষাং শ্রেণীভিঃ স্ফুরিতং, অল্লাবৃতীনাঞ্চয়েন সমূহেন উল্লসদ্বৎ-সাবাসৈঃ স্ফুরিতং তলং যাসাং তাভির্বৃক্ষাবলিভিশ্চিতং ব্যাপ্তং। করীষ-ক্ষোদস্য শুষ্কগোময়চূর্ণস্য উচ্চয়েন মৃদুলং ভূমিতলং যত্র তৎ॥ ৩—৬॥

হরিঃ গবালয় এব সরঃ সরোবরঃ তস্য শ্রেণীঃ পশ্যন্ মুমুদে। সরোবর-বিশেষণান্যাহ,—নির্গচ্ছন্ত্যো ধবলা পঙ্ক্তিরূপনদ্যো যাভ্যস্তাঃ। তর্ণকানাং

কোন স্থানে শত শত গোপগণ গাভী সকলের গমন সময়ে বৎসগণের রক্ষণার্থ ব্যগ্র হইতেছে। কোন প্রদেশে প্রাচীন প্রাচীন গোপ নারীগণ গোময় সমূহে উপলা (ঘসি) প্রস্তুত করিতেছে। কোন কোন দেশে অসংখ্য গোশালা বিরাজিত রহিয়াছে। এবং তরুপল্লবশোভিত কোন স্থানে বৎসগণের আবাস বিদ্যমান রহিয়াছে ও শুষ্ক গোময় চূর্ণ সমূহে উহার কোন প্রদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকায় ঐ স্থানের ভূমি অতি কোমল হই-য়াছে॥ ৩—৬॥

তত্রত্য গোশালা সকল সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যেহেতু তথা হইতে ধবলা গাভী-পঙ্ক্তিরূপা নদী সকল নির্গত হইতেছে। এবং



গো-শকৃচ্চয়নাসক্তগোপীবক্ত্র সরোরুহাঃ।
সিতারুণচলদ্বৎস-হংস-কোককুলাকুলাঃ॥
নির্গচ্ছদ্ধবলা পঙ্‌ক্তিনদী র্গোপুচ্ছশৈবলাঃ।
গবালয়সরঃশ্রেণীঃ পশ্যন্‌ স মুমুদে হরিঃ॥ ৭—৯॥

সন্দানিতকম্॥

অনুব্রজন্ স্বোর্দ্ধমুখং ব্রজেন্দু-
র্ব্রজেন্দ্রনিষ্কাসিতগোব্রজং সঃ।

বালবৎসানামারোধনে ব্যগ্রা গোপাঃ এব যাদোগণাঃ জলজন্তুসমূহাস্তৈরন্বিতা যুক্তাঃ। উচ্ছলদ্ভির্গবাং পয়োভিঃ পূর্য্যন্তে ইতি পূরাঃ পূর্ণাঃ উচ্ছলন্তো গবাং পয়সাং পূরাঃ সমূহা যত্র ইতি বা, দুগ্ধভাণ্ডানামালয়ঃ শ্রেণ্য এব কচ্ছপাঃ যত্র দুগ্ধভাণ্ডাঃ কৃষ্ণবর্ণা এব ভবন্তি অতঃ বর্ণসাম্যাদুক্তং। গবাং শকৃৎ গোময়ং তস্য চয়নে গ্রহণে আসক্তানাং গোপীনাং মুখান্যেব সরোরুহাণি যত্র। শুক্লারুণ-বর্ণচলদ্বৎসা এব হংসচক্রবাকসমূহা যত্র তাঃ গবাং পুচ্ছা এব অত্র শৈবলা যত্র তাঃ॥ ৭—৯॥

যত্র শ্লোকত্রয়েণান্বয়ো ভবেত্তত্র সন্দানিতকমিতি। যত্র শ্লোকদ্বয়েন তত্র যুগ্মকং। যত্র চতুর্ভিঃ শ্লোকৈস্তত্র কুলকমিতি বোধ্যং।

স ব্রজেন্দুঃ কৃষ্ণঃ ব্রজেন্দ্রেণ শ্রীনন্দেন নিষ্কাসিতং গোসমূহং, কীদৃশং?

তাহাতে উচ্ছলিত দুগ্ধ উহার জল রাশি, বৎসগণের অবরোধক চঞ্চল গোপসকল উহার জল জন্তু, দুগ্ধ ভাণ্ড সকল উহার কচ্ছপ, গোময় আহরণ কারিণী গোপরমণীদিগের বদনই এই সরোবরের প্রস্ফুটিত কমল। শ্বেতবর্ণ ও লোহিত বর্ণ বৎসগণ উহার হংস ও চক্রবাক স্বরূপ, গাভীগণের পুচ্ছ সকল উহাতে শৈবালের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥

ব্রজের পূর্ণ শশধর শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রজ ভূমির ঐ রূপ শোভা সন্দর্শনে হৃষ্ট হইয়া ব্রজরাজ কর্তৃক সঞ্চালিত উর্দ্ধ মুখী, অর্থাৎ আপনাকে দেখিবার

ব্রজাদ্বিকর্ষন্ ব্রজবাসিলোকান্
বনায় বব্রাজ সখিব্রজেন ॥ ১০ ॥
রজোঽম্ভোভিঃ শম্ভোরপি চ বিধিদম্ভোলিকরয়োঃ
পরাং শুদ্ধিং বুদ্ধীন্দ্রিয়চয়নিরুদ্ধিং বিদধতী
লুলাপ্যাল্যা পাল্যারবিদুহিতৃকাল্যাথ মিলিতা
গবাং শ্রেণী শ্বেনী দ্যুসরিদিব বেণীভ্রমমধাৎ ॥ ১১ ॥

সোর্দ্ধমুখং স্বস্মৈ স্বদর্শনার্থমূর্দ্ধনি মুখানি যস্য তং। অনুব্রজন্ ব্রজবাসিলোকান্ বিকর্ষন্ সখিব্রজেন সহ ব্রজাদ্বনায় বব্রাজ ॥ ১০ ॥

পাল্যা পালনীয়া শ্রেণী শ্বেতবর্ণা গবাং শ্রেণী রবিদুহিতৃকাল্যা রবিদুহিতা যমুনা তদ্বৎ কালী কৃষ্ণবর্ণা তথাভূতয়া লুলাপ্যাল্যা লুলাপীনাং মহিষীণামাল্যা শ্রেণ্যা মিলিতা সতী (লুলাপ্যালা ইতি পাঠে একবিশেষঃ) রজোঽম্ভোভিঃ রজোরূপজলৈঃ শম্ভোর্মহাদেবস্য বিধিদম্ভোলিকরয়োঃ ব্রহ্মেন্দ্রয়োরপি পরাং শুদ্ধিং বুদ্ধীন্দ্রিয়চয়স্য নিরুদ্ধিমন্যত্রাপ্রবৃত্তিং (অপ্রসিদ্ধিং) চ বিদধতী সতী দ্যুসরিদ্গঙ্গা সৈব বেণীভ্রমং ত্রিবেণীভ্রমমধাৎ, গঙ্গা যথা যমুনাসরস্বতীভ্যাং মিলিতা ত্রিবেণী ভবতি তথা গবাং শুক্লত্বাৎ গঙ্গাত্বং, মহিষীণাং কৃষ্ণত্বাৎ যমুনাত্বং, রজসাং ধূসরত্বাৎ সরস্বতীত্বমুপমা। যথা কথঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমুপমানোপমেয়য়োঃ উপমেতি। "লুলাপো মহিষো বাহদ্বিষৎকাসরসৈরিভা" ইত্যমরঃ ॥ ১১ ॥

নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখী গাভীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখাগণ সঙ্গে বনে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

শ্বেতবর্ণ অসংখ্যক গাভীগণ যখন কৃষ্ণবর্ণ মহিষ শ্রেণীর সহিত মীলিত হইয়া গোষ্ঠে গমন করিতে আরম্ভ করিল তখন বোধ হইতে লাগিল গঙ্গা যেন যমুনার সহিত মিলিত হইয়া অতিবেগে প্রবাহিত হইতেছেন। ব্রহ্মা মহেশ্বর ও মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মন্দাকিনীর বারির ন্যায় পরম পবিত্র ও গাভীদিগের

বনায় গচ্ছন্ বনজেক্ষণো হরি-
র্যতো যতঃ সন্নিদধে পদাম্বুজম্।
ততস্ততঃ সা ব্রজভূঃ সমুৎসুকা
প্রকাশয়ামাস হৃদম্বুজং স্বকম্॥ ১২॥
তচ্ছ্রীপদস্পর্শভরপ্রমোদৈঃ
সা ফুল্লরোমাঞ্চিতসর্ব্বগাত্রী।
ননন্দ কৃত্যানি তৃণানি ভূয়ঃ
খুরৈঃ ক্ষতাঙ্গানি চ রোহয়ন্তী॥ ১৩॥

বনায় গচ্ছন্ হরির্যত্র যত্র পদাম্বুজং সন্নিদধে তত্র তত্র সা ব্রজভূঃ স্বকং হৃদম্বুজং শ্রীকৃষ্ণসুখগমনার্থং প্রকাশয়ামাস॥ ১২॥

আদৌ গবাং গমনেন গবাং খুরৈঃ কৃত্তানি ছিন্নানি তৃণানি ক্ষতাঙ্গানি চ ভূয়ঃ পুনরপি রোহয়তী সা ব্রজভূমী তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদস্পর্শভরপ্রমোদৈঃ ফুল্লরোমভিরঞ্চিতসর্ব্বগাত্রী ননন্দ তদৈব তৃণাঙ্কুরোদ্গমদর্শনাৎ॥ ১৩॥

গমন বেগে চরণ হইতে সমুখিত রজো রাশি স্পর্শ করিয়া সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, বন গমন কালীন যে যে স্থানে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন পৃথিবী অতিশয় উৎসুকা হইয়া সেই সেই স্থানে তাঁহার সুখ গমনার্থ আপনার হৃৎপদ্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ জন্য সুখের অনুভব করত পুলক চ্ছলে গাভীগণের খুর দ্বারা ছিন্নতৃণাদি ক্ষত বিক্ষত শরীরে যেন নবপল্লব তৃণাঙ্কুর ধারণ করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

ফুল্লাক্ষিপদ্মাতিজবা সুসংভ্রমা
প্রীত্যম্বুবৃষ্ট্যেধিতসর্ব্বতোমুখা।
বৃদ্ধাদিবালান্তজনাবলী সরি-
দ্ব্রজাচলাৎ কৃষ্ণসমুদ্রমাযযৌ ॥ ১৪ ॥
ক্লিন্নাম্বরাঽক্ষিস্তনজৈঃ পয়ঃস্রবৈ-
স্তথাবিধৈর্ধাতৃমুখাঙ্গনাগণৈঃ।
অম্বাকিলিম্বানুগয়া বলাম্বয়া
সহাগতাম্বা সুতদর্শনোৎসুকাঃ ॥ ১৫ ॥

বৃদ্ধাদিবালান্তজনাবলী আবালবৃদ্ধজনশ্রেণ্যেব সরিন্নদী ব্রজরূপ-পর্ব্বতাৎ কৃষ্ণসমুদ্রমাযযৌ। নদীসাধর্ম্ম্যমাহ,—জনানাং কৃষ্ণদর্শনেন ফুল্লানি নেত্রাণ্যেব পদ্মানি যত্র সা, অতিজবা অতিবেগবতী সুসংভ্রমা সুষ্ঠু সম্যক্ ভ্রমো ভ্রান্তির্যস্যাং সা কিম্বা প্রীতিঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দঃ সৈবাম্বু তস্য বৃষ্টিরিব সঞ্চারস্তয়া এধিতানি বর্দ্ধিতানি ফুল্লানি সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষাং মুখান্যেব সর্ব্বতো মুখানি জলানি যস্যাঃ। অত্রাপি অন্তসোঽনুকরণং প্রীত্যম্বুবৃষ্ট্যা প্রেমাশ্রুবৃষ্ট্যা এধিতং বৃদ্ধং সর্ব্বতো মুখং জলং যস্যাঃ সা ॥ ১৪ ॥

অক্ষিস্তনজৈঃ পয়ঃস্রবৈরশ্রুস্রবৈশ্চ ক্লিন্নাম্বরা তথাবিধৈর্ধাতৃর উপনন্দাদীনাং পত্ন্যাস্তদাদ্যাঙ্গনানাং গণৈঃ সহ তথা অম্বাকিলিম্বে অম্বিকা চ ধাত্রিকে স্তন্যদায়িকে তে অনুগে যস্যাস্তয়া, বলাম্বয়া রোহিণ্যা সহ সুতদর্শনোৎসুকা অম্বা শ্রীযশোদা আগতা ॥ ১৫ ॥

তখন ব্রজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা রূপ নদী যেন ব্রজরূপ পর্ব্বত হইতে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নেত্র সকল উন্মীলিত করিয়া প্রেমরূপ বারিতে পরিপ্লুত হইয়া অতি বেগে কৃষ্ণরূপ সাগরে আগমন পূর্ব্বক মীলিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

অনন্তর যশোদা অশ্রুপাতে ও স্তন্য দুগ্ধে অঙ্গের বসন অভিষিক্ত করিয়া উপনন্দাদির পত্নী প্রভৃতি অঙ্গনাগণ ও কৃষ্ণের স্তন্য দায়িকা কিলিম্ব

অন্যোন্যাসঙ্গসংস্তব্ধদৃষ্টিহিল্লোলমুল্বনম্।
কৃষ্ণং রসার্ণবং ভেজে রাধাস্মরতরঙ্গিণী ॥ ১৬ ॥
মঙ্গলা-শ্যামলা-ভদ্রা-পালী-চন্দ্রাবলীমুখাঃ।
সস্বযূথাঃ যূথনাথাঃ সর্ব্বতস্তান্তমন্বয়ুঃ* ॥ ১৭ ॥

রাধৈব স্মরতরঙ্গিণী গঙ্গা, স্মরতে রঙ্গিণী বা সা অন্যোন্যাসঙ্গেন পরস্পর-মিলনেন সংস্তব্ধো দৃষ্টিরূপহিল্লোলস্তরঙ্গো যস্যাস্তথাভূতং উল্বনং চ উজ্জ্বলং চ যথা স্যাত্তথা রসার্ণবং কৃষ্ণং ভেজে। অন্যোন্যেতি পদং শ্রীকৃষ্ণস্য বিশেষণং ॥ ১৬ ॥

মঙ্গলাদ্যাস্তা যূথনাথাঃ স্বস্বযূথৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বতশ্চতুর্দিক্ষু তং শ্রীকৃষ্ণং অন্বয়ুরনুগতা বভূবুঃ ॥ ১৭ ॥

ও অম্বিকা এবং বলদেব জননী রোহিণীর সহিত সমুৎসুক চিত্তে কৃষ্ণ দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

স্মরতরঙ্গিনী গঙ্গা যেমন সাগরাভিমুখে গমন করেন তদ্রূপ রাধারূপা স্মরত-রঙ্গিনী পরস্পর সম্মিলনে স্তম্ভিত দৃষ্টিরূপ তরঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া চঞ্চল কৃষ্ণ রূপ রসার্ণবে অবগাহন করিবার মানসে সেই স্থানে আগমন করি-লেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মঙ্গলা, শ্যামলা, ভদ্রা, পালী ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীগণ স্ব স্ব যূথের সহিত নানা দিক্ হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগতা হই-লেন ॥ ১৭ ॥

---

* তমন্বিয়ুঃ ইতি পাঠান্তরং।

সহধনজনবৃন্দৈ র্নিগতে প্রাণনাথে
জনগতিরবহান্যাস্পন্দনালাপহীনা।
পশুখুরজরজোভি র্ধূসরাসৌ জড়াঙ্গী
ব্রজবসতিরথাসীৎ প্রোষিতপ্রেয়সীব ॥ ১৮ ॥
অন্বয়ংপিতরৌ বীক্ষ্য সব্রজৌ বনসীমনি।
স্থিতেঽস্মিন্ বলিতগ্রীবং তস্তম্ভে গোকদম্বকৈঃ ॥ ১৯ ॥

প্রোষিতঃ প্রবাসগতঃ প্রেয়ান্ যস্যাঃ সা ইব জনধনবৃন্দৈঃ সহ প্রাণনাথে শ্রীকৃষ্ণে নির্গতে সতি অসৌ ব্রজবসতিঃ জড়াঙ্গী আসীৎ। দ্বয়োঃ সাধর্ম্ম্য-মাহ নায়িকাপক্ষে জনেষু লোকসভাসু গতেস্তথা রবস্য শব্দস্য চ হান্যা। বসতিপক্ষে জনানাং গমনরবয়োর্হান্যা রাহিত্যেন স্পন্দনালাপহীনা। নায়িকাপক্ষে শরীরগতস্পন্দনালাপরহিতা। পক্ষে ব্রজবসতিস্থজনানাং স্পন্দনালাপহীনা নায়িকা ধূলিধূসরাঃ। পক্ষে পশূনাং খুররজোভিঃ ধূসরা। ১৮॥

অস্মিন্ বনসীমনি স্থিতে স্থিতৌ মর্য্যাদায়াং ভাবে ক্তঃ বলিতগ্রীবং বক্রগ্রীবং যথা স্যাত্তথা স ব্রজৌ অন্বয়ন্তৌ অনুগচ্ছন্তৌ পিতরৌ বীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণঃ গোসমূহৈঃ সহ তস্তম্ভে ॥ ১৯ ॥

ব্রজনাথ, ধন জন লইয়া গোষ্ঠে গমন করিলে ব্রজবসতি যেন প্রোষিত রমণীগণের ন্যায় দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইল এবং পশু দিগের পদাহত পৃথিবী হইতে উত্থিত ধূলি পটলে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল এবং নীরব, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ ও নিরানন্দ হইয়া জড়ের ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বনের প্রান্তভাগে অবস্থান পূর্ব্বক বক্রগ্রীবায় অবলোকন করিয়া পশ্চাদ্ভাগে ব্রজবাসি স্ত্রী ও পুরুষগণের সহিত পিতা ও মাতাকে আগমন করিতে দেখিয়া ধেনু ও বৎসগণের সহিত নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহি-লেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তশঙ্কৌ স্ববনপ্রয়াণেহ
প্যভদ্রভীতেরনিবারয়ন্তৌ।
অস্রাকুলাক্ষাবপি দর্শনোৎসুকৌ
সন্দুঃস্থিতোঽভূৎ পিতরৌ সমীক্ষ্য ॥ ২০ ॥
সৌরভ্যলুব্ধাতৃষিতোচ্ছলন্তী
হ্রীবাত্যয়া বংভ্রমিতাভিতোঽপি।
নেত্রালিপঙ্‌ক্তির্ব্রজসুন্দরীণাং
হরেঃ পপাতৈব মুখারবিন্দে ॥ ২১ ॥

স্বস্য বনপ্রয়াণে অভদ্রজন্যস্য ভীতেঃ হেতোরনন্তাঃ শঙ্কাঃ যয়োস্তৌ। তথা বহুধা কথ্যমানাবপ্যনিবারয়ন্তৌ। অশ্রুকুলাক্ষাবপি স্বস্য দর্শনে উৎসুকৌ পিতরৌ সমীক্ষ্য স শ্রীকৃষ্ণঃ দুঃস্থিতো ব্যগ্রচিত্তোঽভূৎ ॥ ২০ ॥

ব্রজসুন্দরীণাং নেত্রালিপঙ্‌ক্তিঃ। হ্রী লজ্জা সৈব বাত্যা বাতসমূহস্তয়া বংভ্রমিতা পুনঃ পুনরতিশয়েন ভ্রমিতাপি সৌরভ্য লুব্ধা তত্রাপি তৃষিতা উচ্ছলিতা বেগবতী সতী হরের্মুখারবিন্দে পপাতৈব ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, পিতা মাতাকে স্বীয় বন গমন বিষয়ে নানাবিধ অমঙ্গল জন্য আশঙ্ক্যমান ও বহুবিধ নিষেধ বাক্যে বন গমন নিবারণে অসমর্থ এবং অশ্রুকুল নয়ন হইলেও স্বদর্শনে উৎসুক জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ২০ ॥

ব্রজসুন্দরীগণের নেত্রে রূপ ভ্রমরী সকল সৌরভ্য লুব্ধ ও তৃষিতা হইয়া লজ্জা রূপ বায়ু যোগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যেন হরির মুখপঙ্কজে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

সমীক্ষ্য রাধাবদনারবিন্দে
শ্রীনেত্রনৃত্যন্মদখঞ্জরীটৌ।
সুমঙ্গলাং স্বাং মনুতে স্ম যাত্রাং
তদীয়সন্দর্শনসৎফলাং সঃ॥ ২২॥
স্বস্ববালমপহায় মাতরঃ
কৃষ্ণবক্ত্রধৃতসাশ্রুলোচনাঃ।
স্তন্যসিক্তবসনাঃ সুবৎসলাঃ
সর্ব্বতোঽথ পরিবব্রুরচ্যুতম্॥ ২৩॥
বিমনস্কাপি মনসা ভাবয়ন্ত্যথ তৎ শুভম্।
বিহস্তাপি স্বহস্তাভ্যাং জননী তমলালয়ৎ॥ ২৪॥

স শ্রীকৃষ্ণঃ রাধাবদনারবিন্দে শ্রীযুক্তনেত্ররূপনৃত্যন্মদখঞ্জনৌ বীক্ষ্য স্বাং যাত্রাং সুমঙ্গলাং মনুতে স্ম। (মনুষ্যাণাং) পদ্মোপরি খঞ্জনদর্শনেন যাত্রা সৎফলা ভবতীত্যাহ তদীয়েত্যাদি॥ ২২॥

অন্যগোপীনাং স্বস্বপুত্রাৎ শ্রীকৃষ্ণে অপারবাৎসল্যং শ্রীভাগবতে যদুক্তং তদেবাহ স্বস্ববালমিত্যাদি॥ ২৩॥

বিরোধভাষালঙ্কারেণাহ,—বিমনস্কাপি মনসা তত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শুভং ভাবয়ন্তী বিহস্তা ব্যগ্রাপি স্বহস্তাভ্যাং জননী তং শ্রীকৃষ্ণমলালয়ৎ॥ ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধিকার বদন কমলে নেত্র রূপ খঞ্জন যুগল দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন অগ্রেই আমার যাত্রার সুমঙ্গল সৎ ফল লাভ হইল॥ ২২॥

অনন্তর সুবৎসলা রমণীগণ স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্তনদুগ্ধে আর্দ্রবসনা হইয়া সাশ্রু নয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

জননী যশোদা বিমনস্কা হইয়াও মনো দ্বারা পুত্রের কুশল চিন্তা করত ব্যগ্রা হইয়াও স্বীয় হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লালন পালন করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

শতশঃ সন্তি মে গোপা নিপুণাঃ পালনে গবাম্।
পালয়ামি স্বয়মিতি বৎস! কোঽয়ং দুরাগ্রহঃ॥ ২৫॥
বালোঽসি মৃদুলস্তত্র বিমুক্তচ্ছত্রপাদুকঃ।
দিনং ভ্রমসি কান্তারে জীবেতাং পিতরৌ কথং॥ ২৬॥
ক্রিয়মাণাগ্রহৌ স্বস্য চ্ছত্রোপানদ্বিধারণে।
বাৎসল্যব্যাকুলৌ বীক্ষ্য পিতরৌ প্রাহ কেশবঃ॥ ২৭॥

গবাং পালনে নিপুণাঃ গোপাঃ শতশঃ মে সন্তি। হে বৎস! স্বয়ং গাঃ পালয়ামীতি কোঽয়ং দুরাগ্রহঃ॥ ২৫॥

ত্বং বালঃ মৃদুলশ্চ তত্রাপি ছত্রপাদুকাং বিনা দিনং ব্যাপ্য কান্তারে দুর্গমমার্গে ভ্রমসি, পিতরৌ কথং জীবেতাং। "কান্তারো বর্ত্ম দুর্গম" ইত্যমরঃ॥ ২৬॥

কেশবঃ স্বস্য ছত্রপাদুকয়োর্বিধারণে ক্রিয়মাণাগ্রহৌ মাতাপিতরৌ বীক্ষ্যাহ॥ ২৭॥

যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন হে বৎস! গোপালন কার্য্যে সুনিপুণ শত শত দাস আমার বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি আমি গোচারণ করিব একি তোমার দুরাগ্রহ?॥ ২৫॥

তিনি আরও কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সুকুমার বালক, তাহাতে আবার ছত্র পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত দিন দুর্গম পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, আমরা পিতা মাতা হইয়া কি রূপে জীবিত থাকিব?॥ ২৬॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন পুত্রস্নেহে ব্যাকুল পিতা মাতাকে ছত্র পাদুকা ধারণে অত্যন্ত আগ্রহ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন॥ ২৭॥

গোপালনং স্বধর্ম্মো ন স্তাস্ত নিশ্ছত্রপাদুকাঃ।
যথা গাবস্তথা গোপাস্তর্হি ধর্ম্মঃ সুনির্ম্মলঃ* ॥ ২৮ ॥
ধর্ম্মাদায়ুর্যশোবৃদ্ধি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
স কথং ত্যজ্যতে মাত ভীষু ধর্ম্মোঽস্তি রক্ষিতা ॥ ২৯ ॥
সুতস্য সাদ্গুণ্যমবেক্ষ্য তৃপ্তৌ
ননন্দতুস্তৌ হৃদি যদ্যপারম্।
অনিষ্টশঙ্কাকুলিতা তথাপি
গোপান্ সমাহুয় জগাদ মাতা ॥ ৩০ ॥

নোঽস্মাকং গোপালনং স্বধর্ম্মঃ, গোপালনং কুরু কিন্তু ছত্রপাদুকাং ধৃত্বা কুরু তত্রাহ, যথা তাঃ গাবঃ নিশ্ছত্রপাদুকাস্তথা গোপা অপি নিশ্ছত্র-পাদুকাঃ গোপালনে যদি ভবন্তি তদা সুনির্ম্মলো ধর্ম্মঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

বিপক্ষাসুরাদিভ্যো বিভেমি তত্রাহ, ধর্ম্মাদায়ুর্যশসোর্বৃদ্ধির্ভবতি। অনেন ধর্ম্মো রক্ষিতঃ সন্ তং জনং ধর্ম্মো রক্ষতি। হে মাতঃ! স ধর্ম্মঃ জনৈঃ কথং ত্যজ্যতে। ভীষু বিপক্ষাদিকৃতভয়েষু ধর্ম্মো রক্ষিতা অস্তি ॥ ২৯ ॥

সুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাদ্গুণ্যং সাক্ষাদবেক্ষ্য তৌ যদ্যপি অপারং যথা স্যাত্তথা হৃদি ননন্দতুঃ, তথাপি মাতা হৃদি শঙ্কাকুলা সতী গোপানাহুয় জগাদ ॥ ৩০ ॥

হে মাতঃ! হে পিতঃ! শাস্ত্রে উক্ত আছে আমাদিগের গোপালনই জাতীয় ধর্ম্ম, গোসকল যেমন নিশ্ছত্র ও পাদুকা বিহীন তদ্রূপ গোপগণ যদি ছত্র পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের অনুকরণ করিতে পারে তাহা হইলে ঐ ধর্ম্ম সুনির্ম্মল হইবে॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জননীকে কহিলেন মাতঃ! ধর্ম্ম হইতে আয়ুঃ ও যশের বৃদ্ধি হয়, যে মনুষ্য ধর্ম্ম রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন অতএব হে জননি! ধর্ম্মই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, জন সকল তাহা কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবে? ॥ ২৯ ॥

তখন নন্দ ও যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপ সাদ্গুণ্য দেখিয়া যদিও হৃদয়ে

---

* সুনিশ্চল ইতি পাঠান্তরং।

সুভদ্র ! মণ্ডলীভদ্র ! বৎস ভো বলভদ্রক !
সমর্পিতোঽয়ং যুষ্মাসু বালোঽতিমৃদুলশ্চলঃ ॥ ৩১ ॥
যন্ত্রণীয়ঃ শিক্ষণীয়ঃ পালনীয়শ্চ বঃ সদা।
স্বৈরী চেচ্চলতাং যাতি কথনীয়ং তদা ময়ি ॥ ৩২ ॥
ধৃতখড়্গধনুর্ব্বাণৈর্ভো বৎসা বিজয়াদয়ঃ ! ।
পালনীয়োঽপ্রমত্তৈর্বঃ সদায়মভিতঃ স্থিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

হে সুভদ্রাদয়ঃ ! যুষ্মাসু অয়ং কৃষ্ণঃ সমর্পিতঃ। অয়ং বালঃ তত্রাপি চলশ্চঞ্চলঃ ॥ ৩১ ॥

বো যুষ্মাভিরেবং কুরু এবং মা কুরু ইত্যাদি প্রকারেণ যন্ত্রণীয়ঃ নিয়ম্যঃ, স্বৈরী স্বেচ্ছাচারী সন্ চেদ্যদি চলতাং যাতি তদা ময়ি কথনীয়ং ॥ ৩২ ॥

ভো বিজয়াদয়ঃ ! অপ্রমত্তৈঃ সাবধানৈর্ধৃতখড়্গধনুর্ব্বাণৈঃ অভিতঃ স্থিতৈঃ বো যুষ্মাভিরয়ং রক্ষণীয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অপার আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু যশোদা তথাপি অনিষ্টাশঙ্কায় আকুল হইয়া গোপগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৩০ ॥

হে সুভদ্র ! হে মণ্ডলীভদ্র ! হে বলভদ্র ! হে বৎসগণ ! আমি এই সুকুমার চঞ্চল বালক কৃষ্ণকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম ॥ ৩১ ॥

ইহাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া "এইরূপ কর এইরূপ করিও না" ইত্যাদি প্রকারে বশবর্ত্তী করিয়া শিক্ষা প্রদান এবং প্রতি পালনে তৎপর থাকিও ; এ যদি স্বেচ্ছারিতা দোষে চঞ্চলতা প্রকাশ করে তাহা হইলে তোমরা আসিয়া আমাকে জানাইও ॥ ৩২ ॥

হে বিজয়াদি বৎসগণ ! তোমরা সকলেই অপ্রমত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক নিকটে অবস্থান করিয়া ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গে সুতস্যাথ করেণ মাতা
স্নিগ্ধা স্পৃশন্তীশ্বরনামমন্ত্রৈঃ।
নৃসিংহবীজৈশ্চ বিধায় রক্ষাং
ববন্ধ রক্ষামণিমস্য হস্তে ॥ ৩৪ ॥
আজ্ঞা মাতঃ! পিতরিতি সুতং সংপতন্তং পদান্তে
দোর্ভ্যাং ধৃত্বা হৃদি নিদধতৌ স্তন্যবাষ্পাম্বুসিক্তম্।
চুম্বন্তৌ তদ্বদনকমলং মার্জয়ন্তৌ করাভ্যাং
জিঘ্রন্তৌ তং শিরসি পিতরাবূহতু র্বাষ্পকণ্ঠম্ ॥ ৩৫ ॥

মাতা ঈশ্বরস্য নামঘটিতমন্ত্রৈর্নৃসিংহবীজৈশ্চ তস্যাঙ্গেষু করেণ স্পৃশন্তী রক্ষাং বিধায় হস্তে রক্ষামণিং ববন্ধ ॥ ৩৪ ॥

আদৌ হে মাতরিত্যুক্ত্বা আজ্ঞাং দেহীতি বক্তব্যে আজ্ঞা ইতি প্রেমোদ্রেকেণ উক্ত্বা পদান্তে পতন্তং সুতং পশ্চাৎ হে পিতরিতি পদান্তে সম্পতন্তং তৌ পিতরৌ দোর্ভ্যাং হৃদি ধৃত্বা স্তন্যবাষ্পাম্বুসিক্তং নিদধতৌ তদ্বদনকমলং চুম্বন্তৌ করাভ্যাং মার্জ্জয়ন্তৌ শিরসি জিঘ্রন্তৌ বাষ্পকম্পং উহতুঃ ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর জননী স্নেহার্দ্র চিত্তে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র দ্বারা রক্ষা ও হস্তে রক্ষামণি বন্ধন করিয়া দিলেন ॥ ৩৪ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, "হে মাতঃ! হে পিতঃ! অনুমতি প্রদান করুন" এই বলিয়া নন্দ ও যশোদার পদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীনন্দ ও যশোদা বাহুদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্তন্য ও বাষ্প বারিতে অভিষিক্ত করত তাঁহার মুখ চুম্বন ও করদ্বারা গাত্র মার্জ্জন এবং মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

ভূর্দ্যৌর্ভব্যা ভবতু ভবতো রক্ষিতা শ্রীনৃসিংহঃ
শস্তঃ পন্থা বনমপি শুভং ভাবুকা দিগ্বিদিক্ চ।
স্বাগম্যাঃ স্বং পুনরথ গৃহং মঙ্গলালিঙ্গিতস্ত্বং
দত্তানুজ্ঞঃ স ইতি মুমুদে বৎসলাভ্যাং পিতৃভ্যাম্॥ ৩৬॥
যথা পিতৃভ্যাং স তথা বলাম্বা-
প্যম্বা কিলিম্বাদ্যুপমাতৃযুক্তয়া।
গোপৈশ্চ গোপীনিবহৈশ্চ লালিতো
যথা হরিস্তৈঃ স বলোহপ্যভূত্তথা॥ ৩৭॥

ভবতস্তব রক্ষিতা শ্রীনৃসিংহো ভবতু ইত্যুক্ত্বা আশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং পিতৃভ্যাং বনগমনে দত্তানুজ্ঞঃ দত্তা অনুজ্ঞা আজ্ঞা যস্মৈ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মুমুদে। আশীর্ব্বাদ-প্রকারমাহ ভবতঃ ভূর্দ্যৌর্ভব্যা ভবতু, শস্তঃ পন্থা ভবতু, বনমপি শুভং ভবতু, দিক্ বিদিক্ চ ভাবুকা ভবতু মঙ্গলৈরালিঙ্গিতঃ মঙ্গলযুক্তস্ত্বং পুনঃ স্বগৃহং স্বাগম্যাঃ। "ভাবুকং ভবিকং ভব্যং কুশলং ক্ষেমমস্ত্রিয়া" মিত্যমরঃ॥ ৩৬॥

পিতৃমাতৃ রোহিণীঅম্বাকিলিম্বা গোপগোপীসমূহৈঃ। যথা স হরিঃ লালিতস্তথা স বলোহপি তৈঃ পিত্রাদিভির্লালিতোহভূৎ॥ ৩৭॥

হে বৎস! নৃসিংহ তোমাকে রক্ষা করুন এবং পৃথিবী,আকাশ,পন্থা, অরণ্য, দিক্, ও বিদিক্ তোমার শুভদায়ক হউক, এই সমস্ত আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিয়া "তুমি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে আগমন করিও" এই বলিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন এবং বন গমনে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে হৃষ্ট চিত্ত করিলেন॥ ৩৬॥

নন্দ, যশোদা, রোহিণী ও অম্বা, কিলিম্বা প্রভৃতি ধাত্রী এবং গোপ গোপীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ লালিত হইলেন তদ্রূপ শ্রীবলদেবও তাঁহাদের কর্তৃক লালিত হইলেন॥ ৩৭॥

ব্রজাঙ্গনানাং তৃষিতাক্ষিচাতকান্
সিঞ্চন্ কটাক্ষামৃতবৃষ্টিধারয়া।
ন্যবেদয়ৎ কাননযানমাত্মন-
স্তাভিঃ স্বদৃষ্ট্যৈব স চানুমোদিতঃ ॥ ৩৮ ॥
তাসাং মনোদীনকুরঙ্গসঙ্ঘান্
বিলোক্য লোলান্ রুচিপল্লবান্ স্বান্।
নিন্যে স্ফুটং চারয়িতুং স্বসঙ্গে
সন্দাম্য দৃকৃশৃঙ্খলয়া স্বয়াসৌ ॥ ৩৯ ॥

ব্রজাঙ্গনানাং তৃষিতনেত্রচাতকান্ স্বকটাক্ষামৃতধারয়া সিঞ্চন্ আত্মনঃ কাননগমনং তত্রৈব ন্যবেদয়ৎ। তাভিরপি স্বদৃষ্ট্যা এব স শ্রীকৃষ্ণশ্চানুমোদিতো-ঽভূৎ ॥ ৩৮ ॥

অসৌ শ্রীকৃষ্ণস্তাভ্যাং ব্রজসুন্দরীণাং মনোরূপাদীনমৃগসঙ্ঘান্ লোলান্ বিলোক্য স্বস্ব রুচিরূপপল্লবান্ চারয়িতুমাস্বাদয়িতুং স্বদৃক্শৃঙ্খলয়া সন্দাম্য বদ্ধা স্বসঙ্গে নিন্যে। তাসাং মনাংসি শ্রীকৃষ্ণকান্তিভিরাকৃষ্টানি ভূত্বা যযুরিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর কৃষ্ণ, কটাক্ষ রূপ অমৃত বৃষ্টি ধারাতে ব্রজাঙ্গনাদিগের তৃষিত নয়ন চাতক সকলকে অভিষিক্ত করিয়া আপনার বন গমন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন তাঁহারাও কটাক্ষপাতে শ্রীকৃষ্ণকে বন গমনে অনুমোদিত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ জন্য বন পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন গোপিকাগণের মনোরূপ দীন মৃগ সকলকে চঞ্চল দেখিয়া স্বীয় অঙ্গের কান্তি রূপ পল্লব আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত আপনার চক্ষু রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন ॥ ৩৯ ॥

দ্বিত্রাঃ ক্ষেপ্যাঃ সুমুখি ! ঘটিকাশ্চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা
মাগাঃ খেদং সপদি ভবিতা সঙ্গমো নৌ বনান্তে।
আগন্তব্যং ময়ি করুণয়া ছদ্মনাশু স্বকুণ্ডং
কৃষ্ণশ্চক্রে স্ফুটমনুনয়ং রাধিকায়াং দৃশেত্থং ॥ ৪০ ॥
যযাচে রাধিকামাজ্ঞাং সদৃশা দৈন্যপূর্ণয়া।
কাতর্য্যং বমতাভূত্তৎকটাক্ষেণানুমোদিতঃ ॥ ৪১ ॥
মধ্যে নভঃ সম্মিলনেঽপ্যলূনৈ-
র্জবাৎ প্রবিষ্টৈ হৃদয়ে মিথস্তৌ।

হে সুমুখি রাধে! চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা দ্বিত্রাঃ ঘটিকাঃ ক্ষেপ্যাঃ, খেদং মাগাঃ মা কুরু নাপ্নুহি। নৌ আবয়োঃ বনান্তে সঙ্গমো ভবিতা। ত্বয়া কেনাপি ছদ্মনা আশু স্বকুণ্ডমাগন্তব্যমিত্থমনেন প্রকারেণ শ্রীকৃষ্ণঃ দৃশা রাধিকায়ামনুনয়ং চক্রে ॥ ৪০ ॥

দৈন্যেন পূর্ণয়া স শ্রীকৃষ্ণঃ রাধিকামাজ্ঞাং যযাচে। তস্যা রাধায়াঃ কাতর্য্যং বমতা কাতর্য্যোদ্গারিণা কটাক্ষেণানুমোদিতোঽভূৎ ॥ ৪১ ॥

মধ্যে নভঃ আকাশমধ্যে উভয়োঃ কটাক্ষয়োঃ সংমিলনেঽপি অলূনৈ-রচ্ছিন্নৈঃ কটাক্ষবাণৈঃ জবাদ্ধৃদয়ে প্রবিষ্টৈঃ। তৌ রাধাকৃষ্ণৌ মিথঃ

অনন্তর তিনি নয়ন ভঙ্গী দ্বারা কহিলেন হে সুমুখি! নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া দুই তিন ঘটিকা কাল অতিবাহিত কর, খেদ করিও না, কিঞ্চিৎকাল পরেই বন মধ্যে আমাদের মিলন হইবে, তুমি কৃপা পূর্ব্বক কোনরূপ ছল করিয়া একবার তোমার কুণ্ডে আগমন করিও, এই বলিয়া তিনি স্পষ্ট রূপে শ্রীরাধাকে অনুনয় করিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দৈন্য পূর্ণ নয়নে শ্রীরাধিকার নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করায় শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণকে সকাতর কটাক্ষে গমনে অনুমোদন করিলেন ॥ ৪১ ॥

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ রূপ বাণ উর্দ্ধ হইতে নিপতিত হইয়া যখন শ্রীরাধার হৃদয় বিদ্ধ করিল ও শ্রীরাধিকার কটাক্ষশর যখন উর্দ্ধভাগ

কটাক্ষবাণৈরপি মোদমাপ্তৌ
প্রেম্নো বিচিত্রা হি গতি র্দুরূহা ॥ ৪২ ॥
রাধা-মনোমীনময়ং স্বসঙ্গে
স্বকান্তিজালেন নিবধ্য নিন্যে।
রুরোধ তচ্চিত্তমরালমুৎকং
সাপি স্বদৃক্কূণনপঞ্জরান্তঃ ॥ ৪৩ ॥
প্রেরয়ন্নগ্রতো ধেনূরাকর্ষন্ পৃষ্ঠতো ব্রজম্।
সমিত্রৈরাবৃতোঽরণ্যং প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৪৪ ॥

পরস্পরং মোদং প্রাপ্তৌ। বাণপ্রহারেঽপি মোদাপ্তৌ কারণমাহ,—প্রেম্না-গতির্দুরূহা বিচিত্রা চ ॥ ৪২ ॥

যথা অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ রাধা-মনোরূপমীনং স্বকান্তিরূপজালেন নিবধ্য স্বসঙ্গে নিন্যে, তথা সাপি তচ্চিত্তরূপহংসং উৎকণ্ঠিতং দৃশোঃ কূণনদৃষ্টিপাতরূপপঞ্জর-মধ্যে রুরোধ ॥ ৪৩ ॥

স অগ্রতো ধেনূঃ প্রেরয়ন্ পৃষ্ঠতঃ ব্রজমাকর্ষন্ ॥ ৪৪ ॥

হইতে কৃষ্ণের হৃদয়ে নিপতিত হইল তখন উভয়েই পরম প্রীত হইলেন, যেহেতু প্রেমের গতি অত্যন্ত দুরূহ ও বিচিত্র উহা কে বুঝিতে পারে? ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ গমন কালে শ্রীরাধার চিত্ত রূপ মীনকে নিজের কান্তি রূপ জালে বন্ধন পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া লইলেন। শ্রীরাধিকাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত চিত্ত রূপ হংসকে দৃষ্টিপাত রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখি-লেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন ধেনু সকলকে অগ্রে লইয়া ব্রজবাসিদিগের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সখাগণ সঙ্গে বনে গমন করিবার উপক্রম করিলেন ॥ ৪৪ ॥

কলাপ(১)কান্তিসুকেশপাশং সুদীর্ঘপ্রান্তোচ্ছলৎকুসুমগুচ্ছং বেণীত্বেনাবির্ভাব্য স্বস্বসেবাকর্ম্মকর্ম্মঠ(২) পরিজনগণদীয়মানবিবিধালেপভূষণমাল্যাদিভির্যথাস্থানং যথাশোভং নিকামমলঙ্কৃতেত্যর্দ্ধোক্তে(৩) তৎস্মরণানন্দজনিতকম্পপুলকস্বরভঙ্গপরিমিলিতদিব্যমোহমাসাদয়ন্তী সা ললিতা বিশাখয়া সসম্ভ্রমং পৃষ্ঠে সমালম্ব্য কর্ণে "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণে"তি কীর্ত্তনামৃতেন সন্ধুক্ষিতা ক্ষণং মৌনেন ধৈর্য্যমালম্ব্য পুনঃ কথয়িতুমারেভে ॥

তদানীমেব মূর্চ্ছিতাং ললিতামালক্ষ্য(৪)হা! মৎপ্রাণপ্রদীপব্রাজিনীরাজিতচরিতে প্রিয়সখি ললিতে! হতভাগ্যাহং

প্রভৃতি মণি সমূহে শিখিপুচ্ছ সকলের শোভা বিনিন্দিত কেশ কলাপ ও তাহার সুদীর্ঘ প্রান্তভাগে সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত কুসুম গুচ্ছ, বেণীরূপে নির্ম্মাণ করিয়া আপন আপন সেবা কার্য্যে নিপুণা পরিজনগণ কর্ত্তৃক দীয়মান বিবিধ আলেপ বিবিধ ভূষণ ও নানাবিধ মাল্য প্রভৃতি দ্বারা যে যে অঙ্গে যাহা যাহা শোভা পায় তাদৃশ অঙ্গে তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা যথেষ্টরূপে অলঙ্কৃতা এই অর্দ্ধোক্তির পরে প্রিয়সখীর স্মরণ হওয়ায় তদানন্দ জনিত কম্প, পুলক, ও স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট অলৌকিক মোহ প্রাপ্তা সেই ললিতার পৃষ্ঠদেশে উপবেশন পূর্ব্বক বিশাখা সসম্ভ্রমে তাহার কর্ণে "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ" এই কীর্ত্তনামৃত দ্বারা মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইলে ললিতা ক্ষণকাল মৌনভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল।

পরন্তু সেই সময়ে অর্থাৎ মোহ প্রাপ্তি সময়ে শ্রীরাধা, ললিতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া কহিলেন, হা মদীয় প্রাণ রূপ প্রদীপচয়ের নীরাজন চরিতে (অর্থাৎ

১। সমূহ। ২। কুশল। ৩। মলঙ্কৃতামিত্যর্দ্ধোক্তে ইতি পাঠান্তরং।
৪। শ্রীরাধাহ।

ত্বয়া নিরাশা কৃতাস্মি। হা ভগবন্‌! ভক্তবৎসল! ভাস্কর-দেব! রক্ষ রক্ষ; হা! সন্ততমাপুলিন্দসকলগোকুলজনাবনার্থ-কলিতমির্ব্বিকল্প(১) মহাসঙ্কল্পগোকুলসুধানিধে! ঝটিতি নিজসুধা-ময়করাভিমর্ষণেন(২) মদ্বিধজীবিতকোকিলকুল-জীবাতুললিতা-নামাদ্ভুতপীযূষরসালবল্লীং জীবিতামাচর্য্য কিলৈতৎপণেনৈব সংক্রীয় দাসী ক্রিয়তামিয়ং তপস্বিনী রাধিকেতি বিলপ্য সাশ্রুধারং বেগেন তা(৩)মালিঙ্গিতুমাগচ্ছন্তী রাধিকা(৪) রসময়-সাত্ত্বিকমহাস্তম্ভসন্ততিসহচর্য্যা সুষ্ঠু পরিষ্বজ্য রক্ষিতাসীৎ(৫)।

আমার প্রাণ সমূহ দ্বারা তোমার চরিত্রকে নির্ম্মঞ্ছনকরি) প্রিয়সখি ললিতে! হতভাগ্যা আমাকে তুমি নিরাশ করিলে? হা ভগবান্‌! হা ভক্তবৎসল ভাস্করদেব! রক্ষা কর রক্ষা কর। হা! গোকুল সুধানিধে! তুমি, পুলিন্দ জাতি প্রভৃতি সমস্ত গোকুলবাসিজনের রক্ষণার্থ নির্ব্বিকল্প মহাসঙ্কল্প ধারণ করিয়াছ অতএব অবিলম্বে স্বীয় সুধাময় কর স্পর্শে মদ্বিধ জনের প্রাণরূপকোকিল কুলের জীবন স্বরূপা ললিতানাম্নী অদ্ভুতপীযূষরূপ রসালবল্লীকে জীবিতা করিয়া ইহার মূল্যে অর্থাৎ ইহার প্রাণদানের মূল্যে বরঞ্চ এই তপস্বিনী রাধিকাকে ক্রয় করিয়া দাসী কর, এইরূপে বিলাপ করিয়া অশ্রুমুখে ও সবেগে ললিতাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া রসময় সাত্ত্বিক মহাস্তম্ভ সমূহরূপ সহচরী কর্ত্তৃক সুন্দররূপে আলিঙ্গিতা হইয়া রক্ষিতা হইল অর্থাৎ মূর্চ্ছিতা হইল।

১। বিকল্পরহিত। ২। অভ্যুক্ষণেন স্পর্শেন বা। ৩। ললিতাং।
৪। গান্ধর্ব্বিকা ইতি পাঠান্তরং। ৫। রক্ষিতাস্তি ইতি পাঠান্তরং।

ইত্যবকলনাৎ(১) ত্রাসেন সান্তঃকম্পং রঙ্গণবল্লীতুলসীভ্যাং তৎ(২)সবিধমুপলব্ধং ততো রঙ্গণবল্ল্যা(৩) বামভুজয়া তৎপৃষ্ঠমুবষ্টভ্য দক্ষিণকরেণ মৃদু মৃদু মৃজ্যমানা হা নাথ! রক্ষ রক্ষ ইতি সাশ্রুপ্রবাহং সগদ্‌গদভাষিতেন তুলস্যা তু নবমৃদুলতমালপল্লবকুলব্যজনেনাতিজবেন বীজ্যমানা(৪) বাহ্যমুপালভ্য সুস্থামিব ললিতামালোকয়ন্তী সানন্দা বভূব ॥

ললিতা,—হুং? তাং তদা তদানন্দোচ্ছলিতসাত্ত্বিকভাবালঙ্কারভূষিতসভ্যগণৈঃ সহ ভগবতী বিচিত্ররত্নসিংহাসনোপরি সমুপ-

---

ইহা দেখিয়া আতঙ্কায় ও সকম্প হৃদয়ে রঙ্গণবল্লী ও তুলসী, শ্রীরাধার সমীপে গমন করিল অনন্তর রঙ্গণবল্লী বামভূজে শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ করে মৃদু মৃদু ভাবে তাঁহার দেহ মার্জনা করিতে লাগিল এবং হা নাথ! রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া অশ্রু মুখে ও গদ্গদ বাক্যে তুলসী, নূতন ও কোমল তমাল পল্লব সমূহের ব্যজন দ্বারা অতিবেগে ব্যজন করিতে লাগিলে তখন শ্রীরাধা, সংজ্ঞা প্রাপ্তা ও সুস্থা হইয়া ললিতাকে অবলোকন পূর্ব্বক আনন্দ যুক্তা হইল।

ললিতা, (পুনর্ব্বার শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক কথা বলিতে লাগিল) হাঁ, তখন সেই আনন্দে উচ্ছলিত সাত্ত্বিক ভাবরূপ অলঙ্কারে ভূষিত সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন

১। ইত্যেব কলনাৎ ইতি পাঠান্তরং। ২। রাধায়াঃ।
৩। সবিধমুপলভ্য রঙ্গণবল্ল্যা ইতি পাঠান্তরং।
৪। রাধা।

বেশ্য একানংশা-সোদরকামাখ্যাশ্যামলদেবতা-হৃদয়ঙ্গমস্থাসকাদাহৃত-মৃগমদেন বৃন্দাবনরাজ্যমহারাজ্ঞীত্বেন শঙ্খঘণ্টাদুন্দুভিকোলাহলশব্দপূর্ব্বকং জয়জয়শব্দেন তিলকং চকার ॥

তত এতচ্ছ্রবণেন সর্ব্বাসামানন্দহাসকোলাহলে জাতে তচ্ছ্রবণানন্দসমুত্থিতসাত্ত্বিকাদ্যনুভাবান্ যত্নেনাবৃত্য কিঞ্চিদ্বিহস্য ময়োক্তং,—ললিতে ! এতৎ(১)কথং ময়া ন জ্ঞায়তে এতেন কিং বো রাজ্যমায়াতং ? প্রত্যুত এতদুট্টঙ্কনাৎ স্বমুখেনৈব ভবতীভির্যুষ্মৎসহিতমিদং রাজ্যং মমৈবেতি নির্ণীতং ॥

নান্দীমুখী,—কথমিব ?

করাইয়া একানংশার সোদরা কামাখ্যা শ্যামল দেবতার* হৃদয়ঙ্গম বা হৃদগত স্থাসক অর্থাৎ তিলক আহরণ পূর্ব্বক দত্ত মৃগমদদ্বারা বৃন্দাবন রাজ্যের মহারাণীত্বে, জয় জয় শব্দে শঙ্খ ঘণ্টা ও দুন্দুভির কোলাহল শব্দ পূর্ব্বক তাহার তিলক প্রদান করিলেন।

অনন্তর ইহা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ সকলের আনন্দ জন্য হাস্যে কোলাহল হইতে লাগিলে তচ্ছ্রবণানন্দে আমার সাত্ত্বিকাদি অনুভাব সকল সমুদিত হইল, পরন্তু আমি তাহা অতিযত্নে সম্বরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলাম,—ললিতে ! এই সকল বৃত্তান্ত কেন আমি জানিতে পারি নাই ? ভাল ইহা দ্বারাই কি তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ ? বিশেষতঃ এই বাক্যে তোমরা স্বমুখেই নিশ্চয় করিলে যে তোমাদের সহিত আমারই এই রাজ্য।

নান্দীমুখী কহিল,—কি প্রকারে ?

১। বৃত্তান্তং।

* এই বাক্যটি দ্ব্যর্থ ; শ্লেষার্থে একানংশা অর্থাৎ যশোদাগর্ভ সম্ভূতা যোগমায়া যাহার সোদর সেই কন্দর্পনামক শ্যামাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের হৃদগত তিলক ইত্যাদি প্রকটার্থে শিবপত্নীর ইত্যাদি

ততোঽহং,—যতো বৃন্দাবনপুরন্দরস্য মমৈব রাজ্ঞীত্বেন মদিঙ্গিতেনৈব ভগবত্যাভিষিক্তেয়ং ॥

বিশাখা বিহস্য,—অসঙ্গতভাষিন্! পুরন্দরস্য মহিষী দেব্যেব ভবতি, সা খলু শচীতিপ্রসিদ্ধা স্বর্গে বসতি; ইয়ন্তু মম সখী ভূমিবিহারিণী সুভগাভিমন্যোর্জায়া মানুষী ॥

ময়োক্তং,—তর্কাচার্য্যশিরোমণিম্মন্যে বিশাখে! ত্বং সুষ্ঠু জড়াসি, যদ্বারং বারমধীতমপি প্রত্যক্ষখণ্ডং (১)ত্বয়া বিস্মৃতমেব ॥

অনন্তর আমি বলিলাম,—যে হেতু মদীয় ইঙ্গিতেই বৃন্দাবনের পুরন্দর স্বরূপ আমারই রাজ্ঞীরূপে ভগবতী পৌর্ণমাসী কর্ত্তৃক সেই রাধা অভিষিক্তা হইয়াছেন।

বিশাখা হাস্য করিয়া কহিল,—হে অসঙ্গত ভাষিন্! পুরন্দরের (ইন্দ্রের) মহিষী, দেবীই হয় এবং সে শচী নামে বিখ্যাতা হইয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। পরন্তু আমার সখী এই রাধারাণী ভূমিবিহারিণী এবং ভাগাবান্, অভিমন্যুর গৃহিণী ও মানুষী ॥

আমি কহিলাম,—হে তর্কাচার্য্যশিরোমণিম্মন্যে* বিশাখে! তুমি বরই জড়বুদ্ধিসম্পন্না অর্থাৎ অতিনির্ব্বোধ, যে হেতু প্রত্যক্ষখণ্ড ন্যায়শাস্ত্র † বারম্বার অধ্যয়ন করিয়াও তুমি বিস্মৃত হইয়াছ?।

১। বর্ত্তমানখণ্ডং ন্যায়স্যোতিশেষঃ।

* অর্থাৎ তুমি তর্কশাস্ত্রের আচার্য্যগণের শিরোমণি বলিয়া আপনাকে অভিমান করিয়া থাক।

† বর্ত্তমান খণ্ড ন্যায়।

বিশাখা,—কিং তদ্বিস্মৃতং ?

ময়োক্তং,—শ্রূয়তাং,—যদি ভবৎসহচরী মৎপ্রেয়সী ন স্যাত্তর্হি মদ্বক্ষঃস্থাসকাহৃতমৃগমদেন কথং ভগবতী তাং তিলকিনীং চকার ? কথং বা মৎকণ্ঠমালাহারবৈজয়ন্তীভ্যাং তৎকণ্ঠমলং চকারেতি ? ॥

ললিতা,—ভোঃ শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরালীকপুরন্দর ! প্রবরসুভগলেখাবলিকলিতপদারবিন্দায়াঃ, গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরগণগীয়মানমহাবৈভবায়াঃ, আত্মভুবাপি(১)সংস্তূয়মানচরিতায়াঃ,

---

বিশাখা কহিল,—আমি কি বিস্মৃত হইয়াছি অর্থাৎ আমি যাহা বিস্মৃত হইয়াছি তাহা কি ?।

আমি বলিলাম, বিশাখে ! তাহা শ্রবণ কর, যদি তোমার প্রিয়সখী রাধা আমার প্রেয়সী না হয়েন তাহা হইলে ভগবতী পৌর্ণমাসী আমার বক্ষের স্থাসক অর্থাৎ তিলক হইতে মৃগমদ আহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে তিলকিনী কহিলেন কেন ? অর্থাৎ রাজাভিষেক সময় আমার বক্ষঃস্থ তিলকে দ্বারা তাহার তিলক প্রদান করিবার প্রয়োজন কি ছিল ? এবং আমার কণ্ঠস্থ হার ও বৈজয়ন্তী মালা তাহার কণ্ঠালঙ্কৃতই বা করিবেন কেন ?

ললিতা কহিল,—হে শশশৃঙ্গ ধনুর্দ্ধর* হে অলীক পুরন্দর †। যাঁহার চরণ কমল অত্যুত্তম সৌভাগ্য রেখাবলী সম্বলিত, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ যাঁহার মহাবৈভব সকল নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা যাঁহার মহচ্চরিত্রের স্তুতি করিয়া থাকেন। যিনি নানাবিধ কামনারূপ

১। ব্রহ্মণাপি।

* অর্থাৎ মিথ্যাবীর।

† অলীক—অপ্রামাণিক বা মিথ্যা, পুরন্দর—ইন্দ্র।

বিবিধকামসম্পত্তিদায়িন্যাঃ, নন্দ্যাদীশ্বর(১)গৃহিণ্যাঃ, কামারি-পুর(২)বাসিন্যাঃ, বিন্ধ্যবাস্তব্যৈকানংশাগ্রজায়াঃ, কামাখ্যানাম-শ্যামলদেবতায়াঃ, মহাপ্রসাদমৃগমদমালাভিরেব সা কিল ভগ-বত্যা বিভূষিতা ; তব কস্তত্র সম্বন্ধঃ ?

তুঙ্গবিদ্যা,—সখি ললিতে ! সাধু সম্বোধিতং যদয়মলীক-পুরন্দর এব ॥

বিশাখা,—কথমিব ?

তুঙ্গবিদ্যা,—শ্রূয়তাং অস্মিন্মাথুরপ্রদেশে যাচকদ্বিজকলাবদা-

সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি নন্দী প্রভৃতির ঈশ্বর শ্রীমহাদেবের গৃহিনী, যিনি কৈলাশ বাসিনী,এবং বিন্ধ্যাচল বাসিনী একানংশা যাঁহার অগ্রজা সেই কামাখ্যা নাম্নী শ্যামল দেবতার মহাপ্রসাদাদি মৃগমদ ও মালা দ্বারা ভগবতী পৌর্ণমাসী কর্তৃক সেই রাধারাণী বিভূষিতা হইয়াছেন, তাঁহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে* ?

তুঙ্গবিদ্যা কহিল,—সখি ললিতে ! ইহাকে উত্তম সম্বোধন করিয়াছ যেহেতু ইনি অলীক পুরন্দরই বটেন।

বিশাখা কহিল,—সে কি প্রকার অর্থাৎ কিভাবে অলীক পুরন্দর হইল ?

তুঙ্গবিদ্যা বলিল,—সখীগণ! ইনি কিরূপে অলীক পুরন্দর হইল তাহা শ্রবণ কর, যেমন সঙ্গীতাদি বিদ্যাবিশারদ ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ, পঞ্চবিংশতি

১। শিব। ২। কৈলাস।

* ললিতার এই বাক্যগুলি কৃষ্ণ পক্ষে ও পার্ব্বতী পক্ষে কথিত হইয়াছে।

দ্দিভিরেব পঞ্চবিংশতিকপর্দ্দিকা(১)মাত্রলব্ধয়ে দেব ! মহারাজে-ত্যলীকসম্বোধনৈঃ ক্ষুদ্রতরৈকগ্রামাধ্যক্ষোঽপি যথা প্রফুল্লিতো ভবতি তথৈব শক্রাশনাশনদুর্গতভণ্ডভট্টাদিবর্গৈঃ পলৈকপরিমিতনবনীতমাত্রমাপ্তুং বৃন্দাবনপুরন্দরেতি কৃতাসম্ভবালীকসম্বোধনপূর্ব্বকস্তবাভাসেনৈব নিসর্গাগম্ভীর এষ কৃষীবলো বাঢ়মাত্মনঃ পুরন্দরতামননেন নিজজাল্মতো(২)ঽমরাবতীপুরন্দরত্বমেব প্রকটীচকার।

ততস্তুঙ্গবিদ্যা নর্ম্মস্মিতমপবার্য্য(৩) ভোঃ! পাবনসরোবরজম্বালজাত-জাম্বূনদজাত-সুতারমুক্তাফলাদিবিবিধরত্নব্রাত(৪

কপর্দ্দক (কড়ি) প্রাপ্তির নিমিত্ত কোনও ক্ষুদ্রতর গ্রামের অধ্যক্ষকে হে দেব ! ও হে মহারাজ ! প্রভৃতি অলীক সম্বোধনে আহ্বান করিলে সে অধ্যক্ষ যেমন আহ্লাদে প্রফুল্লিত হয় তদ্রূপ ভাঙ্ (সিদ্ধি) ভক্ষণ প্রযুক্ত দুর্গত (দুশ্চরিত্র বা মাতাল) ভণ্ড ভট্ট (ভাড়) প্রভৃতি লোক সকল, কেবল একপল অর্থাৎ তোলক চতুষ্টক পরিমিত নবনীত প্রাপ্তির নিমিত্ত ইহাকে "বৃন্দাবন-পুরন্দর" এই অসম্ভব স্তবাভাসে সম্বোধন করাতে স্বাভাবিক চঞ্চল এই কৃষীবল (কৃষক বা চাসা) আপনাকে পুরন্দরত্ব মন্যমান করিয়া স্বীয় মূর্খতা প্রযুক্ত অমরাবতীর পুরন্দরত্ব বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছে।

ইহা বলিয়া তুঙ্গবিদ্যা পরিহাসজনক হাস্য সম্বরণ করিয়া বৃন্দাবন রাজ্যে আমার অভিষেকের প্রকার সখীগণকে কহিল,—সখীগণ! যিনি পাবন সরোবরের

১। কৌড়ি। ২। মূঢ়তঃ। ৩। অভিষেকপ্রকারমাহ।
৪। সমূহ।

বিরচিতমহাসিংহাসনোপরি সুষ্ঠু নিবিষ্টস্য, সৌরভভরোন্মাদী-কৃতারুণভ্রমরকুলোচ্ছলিতঝঙ্কাররবনিকরেণানুগম্যমাননির্ম্মল-গগনসুমনঃপ্রপঞ্চাবির্ভাবিতবরমুকুটবন্ধাতিবন্ধুরোত্তমাঙ্গস্য, সানন্দং শিরসি সুবলেন ধৃতপরিণতকমঠ-কঠোরপৃষ্ঠসুপক্ষ-(১) কৃতপ্রকটসুরভিসুধাকণাভিবর্ষিপ্রবরাতপত্রস্য, মসৃণতরকর-তলোদ্ভূততনূরুহপ্রকররচিতচামরদ্বয়েনোজ্জ্বলচতুরাভ্যামুভয়পার্শ্ব-

---

প্রবাল অর্থাৎ শৈবাল জাত ও জাম্বুনদ সমুদ্ভূত* অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তাফলাদি নানাবিধ রত্ন সমূহে বিরচিত মহাসিংহাসনোপরি সুন্দরভাবে উপবিষ্ট হইয়াছেন†। যাহার উত্তমাঙ্গস্থ অতিবন্ধুর (আবুড়া থাবুড়া) উৎকৃষ্ট মুকুটবন্ধ, নির্ম্মল গগনকুসুম সমূহে আবির্ভাবিত, যে সমুদয় আকাশ কুসুম নিচয়কে সৌরভভরোন্মাদিত অরুণবর্ণ ভ্রমর কুলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধ্বনি, প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ গগন কুসুমের সৌরভভরে উন্মাদিত অরুণবর্ণ ভ্রমরগণের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কারধ্বনি সমূহ, যে আকাশ কুসুমের অনুগত হইতেছে সেই কুসুম নিচয়ে যাহার উত্তমাঙ্গস্থ উৎকৃষ্ট মুকুট বন্ধ, উচ্চনীচভাবে রচিত হইয়াছে। সুবল, আনন্দ সহকারে যাহার মস্তকোপরি সুমহান্ আতপত্র (ছত্র) ধারণ করিয়াছিল (আহা! সে ছত্রের শোভা অধিক আর কি বর্ণন করিব) তাহার সুপক্ষ সকল (ছত্রের পাখা সমূহ) পরিণত অর্থাৎ পক্ক বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত কচ্ছপের কঠোর পৃষ্ঠ, তাহা হইতে বহির্গত সুগন্ধরূপ সুধাকণা বর্ষণ করিতেছে। উজ্জ্বল ও চতুর নামক

১। পাখা ইতি ভাষা।

---

* কিম্বা শৈবালজাত স্বর্ণ সমুদ্ভূত।

† ইত্যাদি বাক্য পরিহাস পূর্ব্বক বলাতে অসম্ভব উক্তি হইয়াছে, এইরূপ সর্ব্বত্র জানিতে হইবে।

য়োরানন্দেনাভিবীজ্যমানস্য, অতিসুপ্রতিষ্ঠিতবন্ধ্যা-গর্ভজাত-মহামহাসৎপুরুষবর্গৈঃ পদ্মগন্ধাভিধাদিবলীবর্দ্দসঙ্ঘানাং সুমধুরপয়ঃপ্রবাহেণ বৃন্দাটবীমহেন্দ্রত্বেঽভিষিক্তস্য, পরিণত-শশোত্তুঙ্গশৃঙ্গবিনির্ম্মিতমঞ্জুলকার্ম্মুকালঙ্কৃতবামকরমুষ্টিকস্যাস্য, তদবধি যশঃপ্রতাপপ্রকাশলহরী ব্রহ্মাণ্ডভরে যাদৃশী প্রসরন্তী বর্ত্ততে; তা(১)মনুভবন্তীভির্ভবতীভিরপি সাক্ষান্মহেন্দ্রত্বং যন্ন মন্যতে; তদ্ভবতীনামনয়ো(২)হয়ং মহানেবেতি ময়ি প্রভাসতে॥

ইতি নিশম্য সস্মিতং নয়নকুণনেন সস্মিতলজ্জিতমন্মুখ-

সখাদ্বয়, উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিয়া প্রফুল্লিত চিত্তে মসৃণ করতলে সমুদ্ভূত রোমরাজি রচিত চামরযুগলে যাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল। অতি সুবিখ্যাত ও বন্ধ্যানারীর-গর্ভজাত মহা মহা সাধুগণ, "পদ্মগন্ধ" ইত্যাদি নামক বৃষ বা ষাঁড় সকলের সুমধুর দুগ্ধ ধারায় যাঁহাকে বৃন্দাবনের মহেন্দ্রত্ব পদে অভিষেক করিয়াছিল। এবং তখন যাঁহার বাম করস্থ মুষ্টিক মধ্যে পরিণত শশকের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে বিনির্ম্মিত মনোহর ধনুক রূপ অলকার শোভা পাইতেছিল ইত্যাদিরূপে রাজ্যাভিষেক দিন অবধি ব্রহ্মাণ্ডভরে ইহার যশঃ প্রতাপের প্রকাশ লহরী যেরূপ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে তাহা অনুভব করিয়াও তোমরা যে ইহাকে সাক্ষাৎ মহেন্দ্র বলিয়া বলিতেছ না, তাহাতে তোমাদের বড়ই অন্যায় কার্য্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে॥

ইহা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে ব্রজাঙ্গনাগণ নয়ন কোণে অর্থাৎ নেত্র ভঙ্গিদ্বারা সহাস্য ও সলজ্জিত মদীয় বদন অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন

১। অন্যায়ঃ। ২। প্রতাপলহরীঃ।

মালোক্য পরস্পরং চালোকয়ন্তীষু তাসু চিত্রা বিহস্য,—ভোঃ! কথমসৌ পরিহস্যতে ভবতীভ্যাং? সত্যমেবায়ং দেবেন্দ্রঃ॥

তুঙ্গবিদ্যা,—চিত্রে! ইতি চেৎ স কথমত্রাগতঃ?

চিত্রা,—শ্রূয়তাং—"পররমণীরতো"হয়মিতি সর্ব্বতঃ সমধিগম্য ক্রোধিন্যা দেব্যা পদাঘাতেন নির্ভৎসিতস্তাং (১)পরম-

---

করিতে লাগিলে চিত্রা সহাস্যে কহিল,—হা বিশাখে! হে তুঙ্গবিদ্যে! তোমরা উভয়ে ইঁহাকে পরিহাস করিতেছ কেন? ইনি বাস্তবিকই দেবেন্দ্র, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥

তখন তুঙ্গবিদ্যা চিত্রাকে কহিল,—চিত্রে! যদি তাহাই হয় অর্থাৎ যদি ইনি দেবরাজই হইবেন তাহা হইলে এই বৃন্দাবনস্থ সর্ব্বজন সমক্ষে আসিবেন কেন?॥

চিত্রা বলিল (তাহার কারণ) শ্রবণ কর, "ইনি পররমণীরত* অর্থাৎ পর নারী আসক্ত" সকলের নিকট ইহা অবগত হইয়াও দেবী † ক্রোধান্বিতা হইয়া ইঁহাকে চরণাঘাত পূর্ব্বক ভৎর্সনা করাতে ইনি সেই দেবীকে ও পরম

১। দেবীং।

---

* পক্ষান্তরে পরা অর্থাৎ অন্যা অথবা পরা--বিপক্ষা কিম্বা পরা—পরমোৎকৃষ্টা রমণী তাহাকেই পররমণী কহে অতএব পররমণী—শ্রীরাধা তাহাতে রত—পরমাসক্ত অর্থাৎ পরমানুরাগে শ্রীরাধাকে যিনি রমণ করেন ইহাই পররমণীরত শব্দের যথার্থ অর্থ।

† দেবী অর্থাৎ চন্দ্রাবলী। উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমে চিত্রাসখীর বাক্য গুলি পরেই বর্ণিত হইবে তথাপি পাঠকবৃন্দের সুখবোধার্থ প্রথমেই যথার্থ অর্থ নোট করিয়া দেওয়া গেল।

সুখদতন্নিজভবনঞ্চ নির্ব্বেদতঃ (১)পরিত্যজ্য বনমিদমাগত্য পরমমঞ্জুলনবীনগোপত্বমিবাসাদ্য পুরশ্চরণবিধানেনৈব বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কর্ষকো ভূত্বা সুখেন সময়ং গময়মস্তি তদেনং(২) হাস্যরসবিষয়ালম্বনমবিধায় ব্রাটিকরূপপ্রাঘুণে (৩)অস্মিন্ স্নেহ এব নিকামং বিধীয়তাং।

তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বাসু স্মেরমুখীষু নান্দীমুখী বিহস্য,—সখি

সুখদতন্নিজ ভবন* অর্থাৎ পরম সুখপ্রদ তাহার নিজ ভবন পরিত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক পরম সুন্দর নবীন গোপত্ব,† অর্থাৎ গোপভাব ধারণ করিয়া পুরশ্চরণ বিধান দ্বারা ‡ বৃন্দাবনেশ্বরীর কর্ষক হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে হাস্য রসবিষয়ের আলম্বন (পাত্র) না করিয়া এই গৃহাগত অতিথিকে যথেষ্ট স্নেহবিধান কর।

ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ হাস্য বদনে অবস্থান করিতে লাগিলে, নান্দীমুখী হাস্য করিয়া চিত্রাকে কহিলেন সখি চিত্রে! ব্রজেই বিনি

১। দুঃখাৎ। ২। গোপং। ৩। অতিথৌ।

---

* পরমসুখদতন্নিজভবন অর্থাৎ পর—কেবল, অসুখদ—সুখদ বিহীন কিম্বা পরমসুখকে নষ্ট করে বিধায় পরমসুখদ—দুঃখপ্রদ, তাহার অর্থাৎ সেই দেবী চন্দ্রাবলীর নিজভবন অর্থাৎ সখীস্থলীর নিকটবর্ত্তিস্থান।

† বেণু, শৃঙ্গ, লগুড়, শিখিপুচ্ছ ও গুঞ্জাহার ইত্যাদি ধারীকেই নবীন গোপত্ব কহে।

‡ পুরঃ—সম্মুখে, চরণ—ভ্রমরগুঞ্জিত কুসুমান্বিত বকুল বৃক্ষতলে স্বেচ্ছাচারি মদোন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমন, সেই ভ্রমন পুরঃসর যে বিধান অর্থাৎ লীলাকমল চুম্বন, অশোক লতার নবপল্লব দংশন ইত্যাদি দ্বারা।

চিত্রে! ব্রজ এব নিত্যবিহারিণি ব্রজেন্দ্রনন্দনে যৎ কিঞ্চিৎ ত্বয়েদং ব্যাহৃতং ; তস্য শব্দার্থোত্থগূঢ়াভিপ্রায়েণ ভবিতব্যমিতি লক্ষ্যতে ; ততস্তস্য বিবেচনপূর্ব্বককথনেনাস্মান্ বাঢ়মানন্দয় ॥

ততঃ স্মিত্বা মুনিব্রতমালম্বিতবত্যাং চিত্রায়াং বৃন্দা সানন্দমাহ,—নান্দীমুখি! অস্যাঃ (১)পরমবিদগ্ধায়া গূঢ়াভিপ্রায়ঃ স্ফুটং ময়ৈব নির্ব্বর্ণ্যমানঃ সুষ্ঠু সমাকর্ণ্যতাং ॥

নান্দীমুখী,—কথমস্য দেবেন্দ্রত্বং? তৎ প্রকটয় ॥

বৃন্দা,—দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তীতি দেবাঃ— বিচিত্রবিবিধমনোহরকেলিবিলাসশালিনঃ, তথা দীব্যন্তি বিশেষেণ দ্যোতন্তে ইতি দেবাঃ—পরমোজ্জ্বলতেজস্তরঙ্গহৃদ্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যামৃতপ্রবাহ-

---

নিত্য বিহার করেন তাদৃশ ব্রজরাজ-নন্দনের প্রতি তুমি যাহা কিছু বলিলে তাহার শব্দার্থ জন্য গূঢ়াভিপ্রায় থাকিবে বলিয়া লক্ষিত হইতেছে, অতএব তদ্বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমাদিগকে পরম সুখী কর।

অনন্তর তাহা শুনিয়া চিত্রা হাস্য করিয়া অর্থাৎ হাস্যবদনে মুনিব্রতধারণ (মৌনাবলম্বন) করিলে (তাহা দেখিয়া) শ্রীবৃন্দাদেবী আনন্দ সহকারে নান্দীমুখীকে কহিতে লাগিলেন,নান্দীমুখি! পরম বিদগ্ধা (চতুরা) চিত্রার বাক্যের গূঢ়াভিপ্রায় আমি সুন্দররূপে প্রকাশ করিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর।

নান্দীমুখী কহিলেন,—ইঁহার দেবেন্দ্রত্ব কিপ্রকারে হইল তাহা প্রকাশ করিয়া বল।

বৃন্দাদেবী বলিল,—"যাঁহারা ক্রীড়া করেন তাঁহারাই দেব অর্থাৎ বিচিত্রও বিবিধ মনোহর কেলিবিলাসশালী অথবা যাহারা বিশেষরূপে দীপ্তিমান্ তাহারাই দেব অর্থাৎ পরমোজ্জ্বলকান্তি তরঙ্গের মনোহর অদ্ভুত সৌন্দর্য্য রূপ

১। চিত্রায়াঃ।

শালিনস্তেষাং তেষামপীন্দ্রঃ মহাপরিবৃঢ় ইতি দেবেন্দ্রস্তেভ্যো-ঽপি পরমোৎকর্ষেণ সুষ্ঠু বিরাজমান ইত্যর্থঃ ॥

নান্দীমুখী সস্মিতং,—সমীচীনোঽয়মর্থো বিবৃতঃ; কিন্তু "পররমণীরত" ইত্যস্য কোঽর্থঃ?

বৃন্দা,—পরা অন্যা, তথা পরা বিপক্ষা, তথা পরা পরমোৎ-কৃষ্টা, পরা চাসৌ রমণী চেতি পররমণী শ্রীরাধিকা তস্যাং রতঃ পরমাশক্তস্তামেব পরমানুরাগেণ রময়ন্নিত্যর্থঃ ॥

চম্পকলতা স্মিত্বা,—বৃন্দে! দেব্যপি নিরূপ্যতাং ॥

বৃন্দা,—নাদেবো দেবমর্চ্চয়েদিতি চণ্ডিকাপরিচর্য্যাপরত্বাৎ তস্য দেবস্য ভার্য্যেতি বা। কিম্বা অমঙ্গলে মঙ্গলশব্দবদিয়ং দেবী ॥

অমৃত প্রবাহশালী" এই উভয়ার্থ বাচক দেবগণেরও যিনি ইন্দ্র অর্থাৎ মহাপ্রভু তিনিই দেবেন্দ্র, উক্ত গুণশালি দেবগণ হইতেও পরমোৎকর্ষ সহকারে বিরাজ করেন হে নান্দীমুখি! দেবেন্দ্র শব্দের এই অর্থ জানিও।

নান্দীমুখী সহাস্যে কহিল,—বৃন্দে! তুমি দেবেন্দ্র শব্দের এই যথার্থ অর্থ বিবৃত করিয়াছ কিন্তু "পররমণীরত" এই বাক্যের অর্থ কি? (তাহা বল)।

তাহা শুনিয়া বৃন্দাদেবী "পররমণীরত" বাক্যের অর্থ কহিতে লাগিল,—পরা অর্থাৎ অন্যা, অথবা পরা—বিপক্ষা, কিম্বা পরা—পরমোৎকৃষ্টা রমণী তাহাকেই পররমণী কহে, পররমণী অর্থাৎ শ্রীরাধা, তাহাতে রত—পরমাসক্ত "পরমানুরাগে শ্রীরাধাকেই যিনি রমণ করান" ইহাই পররমণী শব্দের অর্থ জানিও।

চম্পকলতা হাস্য করিয়া কহিল,—বৃন্দে! ত্বৎকর্ত্তৃক দেবীও নিরূপিত হউক অর্থাৎ সেই দেবী কে? তাহার যথার্থ অর্থ ইবা কি তাহা বর্ণন কর।

বৃন্দাদেবী বলিল,—দেব না হইয়া দেবতাকে অর্চ্চনা করিতে নাই এই

নান্দীমুখী,—সেয়ং কা ?

বিশাখা,—এতাদৃশী চন্দ্রাবল্যেব ভবিষ্যতি ॥

বৃন্দা স্মিত্বা মৌনমালম্বতে ॥

সর্ব্বাঃ স্মিতং কুর্ব্বন্তি ॥

নান্দী পদাঘাতেনেতি ধার্ষ্ট্যাতিশয়েন তস্যা অনুত্তমতা স্ফুটৈব কিন্তু পরমসুখদতন্নিজভবনং বা কতরৎ ॥

বৃন্দা,—নিবিড়ত্ব-পুষ্পবত্ত্ব-ভৃঙ্গগুঞ্জিত্বাদিরাহিত্যাৎ পরং

নিয়মানুসারে চণ্ডিকাদেবীর পরিচর্য্যায় তৎপরত্ব প্রযুক্ত দেবী অথবা এই দেবের ভার্য্যা এই হেতু দেবী কিম্বা অমঙ্গলে মঙ্গল শব্দবৎ দেবী*।

নান্দীমুখী কহিল,—সেই বা কে ?।

বিশাখা বলিল,—এতাদৃশী অর্থাৎ উক্তগুণান্বিতা দেবী শব্দের বাচ্য চন্দ্রাবলীই হইবে সন্দেহ নাই।

তাহা শুনিয়া বৃন্দাদেবী হাস্য করিয়া মৌন ভাব অবলম্বন করিল।

ব্রজসুন্দরীগণ সকলে হাস্য করিতে লাগিল।

নান্দীমুখী কহিল,—পদাঘাত দ্বারা (ইহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে) এই বাক্যে তাহার (দেবীর) ধার্ষ্ট্যাতিশয়ে নিকৃষ্টতা স্পষ্টতঃ পরিস্ফুট হইতেছে। পরন্তু পরম সুখদ তন্নিজভবনই বা কি ? (তাহা বল)

তচ্ছ্রবণে বৃন্দাদেবী "পরমসুখদতন্নিজভবনের" অর্থ কহিতে লাগিল,—নিবিড়ত্ব, পুষ্পবত্ত্ব, ভ্রমরগুঞ্জনত্বাদি না থাকায় পরং অর্থাৎ কেবল, অসুখদ

*অর্থাৎ কথায় বলে "কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন" সেইরূপ দেবী না হইলেও পরিহাসে দেবী বলা হইল।

অসুখদং। কিম্বা পরমসুখং দারয়তীতি পরমসুখদং যত্তস্যা দৈব্যা নিজভবনং—সখীস্থলীনিকটবর্ত্তিনং তদপহায়॥

নান্দীমুখী,—অহো! শব্দানাং গূঢ়ার্থবিজ্ঞায়াস্তব ব্যাখ্যা-কৌশলং তদস্মাদৃশীভির্দুরবগাহো নবীনগোপত্বাদিপদানাং গূঢ়োঽর্থঃ কৃপয়া প্রকাশ্যতাং (দর্শ্যতাং)॥

বৃন্দা,—বেণু-বিষাণ-লগুড়-নির্যোগপাশ-গিরিধাতুচিত্র-নব-শিখণ্ড-গুঞ্জাহারারণ্যশৃঙ্গারধারিত্বং মঞ্জুলনবীনগোপত্বং তত্রাপি নবীনশব্দেন তস্য প্রথমতো নিত্যনূতনতা চ ধ্বনিতা। পুরশ্চরণ-সংবিধানেনেতি পুরঃ—সম্মুখে ভৃঙ্গরণিতকুসুমকলিতবকুলরাজ-

---

অর্থাৎ সুখদবিহীন কিম্বা পরমসুখকে নষ্ট করে বিধায়, পরমসুখদ অর্থাৎ দুঃখপ্রদ, দেবীর যে নিজ ভবন অর্থাৎ সখীস্থলীর নিকটবর্ত্তিস্থান তাহা পরিত্যাগ করিয়া (এইবনে আগমন করিয়াছে)

নান্দীমুখী কহিল,—শব্দ সকলের গূঢ়ার্থঅভিজ্ঞা তোমার ব্যাখ্যার কি আশ্চর্য্য কৌশল? অতএব আমাদিগের দুর্বোধ সেই নবীন গোপত্বাদিপদের* গূঢ়ার্থ কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বল।

বৃন্দাদেবী কহিল নবীনগোপত্বাদি পদের গূঢ়ার্থ এই যে বেণু, বিষাণ, (শৃঙ্গ) লগুড় নির্যোগপাশ (ছান্দন দাড়ি) গৈরিক চিত্র, নূতনশিখিপুচ্ছ, গুঞ্জাহার এবং অরণ্য জাত শৃঙ্গারধারিত্বই মনোহর নবীনগোপত্ব, তাহাতেও নবীন শব্দদ্বারা প্রথমতঃ তাহার নিত্য নূতনত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। আর "পুরশ্চরণ বিধান দ্বারা" ইহার অর্থ এই—পুরঃ—সম্মুখে অর্থাৎ ভ্রমরগুঞ্জিত কুসুমান্বিত বকুলরাজ তলে, চরণ অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারি-

---

* আদি শব্দে পুরশ্চরণবিধান, কর্ষক, সুখ, সময় ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত চিত্রার বাক্যানুসারে জানিতে হইবে

তলে চরণং প্রোদ্দামমদোন্মত্তগজেন্দ্রবদ্বিবিধবিলাসসমুল্লাসিতমিতস্ততো ভ্রমণং তৎপুরঃসরং যৎ সম্বিধানং লীলাকমলচুম্বনকঙ্কেল্লিবল্লি-নবপল্লবদংশন*নিস্তুলনিস্তলদাড়িমীফলকরবিন্যাসকাঞ্চনযূথিকাসমালিঙ্গনপূর্ব্বকস্মিতনবকর্পূরসম্মিলিতচঞ্চলনয়নকমলাঞ্চলাবলোকনপরমোন্মাদকমধুরমাধ্বীকপায়নং। তেন(১) মল্লিবকুলচম্পকমাধবীকনকযূথিকাদিকুসুমচয়নবিলাসমাধুরীভরমনুভাবন্ত্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনরাজধানীবিলাসিন্যাঃ কর্ষক—আকর্ষকো ভূত্বা তেন(২) তা(৩)মুন্মাদ্য নিজনিকটমাকৃষ্যোত্যর্থঃ† ॥

সুখেন—শ্লাঘ্যমধুরমধুররসাস্বাদনজনিতপরমানন্দসন্দোহেন

বা মহান্ ও মদোন্মত্তগজেন্দ্র সদৃশ বিবিধ বিলাসে উল্লাসযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ও তৎপুরঃসর যে বিধান (ব্যাপার) অর্থাৎ লীলাকমলচুম্বন, অশোকলতার নবপল্লব দংশন, নিরুপম ও বর্ত্তুল দাড়িম্ব ফলে করবিন্যাস এবং কাঞ্চনযূথিকা সমালিঙ্গন পূর্ব্বক হাস্য নবকর্পূর সম্মিলিত চঞ্চল নয়নকমল-কোণে অবলোকন দ্বারা পরমোন্মাদক মধুর মধুপান করান। সেই হেতু মল্লিকা, বকুল, চম্পক, মাধবী ও কনকযূথিকা প্রভৃতি কুসুমচয়নের বিলাস-মাধুরীভর-অনুভবকারিণী শ্রীবৃন্দাবন-রাজধানী বিলাসিনীর কর্ষক—আকর্ষক হইয়া অর্থাৎ তাহাকে উন্মাদিত পূর্ব্বক নিজ নিকটে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সুখ দ্বারা অর্থাৎ শ্লাঘনীয় মধুর মধুর রসাস্বাদন জনিত পরমানন্দ

১। হেতুনা। ২। কর্ষকেণ। ৩। রাধাং।

---

* সন্দংশন ইতি পাঠান্তরং।

† নিজনিকটমাকৃষ্টা ইতি পাঠান্তরং ধ্যেয়ং।

সময়ং—সহজসর্ব্বদোজ্জ্বলমানবসন্তকালং নিরন্তরং নিরুপম-বিলাসমাধুরীভিঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীভরং গময়ন্—প্রাপয়ন্নস্তি তয়া(১) সহানবরতমনির্ব্বচনীয়মধুরখেলাবিলাসতৎপরঃ সন্ সদা বিরাজত এবেতি ॥

ততোঽহং সান্তরানন্দং,—বিশ্বাসঘাতিনি বৃন্দে! মম বৃন্দাবনোদ্যানপালিকাপি ত্বং কথমেতাস্থ মিলিতাসি? ॥

মধুমঙ্গলঃ,—প্রিয়বয়স্য! ইয়মুদ্যানপালী সলবণতক্রশ্লথিত-ভক্তভক্ষণায় তদুদ্যানপালনং পরিত্যজ্য সাম্প্রতমাসাং গৃহ-পালী বৃত্তাস্তি; তৎ কথং ন কথয়িষ্যতে (বুক্কিষ্যতি) ॥

বৃন্দা,—অয়ে ভূসুরাভাস! কটুবটো! নিজ-সহচরপ্রথম-

সমূহ দ্বারা সময়কে অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ সর্ব্বদা সুপ্রকাশ বসন্তকালকে নিরন্তর নিরুপম বিলাস মাধুরী দ্বারা সৌভাগ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত অনবরত অনির্ব্বচনীয় বিবিধ মধুর বিলাসে তৎপর হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন (ইহাই চিত্রোক্ত বাক্যের অর্থ)।

অনন্তর আমি সানন্দমনে বৃন্দাকে বলিলাম, হে বিশ্বাসঘাতিনি বৃন্দে! তুমি মদীয় বৃন্দাবনোদ্যানের রক্ষিকা হইয়া, ইহাদের সহিত মিলিত অর্থাৎ যোগদান করিলে কেন?

মধুমঙ্গল কহিল,—প্রিয় বয়স্য! এই উদ্যানপালী (রক্ষিকা) বৃন্দা, লবণ-যুক্ত তক্র মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণের নিমিত্ত এই উদ্যানপালন পরিত্যাগ করিয়া অধুনা এই সকল গোপীগণের গৃহপালনে নিযুক্ত হইয়াছে, অতএব কেনই বা এইরূপ না বলিবে?

বৃন্দা মধুমঙ্গলকে কহিল,—অয়ে বিপ্রাভাস! কটুবটো!* নিজসহ-

১। রাধয়া।

* কটু অর্থাৎ পরশ্রী-কাতর, কর্কশ, উগ্র ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বটু—ব্রাহ্মণ।

মুদিরবচনজলধারাবর্ষেণ প্রফুল্লবর্ষাভূস্ত্বং সন্তত শ্রবণকটুশব্দং কুর্ব্বন্ সর্ব্বানুদ্বেজয়ন্নসি* ॥

মল্লীভৃঙ্গ্যো,—দেবি ললিতে! স্বামিন্যা যদন্যপত্রেণ† লিখিতমস্তি; তৎ কিং বিস্মৃতং ভবত্যা‡? ॥

ললিতা,—কিন্তৎ স্মার্য্যতাং ॥

মল্লীভৃঙ্গ্যো,—সমুচিতকরদানে যঃ কুযুক্তিমুত্তোল্য(১) বিরোধমাচরতি, সোঽত্র বদ্ধ্বা শীঘ্রং প্রহেয়ঃ ইতি ॥

ললিতা,—আং! তৎকরদানবিরোধী মধুমঙ্গল এব, তদেনং

চরের প্রথম মেঘ সদৃশ বাক্যরূপ জলধারা বর্ষণে প্রফুল্ল মণ্ডুক হইয়াছ? অর্থাৎ মেঘের প্রাথমিক জলধারা বর্ষণেই ভেক যেমন আনন্দিত হয় তদ্রূপ তুমিও শ্রীকৃষ্ণের মেঘতুল্য বাক্যরূপ জলধারা বর্ষণে প্রসন্ন হইয়া নিরন্তর শ্রুতিকটু ভেকতুল্য মক্মক্ শব্দ করিয়া সকলকে উদ্বেগ করিতেছ।

মল্লী ও ভৃঙ্গী কহিল,—দেবি ললিতে! স্বামিনী (শ্রীরাধারাণী) দ্বিতীয় পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন?।

ললিতা বলিল,—তাহা কি বল।

মল্লী ও ভৃঙ্গী কহিল,—"সমুচিত কর প্রদানে যে ব্যক্তি কুযুক্তি উত্থাপন করিয়া বিরোধ আচরণ করিতেছে তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক অবিলম্বে মদন্তিকে প্রেরণ করিবে" ইতি।

ললিতা কহিল,—হাঁ! সেই করদানের বিরোধী, মধুমঙ্গলই বটে, অতএব

১। উত্থাপ্য।

---

* সর্ব্বানুদ্বেজয়সি ইতি পাঠান্তরং।

† যদন্যৎপত্রে ইতি পাঠান্তরং কুত্রাপি দৃশ্যতে তত্ত্বাব্যং।

‡ তয়া ইতি শেষঃ।

লতাপাশেন দৃঢ়ং নিবধ্য কোমলায়াঃ প্রিয়সখ্যাঃ সন্নিধমনীয়ৈব জটিলাভিমন্যু-পার্শ্বে যুবাভ্যামেব সত্বরং সমর্প্যতাং; যথা স যাবগ্রামসিংহোঽভিমন্যুরেব তাড়নপূর্ব্বকং স্বকরং গৃহ্ণাতি॥

মধুমঙ্গলঃ,—অন্তঃসভয়মিব—বয়স্য! কিঞ্চিন্নিগূঢ়ং কার্য্যং মম গৃহে বিদ্যতে, তৎ সম্পাদ্যাগচ্ছন্নস্মি॥

ততোঽহং,—ধিগ্ ব্রাহ্মণ! কথমবলা-বাগাড়ম্বরেণ মদগ্রতোঽপি বিভেষি॥

মধুমঙ্গলঃ,—মহাশূর! ঘট্টীপালস্য তব গোবর্দ্ধনে দানবর্ত্মন্যাং (১) বহুশঃ শৌর্য্যং অনুভূতমস্তি; যস্মিন্ দিনে এতাভিরেব বৃন্দাবন-করনিমিত্তং গান্ধর্ব্বা-নিদেশেন নিজোত্তরীয়পটাঞ্চলেন বদ্ধা নীয়মানমপি মাং বীক্ষমাণ এব বিলক্ষ্য(২)স্তমাসীঃ

ইহাকে লতাপাশে দৃঢ় বন্ধন করিয়া কোমলা প্রিয়সখীর নিকটে না লইয়া জটিলা ও অভিমন্যুর পার্শ্বে তোমরা ইহাকে অর্পণ কর, তাহা হইলে সেই যাবট-গ্রামসিংহ অভিমন্যুই ইহাকে তাড়না করিয়া স্বীয় কর আদায় করিবেন।

মধুমঙ্গল যেন সভয়ান্তঃকরণে (আমাকে) কহিল,—বয়স্য! আমার গৃহে কিছু নিগূঢ় কার্য্য আছে অতএব তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছি।

অনন্তর আমি মধুমঙ্গলকে কহিলাম,—ধিক্ ব্রাহ্মণ! তোমাকে ধিক্ আমার নিকটে থাকিয়াও অবলাগণের বাগাড়ম্বরে ভয় পাইতেছ কেন?

মধুমঙ্গল কহিল,—হে মহাবীর! ঘট্টীরক্ষক তোমার বীরত্ব, গোবর্দ্ধনের দানপথে বহুবার মৎকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়াছে। যেহেতু সেই দিনে এই গোপীগণই বৃন্দাবনের করগ্রহণার্থ গান্ধর্ব্বার (শ্রীরাধার) আদেশে নিজ উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহা

১। বীথ্যাং। ২। বিস্ময়ান্বিতঃ।

অহমেব নিজভূসুরত্বং বিবৃত্য(১) ভাগ্যেন কথঞ্চিদুর্ব্বরিতো-ঽস্মি(২)॥

ইত্যুক্ত্বা ভীতিমনুকৃত্য পলায়ন্তমিব তং করে গৃহীত্বা পরাবর্ত্ত্য ময়োক্তং,—ললিতে! তাদৃশ্যাঃ কোমলাবলায়া অপি কথমহং করং দাস্যামি? প্রত্যুত বলাৎ কাম(৩)মাদাস্য এব॥

ইতি নিশম্য নেত্রভাগেন মামীষদবলোকয়ন্তী রাধা সুস্মিতা আসীৎ॥

নান্দীমুখী,—চিত্রে! বাটিকা-প্রাঘুণ(৪) ইত্যস্য কস্তাবদভি-প্রায়ঃ॥

দেখিয়াই তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলে, কিন্তু আমিই স্বীয় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব প্রকাশ করিয়া ভাগ্যক্রমে কোনরূপে বাঁচিয়াছিলাম।

এই বলিয়া ভীতির অনুকরণে পলায়ন তৎপর ব্যক্তির ন্যায় পলায়মান মধুমঙ্গলের কর ধারণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আমি বলিলাম,—ললিতে! তাদৃশী কোমলা অবলার সম্বন্ধে কর প্রদান আমি কি প্রকারে করিব? প্রত্যুত বলপূর্ব্বক যথেষ্ট কর আদায়ই করিব।

ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা, নয়নপ্রান্তে আমাকে ঈষৎ অবলোকন পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল।

নান্দীমুখী কহিল,—চিত্রে! "বাটীর অতিথি এই কথার* অভিপ্রায় কি?

১। প্রকাশ্য; ২। জীবিতোঽস্মি। ৩। যথেষ্টং। ৪। অতিথৌ।

---

*পূর্ব্বে চিত্রা, সখীগণকে বলিয়াছিলেন যে বাটীর অতিথি স্বরূপ ইহার প্রতি স্নেহ বিধান কর।

ললিতা,—নান্দীমুখি! তজ্জানন্ত্যপি কথং পৃচ্ছসি? যৎ সর্ব্বকালীন* নিজ-বাসগ্রামমহাবনমপহায় বৎসরষট্সপ্তক-মাত্রমত্রাগতোঽস্তি ॥

নান্দীমুখি,—প্রিয়জন্মভূমেস্ত্যাগে† কিং তাবৎ কারণং?

রাধা অনুচ্চৈঃ,—তৎস্থানস্যাস্বাচ্ছন্দ্যাৎ জনতাধিক্যেন তদ্গ্রামে নগর ইবজাতে অবলাবধ-ভাণ্ডস্ফোটন-নবনীতহরণাদি-বিবিধবিসদৃশব্যবসায়াভ্যাসেন জনিতবহুবিধবিকর্ম্মাভিলাষস্যাসিদ্ধত্বাৎ নির্জ্জনেঽস্মিন্মহতি ঘনে বৃন্দাবনে কুলাবলা-কুলানাং‡ গেহদেহ অধরদশনবসনানি§ স্বাচ্ছন্দ্যেনাপহর্ত্তু-মধিকলালসৈব ॥

তখন ললিতা নান্দীমুখীকে কহিল,—নান্দীমুখি! তাহা জানিয়াও কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, যেহেতু সর্ব্বকালীন নিজ-বাসগ্রাম মহাবন পরিত্যাগ করিয়া ছয় সাত বৎসর মাত্র এই স্থানে আগমন করিয়াছে।

নান্দীমুখী কহিল,—প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগের কারণ কি?

রাধা লঘুস্বরে অর্থাৎ ধীরে ধীরে কহিল,—সেই স্থানের অস্বচ্ছন্দতা হেতু জনসমূহের আধিক্য প্রযুক্ত সেই গ্রাম, নগর সদৃশ বৃহৎ হইয়া উঠিলে অবলা-বধ, গব্য-ভাণ্ড-ভঙ্গ, নবনীত অপহরণাদি বিবিধ বিসদৃশ (অযুক্ত) ব্যবসায়াভ্যাস-জনিত বহুবিধ দুষ্কর্ম্মাভিলাষের অসিদ্ধত্ব নিবন্ধন এই নির্জ্জন অথচ নিবিড় বৃন্দাবনে কুলবধুগণের গেহরূপ, দেহে অধর দংশন ও বসননিচয় স্বচ্ছন্দ্যভাবে অপহরণ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত লালসা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* সর্ব্বকালীন্ ইতি পাঠে ব্যাপ্য ইতি শেষঃ।

† প্রিয়জন্মভূমিত্যাগে ইতি পাঠান্তরং।

‡ কুলাঙ্গনানাং ইতি পাঠান্তরং।

§ গেহদেহদশনবসনানি ইতি পাঠান্তরং।

ইত্যেবং ললিতয়া স্ফুটং ব্যাহৃতে নান্দীমুখী সস্মিতং সাকূতমাহ,—ললিতে! সাম্প্রতমস্য তাদৃশব্যবসায়ো ন দৃশ্যতে॥

রাধা পুনরনুচ্চৈঃ,—সত্যমেব কথ্যতে; যদয়ং(১) সম্প্রতি স্বধর্ম্মত্যাগেন বিসদৃশসংস্কারেণ চ জনিতান্যাদৃশবুদ্ধি-কৃতচৌর্য্যাদিদুষ্কৃতং(২) ললিতাচার্য্যয়া পূর্ব্বমপি বিহিতনিষ্কৃতেন নির্বাস্য নির্ব্বেদকৃতবিবেকেন তাসামেব(৩) কৃষিবৃত্তিমেব নিজ-ধর্ম্মমাচর্য্য প্রকামং শস্যান্যুৎপাদ্য তাভ্যঃ(৪) প্রদায় তৎ স্বাংশমপি(৫) স্বয়মাদায় তাঃ স্বাত্মানমপ্যানন্দয়ন্ মহাশুচিরিব বিরাজতে॥

এইরূপে ললিতাও পরিস্ফুটরূপে বলিলে নান্দীমুখী সহাস্য বদনে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকট পূর্ব্বক কহিল,—হাঁ ললিতে! অধুনা ইহার (কৃষ্ণের) তাদৃশ ব্যবসায় দেখা যায় না।

শ্রীরাধা পুনর্ব্বার লঘুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—তুমি সত্য কথাই বলিতেছ কেননা, এই কৃষ্ণ, সম্প্রতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও বিরুদ্ধ সংস্কারে উৎপন্ন বুদ্ধি কৃত স্বীয় চৌর্য্যাদি দুষ্কৃতকে, ললিতারূপ আচার্য্যা কর্ত্তৃক, পূর্ব্ববিহিত নিষ্কৃতির দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন ও অনুতাপ কৃত বিবেক দ্বারা গোপীগণের কৃষিবৃত্তিকেই নিজ ধর্ম্মস্বরূপ আচরণ পূর্ব্বক প্রচুর শস্য সমূহ উৎপাদন করিতেছেন এবং গোপীগণকে উহা প্রদান করিয়া স্বীয়ভাগ স্বয়ং গ্রহণান্তর গোপীগণকে ও স্বীয় আত্মাকে আনন্দিত করতঃ মহাশুচি ব্যক্তির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণঃ। ২। পাপং। ৩। গোপীনামেব।
৪। গোপীভ্যঃ। ৫। ভাগমপি।

ইত্যেব স্ফুটং বিশাখাপি সস্মিতং ভাষিতবতী ॥

ততস্তস্মিন্‌শম্য সর্ব্বেষু হাস্যকোলাহলমহোৎসবমাবিষ্কুর্ব্বৎসু সকপটাসূয়ং ময়োক্তং,—সখে সুবল! ধূর্ত্তাভিরিমাভির্নর্ম্মভঙ্গীমিষেণ মম বৃন্দাবনরাজ্যাধিকারিতৈব দূরীক্রিয়মাণাস্তীতি সমধিগতং ভবতা ॥

সুবলঃ,—ন কেবলমধিকারিতৈব দূরীকৃতা কিন্তু কর্ষকোঽপি কৃতোঽসি ॥

বৃন্দা,—সুবল! ত্বং বহুশ্রুতো(১) বিচক্ষণস্তথানয়োরপি পরমস্নিগ্ধঃ; তৎকথং? নান্দীমুখ্যা সহানয়োঃ পরমস্নিগ্ধয়োরপি রাজ্যহেতোর্বিবদমানয়োরুচিতন্যায়াবলোকনেন বিরোধং ন দময়সি? ॥

বিশাখাও সহাস্য বদনে শ্রীরাধার ঐ বাক্যকে পরিস্ফুট ভাবে সর্ব্বাগ্রে বলিতে লাগিল।

অনন্তর তাহা শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ সকলে হাস্য ও কোলাহলরূপ মহোৎসব আবিষ্কার করিতে থাকিলে কপট অসূয়ার সহিত আমি সুবলকে বলিলাম,—সখে সুবল! এই ধূর্ত্তাগণ, পরিহাস ভঙ্গি ছলে আমার বৃন্দাবন রাজ্যের আধিপত্যই একেবারে দূর করিয়া দিতেছে, তুমি কি ইহা বুঝিতে পারিয়াছ?

তখন সুবল আমাকে কহিল,—সখে কৃষ্ণ! কেবল যে বৃন্দাবন রাজ্যের আধিপত্যই দূর করিয়াছে তাহা নহে পরন্তু তোমাকে আবার কৃষক ও করিয়াছে।

বৃন্দাদেবী সুবলকে কহিল,—সুবল! তুমি বিচক্ষণ পণ্ডিত এবং "শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ" এই উভয়ের পরমস্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহের পাত্র; অতএব তুমি নান্দীমুখীর সহিত মিলিত হইয়া এই রাধা ও কৃষ্ণ পরমস্নিগ্ধ হইলেও রাজ্য-

---

১। পণ্ডিতঃ।

ব্রজকুলকুমুদাবলীমুদাং যঃ
সততমহামহকৃদ্বিধাবতন্দ্রঃ।
পিতৃমুখসদসি প্রিয়াবলীনাং
মহসি চ নন্দতে গোপিকৃষ্ণচন্দ্রঃ॥ ১২॥
সুরপতিমণিমানিতাঙ্গসজ্ঘ
পটপটুতাকৃতহেমরঙ্গভঙ্গঃ।
গুণগণভৃতভারতীসমাজঃ
স জয়তি গোকুলরাজবংশরাজঃ॥ ১৩॥
ত্রিভিঃ কুলকং॥

ব্রজকুলেতি যঃ গোপকুলচন্দ্রঃ ব্রজকুলকুমুদাবলীমুদাং ব্রজকুলং ব্রজবাসিসমূহ এব কুমুদাবলী কুমুদবীথিঃ তস্যা মুদাং হর্ষাণাং বিধৌ বিধানে অতন্দ্রঃ অনলসঃ মহামহকৃৎ, মহোৎসবকৃৎ ভবতি অপিচ পিতৃমুখসদসি শ্রীনন্দাদি গুরুজনসভায়াং প্রিয়াবলীনাং মহসি উৎসবে নন্দতি সুখেন ক্রীড়তি॥ ১২॥

সুরপতীতি সুরপতিমণিমানিতাঙ্গসজ্ঘঃ সুরপতিমণিনা মানিতঃ পূজিতঃ অঙ্গসজ্ঘঃ অবয়বসমূহঃ যস্য সঃ পটপটুতাকৃতহেমরঙ্গভঙ্গঃ, পটস্য পীতাম্বরস্য পটুতয়া বৈলক্ষণ্যেন কৃতঃ হেম্নঃ সুবর্ণস্য রঙ্গভঙ্গঃ গর্ব্বভঙ্গঃ যেন সঃ, গুণগণভৃতভারতীসমাজঃ গুণগণৈঃ ভক্তবাৎসল্যাদিগুণৈঃ ভৃতঃ পরিপূরিতঃ ভারত্যাঃ সরস্বত্যাঃ সমাজঃ অর্থাৎ বিদ্বৎসমাজঃ যেন স গোকুলরাজবংশরাজঃ গোকুলরাজস্য বংশঃ তস্মিন্ রাজতে যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স জয়তি॥ ১৩॥

যিনি ব্রজবাসিরূপ কুমুদ সকলের মহামহোৎসব বিধানে সর্ব্বদা অনলস্ হইয়া থাকেন। পিতৃ প্রভৃতি মাননীয় সকলের সভাতে ও প্রেয়সী সকলের উৎসবে সেই গোপাল কৃষ্ণচন্দ্র আহ্লাদিত হইয়া থাকেন॥ ১২॥

যাঁহার অঙ্গলাবণ্য ইন্দ্রমণির শোভা জয় করিয়াছে। যাঁহার বস্ত্রের অর্থাৎ পীতাম্বরের পটুতা স্বর্ণের গৌরব ভঙ্গ করিয়া থাকে। যিনি গুণসমূহ দ্বারা

ইহ হরিবিহৃতীরতীতরীত্যা
শৃণু কথয়ামি সদাপি নাতিভিন্নাঃ।
যদনৃতমপি পূর্ব্বরীতি চেতঃ
প্রবিশতি নাদ্যতনং তথা যথার্থং ॥ ১৪ ॥
ইহ চ যদুদিতং হরেশ্চরিত্রং
তদখিলমেবদিগেব তস্য গম্যা।

ইহ হরিবিহৃতীতি ইহ নন্দব্রজে সদাপিঽতীতরীত্যা হরিবিহৃতীঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিহারান্ কথয়ামি শৃণু কথয়ামি, তা বিহৃতীঃ প্রকটবিহারাৎ অতিভিন্নাঃ ন পূর্ব্বরীতিচেতঃ যোগমায়াভাবিতান্তঃকরণং অনৃতমপি পরকীয়াত্বং প্রবিশতি যতঃ অদ্যতনং সম্প্রতি প্রাপ্তং নিত্যদাম্পত্যং যথার্থমপি তথা প্রেমাপাদকং ন ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ইহ চেতি ইহ রে মানস! ত্বৎসমীপে হরেশ্চরিত্রং যদ্ উদিতং বর্ণিতং তদখিলং তৎসর্ব্বং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সম্বন্ধে দিগেব দিগ্দর্শনমেব, অনন্তত্বাৎ কথয়িতুমশক্যমিতি ভাবঃ; তস্য লীলা গম্যা অন্তরেণ সুধীভির্জ্ঞাব্যা ইতি

বিদ্বৎসমাজ পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেই গোকুলরাজবংশের শোভাবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৩ ॥

এই নন্দ ব্রজ অতীতরীতি অর্থাৎ প্রকট লীলামতে হরিবিহার সকল বর্ণন করিব। এই সকল লীলা প্রকট-লীলা হইতে অতি ভিন্ন নহে। পূর্ব্বরীতি অনুসারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বস্তুতে যেরূপ প্রবেশ করিয়া থাকে সেরূপ যথার্থ নহে ॥ ১৪ ॥

এস্থলে হরির যে যে চরিত্র কথিত হইল, সেই সমস্ত দিগ্দর্শন মাত্র জানিবে। হরির লীলা গম্যা অর্থাৎ অন্তরে ভাবনারই বিষয় হইয়া থাকে। বচনের বিষয় হইতে পারে না। কারণ সেই লীলার প্রতিলেশই আশ্চর্য্য

প্রতিলবমপি চিত্রমস্য তত্তৎ
ক ইব সুধীরবসানমাদদীত ॥ ১৫ ॥
অথ নিশি রহসাগতান্তরায়াং
বলজমিতে স্তববাদ্যবিদ্যলোকে।
ব্রজভবনজনঃ সহৈব জাগ্রন্
মনসি হরিং দধদাগতং ননন্দ ॥ ১৬ ॥
সমথননিনদং সগীতনাদং
স সুরভি দোহরবং সগোপবাদং।

শেষঃ অস্য হরেঃ চরিত্রস্য প্রতি প্রতিলেশং লবং চিত্রমাশ্চর্য্যং। তস্মাৎ ক ইব সুধীঃ পণ্ডিতঃ অবসানং তৃপ্তিম্ আদদীত, ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অথ নিশীতি নিশি রাত্রৌ রহসা গতান্তরায়াং রহসি নির্জ্জনে আগতং অন্তরং যস্যাঃ তস্যাং সত্যাং প্রভাত ইত্যর্থ স্তববাদ্যবিদ্যলোকে স্তববাদ্যয়োর্বিদ্যা যস্মিন্ স চাসৌ লোকশ্চেতি তস্মিন্ বলজং সিংহদ্বারং ইতে গতে ব্রজভবজনঃ ব্রজবাসিজনঃ সহৈব জাগ্রৎ সুতমাগধানাং গীতবাদ্যধ্বনিনা ইতি ভাবঃ মনসি আগতং হরিং দধৎ ননন্দ আহ্লাদিতো বভূব ॥ ১৬ ॥

সমথনেতি সমথননিনদং দধিমথনোদ্ভূতনিনাদেন ঘর্ঘরইত্যাকারেণ সহ বর্ত্ততে যৎ তৎ সগীতনাদং গোপাঙ্গনানাং শ্রমাপহারকপ্রমোদসূচক-সুস্বরগীতনাদেন সহ বর্ত্ততে যৎ তৎ, সসুরভিদোহরবং সুরভীনাং কামধেনূনাং দোহস্য রবেণ ধ্বনিনা বর্ত্ততে যৎ তৎ সগোপবাদং গোপানাং

কোন সুবুদ্ধিই সেই লীলারস অনুভব করিয়া অবসান অর্থাৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

প্রভাত হইলে স্তুতি পাঠক বাদ্য বাদক লোকসকল সিংহদ্বারে সমবেত হইয়া থাকে। ব্রজবাসি সকল এক কালে জাগরিত হইয়া মানসপটে সমাগত হরিকে ধারণ করিয়া অহ্লাদিত হইয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

মথন ধ্বনিযুক্ত সুস্বর সঙ্গীতযুক্ত দুগ্ধদোহনধ্বনিযুক্ত গোপগণের বাক্য-

অমৃতমথনযুক্ পয়োধিতুল্যং
ব্রজকুলমুল্লসিতং দিধিন্ন কৃষ্ণং ॥ ১৭ ॥
ব্রজপতিমিথুনং তদাথপুত্র
প্রমসমদশ্লথিত প্রদানসেতু।
তনয়জনবিরুত্তুতিং পঠন্ত্যঃ
প্রচুরতরং বিততার বারবারং ॥ ১৮ ॥

অপবাদঃ বাদানুবাদঃ তেন সহ বর্ত্তমানং যৎ তৎ, অমৃতমথনযুক্পয়োধিতুল্যং অমৃতমথনে যুজ্যতে যঃ পয়োধিঃ ক্ষীরাব্ধিঃ তেন তুল্যং ব্রজকুলং নন্দগোষ্ঠং কৃষ্ণং যুবরাজনন্দপুত্রং উল্লসিতং দিধিন্ন চকার ইতি ॥ ১৭ ॥

ব্রজপতিমিথুনমিতি অথ তদা ব্রজপতিমিথুনং নন্দঃ যশোদা চ স্ত্রীপুংসৌ মিথুনং দ্বন্দ্বম্ ইত্যমরঃ, পুত্রপ্রমদশ্লথিতপ্রদানসেতু পুত্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রমদঃ হর্ষঃ বন্দিমাগধবাদ্যগীতশ্রবণাৎ জাত. ইতি জ্ঞেয়ং তস্মাৎ হেতো জাতঃ মদ উৎকর্ষাভিমানঃ তেন হেতুনা শ্লথিতঃ শৈথল্যং গতঃ প্রদানস্য বিতরণস্য সেতুঃ মর্য্যাদা যস্যাং ক্রিয়ায়াং যথা স্যাত্তথা তনয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য জয়বিরুত্তিং জয়সূচকগদ্যপদ্যময়ীং রাজস্তুতিং পঠন্ত্যঃ প্রচুরতরং মণিমাণিক্যাদিং বারবারং বিততার দদৌ ॥ ১৮ ॥

বাদ রবে শব্দায়মান সেই ব্রজ সমূহ অমৃতমথনকালে ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায় কৃষ্ণকে উল্লসিত করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

সেই সময় ব্রজরাজদম্পতি পুত্রের প্রশংসাশ্রবণে মদমত্ত হইয়া প্রদান বিষয়ে মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক যাঁহারা পুত্রের রাজস্তুতি পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বারবার প্রচুরধন বিতরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

ইহ লসতি হরের্বিলাসগেহ
প্রততিরুদারসুদারসারবারা।
শয়নসুখময়ী নিকুঞ্জবীথিঃ
ক্ব চ ন চ তাদৃশতাং গতা বিভাতি ॥ ১৯ ॥
নিজনিজশয়নং গতং তমালি-
ঙ্গনবলিতং বিদধুর্বিধুস্তনবঃ।
রজনিবিরমণং যথা যথাসীদ্
অঘটত দোর্দ্ৰঢ়িমা তথা তথাসাং ॥ ২০ ॥

ইহ লসতীতি ইহ নিত্যনন্দব্রজে উদারসুদারসারবারা উদারানাং সরলানাং সুদারানাং শ্রীকৃষ্ণপত্নীনাং সারবারঃ সারসমূহঃ যস্যাং সা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসগেহপ্রততিঃ শ্রেণী লসতি রাজতি। ক্বচন বাহুপ্রদেশে শয়নসুখময়ী কুসুমশয্যাশালিনী ইতি জ্ঞেয়ং তাদৃশতাং উদারসুদারসারত্বং গতা নিকুঞ্জবীথিঃ নিকুঞ্জকুঞ্জৌ বা ক্লীব ইত্যমরঃ নিকুঞ্জস্য লতাগৃহস্য বীথিঃ পংক্তিঃ চ বিভাতি প্রকাশতে ॥ ১৯ ॥

নিজজনেতি বিধুস্তনবঃ বিধুবৎ চন্দ্রবৎ তনুঃ মুখং যাসাং তাঃ ব্রজসুন্দর্য্যঃ, নিজনিজশয়নং গতং প্রেয়সীশয্যাসমুপস্থিতং তং শ্রীকৃষ্ণম্ আলিঙ্গনবলিতং আলিঙ্গনবদ্ধং বিদধুঃ কৃতবত্যঃ। রজনিবিরমনং রাত্রিক্ষয়ঃ যথা যথা আসীৎ, অহো সুখাবসানমস্মাকং ঝটিতি ভবিষ্যতীত্যাশয়েণ তথা তথা আসাং কান্তানাং দোর্দ্ৰঢ়িমা ভুজযুগালিঙ্গনদৃঢ়ত্বম্ অঘটত ॥ ২০ ॥

এই নন্দব্রজে শ্রীকৃষ্ণের উদার ব্রজসুন্দরী সকলে পরিপূর্ণ বিলাসগৃহ সমুদয় শোভা পাইতেছে। অন্য কোনস্থানে সেইরূপ ব্রজসুন্দরী সকলে পরিপূর্ণা শয়নসুখদায়িনী নিকুঞ্জ শ্রেণীও প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৯ ॥

সেই চন্দ্রমুখীগণ নিজ নিজ শয়নে সমাগত কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনে

ইহ পরমরমা বিভাতি রাধা
সদুড়ুগণে গগণে যথেন্দুমূর্ত্তিঃ।
তদিয়মধিকয়া গিরা সুভাজ্যা
তদনুগতিং দধতাং পরাঃ সপত্ন্যঃ ॥ ২১ ॥
ব্রজসুকৃতবিলাসসাররত্না
করবৃষভানুসুজাতশাতলক্ষ্মীঃ।

ইহ পরমরমেতি যথা সদুড়ুগণে সন্তঃ বর্ত্তমানা উড়ুগণা নক্ষত্রসমূহাঃ যত্র তস্মিন্ গগনে আকাশে যথা ইন্দুমূর্ত্তিঃ চন্দ্রমূর্ত্তিঃ তথা ইহ নন্দশ্বরে পরমরমা মহালক্ষ্মী রাধা বিভাতি তস্মাৎ ইয়ং রাধা অধিকয়া গিরা রূপগুণাদিবৈশিষ্টাবিধায়িন্যা বাণ্যা সভাজ্যা শ্লাঘ্যা। কিঞ্চ পরাঃ সপত্ন্যাঃ অন্যাঃ রাধাভিন্নাঃ কৃষ্ণপ্রেয়স্যঃ তদনুগতিং তস্যাঃ শ্রীরাধায়া অনুগতিং ছন্দোঽনুবর্ত্তনং দধতাং কুর্ব্বন্তি ॥ ২১ ॥

ব্রজসুকৃতেতি। সা রাধা ব্রজস্য গোষ্ঠস্য সুকৃতানি শুভাদৃষ্টানি তেষাং বিলাসসারঃ স এব রত্নাকরঃ সমুদ্রঃ স এষ বৃষভানুঃ তন্নাম্না গোপবিশেষঃ তস্মাৎ সুজাতা সুখেন প্রাদুর্ভূতা শাতলক্ষ্মীঃ সুখলক্ষ্মীঃ ভবতি। পুনঃ কিম্ভূতা অঘস্য সর্পাকৃত্যসুরবিশেষস্য রিপুঃ হন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য রমণীরমাঃ

জড়িত করিয়াছিলেন। যেমন যেমন রাত্রি শেষ হইতে লাগিল, সেই ব্রজসুন্দরী সকলের তেমনি তেমনি ভুজ যুগলের দৃঢ়তা হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥

এই নন্দপুরে নক্ষত্র সমূহ সুশোভিত গগন মণ্ডলে চন্দ্রমূর্ত্তির ন্যায় পরমা লক্ষ্মী রাধা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই জন্য এই শ্রীমতী রাধিকা অধিক অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা রূপগুণব্যঞ্জক বাক্যে প্রশংসিতা হইয়া থাকেন। অন্যান্য সপত্নী সকল সেই শ্রীরাধার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

সেই শ্রীরাধিকা ব্রজবাসি সকলের পুণ্যের বিলাস সারস্বরূপ বৃষভানু রূপ সমুদ্রে প্রাদুর্ভূতা সুখ লক্ষ্মী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী স্বরূপ লক্ষ্মী সকলের

অঘরিপুরমণীরমাসু মুখ্যা
স্বয়মনুরাগবিহারহারিমূর্ত্তিঃ ॥ ২২ ॥
দয়িতঘনতড়িদ্বিলাসিবর্ণা
প্রিয়তমবর্ণসবর্ণশস্তবস্ত্রা।
হরিমণিতরলাদিদিব্যদীব্যন্
মণিময়ভূষণভূষণাঙ্গভঙ্গিঃ ॥ ২৩ ॥

রমণ্য এব রমা লক্ষ্যাঃ তাসু মুখ্যা শ্রেষ্ঠা ভবতি পুনঃ কিম্ভূতা স্বয়মনুরাগ-বিহারহারিমূর্ত্তিঃ, স্বয়মনুরাগঃ নির্হেতুকানুরাগঃ তেন বিহারে সুখবিলাসে হারিণী মনোরঞ্জিকা মূর্ত্তির্যস্যাঃ সা ভবতি ॥ ২২ ॥

দয়িতঘনেতি সা রাধা দয়িতঘনতড়িদ্‌বিলাসিবর্ণা দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব ঘনঃ মেঘঃ তস্মিন্ তড়িদ্‌বৎ বিলাসী বর্ণঃ যস্যাঃ সা ভবতি প্রিয়তমবর্ণ-শস্তবস্ত্রা, প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বর্ণেন সবর্ণং সদৃশং শস্তং সুখকরং বস্ত্রং যস্যাঃ সা ভবতি হরিমণিতরলাদিদিব্যদীব্যন্মণিময়ভূষণভূষণাঙ্গভঙ্গিঃ হরিমণিঃ ইন্দ্রনীলমণিঃ তেন নির্ম্মিতং তরলাদি তরলো হারমধ্যগ ইত্যমরঃ তেন দিব্যাদিব্যন্তি দিব্যাৎ স্বর্গজাতাদ্ দ্রব্যাদ্ অপি দীব্যন্তি বিলসন্তি মণিময়ানি ভূষণানি অলঙ্কারাঃ তেষাং ভূষণং অঙ্গভঙ্গি, বপুষো গঠনং যস্যাঃ সা ভবতি ॥ ২৩ ॥

শ্রেষ্ঠা হইয়া থাকেন এবং নিজে অনুরাগ বিহারে মনোহর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

তাহার বর্ণ, কান্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘে তড়িতের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, তাহার প্রশস্তবস্ত্রও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে। ইন্দ্রনীল মণিরূপ মধ্যমণি শোভিত দিব্য দিব্য মণিময় ভূষণ সকলের ভূষণ-স্বরূপ অঙ্গভঙ্গি যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

উপমিতিপদবীং স্বমেব যান্তী
সুপরিমিতব্যতিশোভিতাঙ্গসঙ্ঘা।
প্রতিককুভশুভঙ্করপ্রথাভিঃ
সহজবিলক্ষণাঙ্কিতশ্রীঃ ॥ ২৪ ॥
শশিকমলরুচাং পদাপি জেত্রী
নিজনখকান্তিভিরুজ্জ্বলেন তেন।

উপমিতিপদবীমিতি সা রাধা স্বমেব উপমিতিপদবীং যান্তী গচ্ছন্তী তস্যা উপমানং কোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। পুনঃ কিম্ভূতা সুপরিমিতব্যতি-শোভিতাঙ্গসংঘা সুপরিমিত্যা ব্যতিশোভিতঃ নিতরাং শোভিতঃ অঙ্গসংঘঃ অবয়বসমুদায়ো যস্যাঃ সা ভবতি, পুনঃ কিম্ভূতা প্রতিককুভশুভঙ্করপ্রথাভিঃ প্রতিদিশং শুভঙ্করীভিঃ প্রথাভিঃ কীর্ত্তিভিঃ হেতুভিঃ সহজবিলক্ষণলক্ষণা-ঙ্কিতশ্রীঃ সহজবিলক্ষণৈঃ নিসর্গবিশিষ্টৈঃ লক্ষণৈঃ চিহ্নৈঃ অঙ্কিতা শ্রী, শোভা যস্যাঃ সা তথাভূতা ॥ ২৪ ॥

শশিকমলেতি সা রাধা উজ্জ্বলেন তেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেন পদাঽপি চরণেনাপি নিজনখকান্তিভিঃ নিজনখকিরণৈঃ শশিকমলরুচাং সুধাংশুসরো-রুহশোভানাং জেত্রী জয়শীলা ভবতি কিঞ্চ প্রতিনবরোচিষা প্রতিক্ষণং

তিনি স্বয়ই নিজের উপমান স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অন্যবস্তু তাঁহার উপমান হইতে পারে না। তাঁহার অঙ্গ সমুদয় উত্তম পরিমাণ যুক্ত, প্রতিদিকে মঙ্গলকারিণী কীর্ত্তি বিস্তার দ্বারা স্বাভাবিক বিশিষ্ট লক্ষণে তাঁহার শোভা অঙ্কিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সেই শ্রীমতি রাধিকা নিজ পদের নখ কান্তিদ্বারা চন্দ্র ও পদ্মের রুচি জয়

অবয়বকুলমন্যমন্যদস্তু।
প্রতিনবরোচিরুপাত্তকান্তচিত্তং ॥ ২৫ ॥
সুকুসুমসুকুমারতাবতারা
স্ত্রিজগতি সৌরভগৌরভাকরশ্রীঃ।
ঋতমিতমধুরপ্রিয়ার্থরীতি-
প্রবলিতবর্ণনরীতিলব্ধবর্ণা ॥ ২৬ ॥
সুমতিমতিগুরুঃ সমস্তবিদ্যা
সকলকলাবলিতাতিনম্রচিত্তা।

নবমেব প্রতীয়মানয়া রোচিষা অঙ্গজ্যোতিষা উপাত্তং অধীনীকৃতং কান্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তং যেন তথাভূতং অবয়বকুলং অন্যদ্ অন্যদ্ অস্তু ॥ ২৫ ॥

সুকুসুমেতি সা রাধা সুকুসুমসুকুমারতাবতারঃ সুকুসুমেভ্যঃ শোভনেভ্যঃ পুষ্পেভ্যঃ অপি যা সুকুমারতা তস্যা অবতারঃ ভবতি ত্রিজগতি সৌরভস্য মলয়জাদিজরূপস্য সৌরভং তস্য আকরঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সা পুনঃ কিম্ভূতা ঋতা সত্যা মিতা অল্পাক্ষরা মধুরা মাধুর্য্যগুণযুক্তা প্রিয়া প্রীতি-দায়িনী চ যা অর্থরীতিঃ অর্থপ্রচারঃ তয়া প্রবলিতং যুক্তং যদ্ বর্ণনম্ তস্য রীতৌ নয়ে লব্ধবর্ণা বিচক্ষণা ভবতি লব্ধবর্ণো বিচক্ষণঃ ইত্যমরঃ ॥ ২৬ ॥

সুমতিমতীতি সুমতীনাং সুবুদ্ধীনাং মতিঃ হিতাহিতবিবেকঃ তস্যা গুরুঃ উপদেষ্ট্রী, পুনঃ কিম্ভূতা সমস্তবিদ্যাসকলকলাবলিতাতিনম্রচিত্তা সমস্তা সমগ্রা বিদ্যা চতুর্দ্দশপরিমিতা, সকলা অশেষা কলা চতুঃষষ্টি-

---

করিয়া থাকেন। ক্ষণে ক্ষণে নূতন বলিয়া প্রতীয়মান ও কান্তের মনোহরণ কারি অন্য অন্য অবয়ব সমূহের কথা আর কি বর্ণনা করিব ॥ ২৫ ॥

সুশোভন পুষ্প সকল হইতেও যে সুকুমারতা তিনি সেই সুকুমারতার অবতারস্বরূপা, আরও বলি সেই শ্রীরাধিকা সত্য পরিমিত মধুর প্রীতিপ্রদ অর্থযুক্ত বাক্য বর্ণনে লব্ধবর্ণা অর্থাৎ বিচক্ষণা হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

সেই শ্রীরাধিকা সুমতি সকলেরও হিতাহিত বিচার প্রদর্শিনী। সমস্ত

হ্রিয়মনু বিনয়ং নয়ং সমজ্ঞা-
মপি দধতী স্বজনাদিশর্ম্মদাত্রী ॥ ২৭ ॥
নিখিলগকরুণাদিকৈর্গুণৈ-
স্তং স্বদয়িতমেবতুলাং সদাপি ধর্ত্রী।
গুরুনিকরদয়াস্পদাতিভক্তিঃ
স্থিরচরহার্দ্দসুখামৃতাভিষিক্তা ॥ ২৮ ॥

পরিমিতা নৃত্যগীতাদিরূপা, তাভ্যাং আবলিতং বিভূষিতং অতিনম্রং চিত্তং যস্যাঃ সা ভবতি হ্রিয়ং লজ্জাং অনু অনুগতং বিনয়ং নয়ং নীতিং সমজ্ঞাং কীর্ত্তিং, যশঃ কীর্ত্তিঃ সমজ্ঞা চেত্যমরঃ দধতী ধারয়ন্তী সতী স্বজনাদীনাং অন্তরঙ্গাদীনাং আদিপদাৎ অনুগতানামপি শর্ম্ম সুখং তস্য দাত্রী ভবতি ॥ ২৭ ॥

নিখিলগেতি নিখিলং সমস্তং, নিখিলং ত্রিসমস্তমিত্যমরঃ গচ্ছন্তি যে করুণাদিকা দয়াদাক্ষিণ্যাদিরূপা গুণাঃ তৈঃ করণৈঃ সদাপি স্বদয়িতং শ্রীনন্দনন্দনম্ এব নতু অন্যং তুল্যং প্রতিযোগিনং ধর্ত্রী কুর্ব্বন্তী ভবতি গুরুনিকরস্য পিত্রাদিবর্গস্য দয়ায়াঃ স্নেহস্য আস্পদং ভক্তিঃ যস্যাং সা ভবতি পুনঃ কিম্ভূতা স্থিরচরাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং হার্দ্দং প্রীতিঃ তস্মাৎ হেতোঃ যৎ সুখমেব অমৃতং সুধা তেন অভিষিক্তা ॥ ২৮ ॥

বিদ্যা ও সমগ্র কলা অভ্যাসে তাঁহার চিত্ত অতি নম্র হইয়া থাকে। তিনি লজ্জার সহিত বিনয় নীতি ও কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন এবং স্বজনগণের প্রতি সুখ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

তিনি সকল লোকের প্রতি প্রসরণ শীল করুণা প্রভৃতি গুণ দ্বারা সর্ব্বদা উপমান রূপে নিজ কান্তকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার অতিশয় ভক্তি গুরুবর্গের দয়ার আস্পদ স্বরূপ হইয়া থাকে। সেই শ্রীরাধিকা চরাচর সকলের প্রণয়রূপ সুখামৃত দ্বারা অভিষিক্তা হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

প্রিয়পদনখকান্তিলেশনির্ম্ম
ঞ্ছন পরচিত্তদশাবশানুবেলং।
ভ্রমরমপি তদীয়দূতবুদ্ধ্যা
প্রণয়জচিত্রগিরা বিচিত্রয়ন্তী ॥ ২৯ ॥
মরুদপি চলতি স্বভাবতশ্চেৎ
ক্বচিদনুকূলতয়া নিজাভিসারে।

প্রিয়পদেতি অনুবেলং নিরন্তরং প্রিয়পদনখকান্তিলেশনির্ম্মঞ্ছনপরচিত্তদশাবশা, প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদয়োর্নখানাং যে কান্তিলেশাঃ কান্তিকণাঃ তেষাং যৎ নির্ম্মঞ্ছনং মার্জ্জনং তস্মিন্ পরা নিযুক্তা যা চিত্তস্য দশা অবস্থা তয়া বশা অধীনতাং গতা ভবতি কিঞ্চ যা তদীয়দূতবুদ্ধ্যা শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিতদূতোঽয়ং ইতি জ্ঞাত্বা ভ্রমরমপি প্রণয়জচিত্রগিরা প্রণয়জা যা চিত্রা রসশালিনী বর্ণসৌষ্ঠবশালিনী গীঃ তয়া বিচিত্রয়ন্তী যোগ্যত্বকারুণিকত্বাদি গুণারোপণেন বিচিত্রং বিশিষ্টং কুর্ব্বন্তী ভবতি ॥ ২৯ ॥

মরুদপীতি ক্বচিৎ নিজাভিসারে প্রেষ্ঠসঙ্গমপ্রয়াণে চেৎ মরুৎ বায়ুঃ স্বভাবতঃ নিসর্গতঃ অনুকূলতয়া সুখস্পর্শতয়া চলতি মন্দং মন্দং বহতি তদা তত্র মরুতি নববিধম্ অপি ভক্তভাবং শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদবন্দনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনমিতি বিনিদধতী কুর্ব্বন্তী ভবতি তদ্‌হেতুমাহ

সেই শ্রীরাধিকা সর্ব্বদা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নখ কান্তির নির্মঞ্ছন বিষয়ে নিযুক্ত যে চিত্ত সেই চিত্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। যিনি ভ্রমরকেও শ্রীকৃষ্ণের দূত বিবেচনা করিয়া প্রণয়ময় বিচিত্র বাক্যে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

অভিসার কালে পবনদেব যদি স্বভাবতঃ কোন সময়ে তাঁহার অনুকূল রূপে

নববিধমপি তত্র ভক্তভাবং
বিনিদধতী প্রিয়ভক্তচিত্তসক্তা ॥ ৩০ ॥
বহিরনুমিতিদূরভাবপূর
স্বরচিতচারুতয়া সদা বসন্তী।
রচয়তি রহসি প্রিয়াজনে সা
স্বদয়িতমন্বপি নর্ম্মকেলি শর্ম্ম ॥ ৩১ ॥
নবভিঃ ॥
ভ্রুকুটিনয়নসঙ্গিভঙ্গিকুত্রা-
প্যতিবিনয়প্রথিচাটু কুত্রচিচ্চ।

প্রিয়েতি, যতঃ সা প্রিয়ভক্তচিত্তসক্তা প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য যে ভক্তা সেবকাঃ তেষাং চিত্তেষু সক্তা অভিনিবিষ্টা ইতি ॥ ৩০ ॥

বহিরনুমিতীতি সা রাধা বহিরনুমিতিঃ বহিঃস্থিতজনকর্ত্তৃকা যা অনুমিতিঃ অনুভূতিবিশেষঃ তস্যা দূরভাবস্য পূরাণি সাকল্যেন ব্যঞ্জকানি স্বচরিতানি তেষাং চারুতয়া সৌন্দর্য্যেণ বিশেষণে তৃতীয়া সদা প্রিয়জনে সখীজনে রহসি একান্তে গুরুজনসঞ্চাররহিতে স্বদয়িতং স্বকান্তং শ্রীকৃষ্ণং অনু অপি অন্বপি নিরীক্ষ্য কটাক্ষেণ ইতি ভাবঃ নর্ম্মকেলিশর্ম্ম কৌতুকভরসরসভাষিত-সুখং রচয়তি ॥ ৩১ ॥

ভ্রূকুটিনয়নেতি কুত্রাপি তস্যা ভ্রূকুটিকুটিলয়োঃ নয়নয়োঃ সঙ্গঃ বিদ্যতে যস্যাঃ ইতি সা ভঙ্গিঃ যত্র ক্রিয়ায়াং কুত্রচিৎ চ অতিবিনয়প্রথি অতিনম্রতা-

প্রবহমান হয়েন, তবে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরও প্রতি আসক্ত চিত্তা শ্রীরাধিকা সেই বায়ুর প্রতি নববিধ ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

সেই শ্রীরাধিকা অপরের অনুমানের অগোচর নিজ চরিত্রের সৌন্দর্য্যের সহিত সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। তিনি নির্জ্জনে প্রিয়ের প্রতি কটাক্ষপাত পূর্ব্বক সখীদিগের সহিত নর্ম্ম কেলি রচনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

কোন সময় সেই শ্রীরাধিকা কুটিল নয়নের ভঙ্গি দ্বারা কোন সময় অতি

বশয়তি দয়িত হরিং প্রিয়া সা
কিমিদমিতি প্রথনায় নাহমীশে ॥ ৩২ ॥
হরিরপি শুশুভে স যাভি রুচ্চৈ-
রনুগতিমাদিতয়া স্বগানধাম্নি।
প্রণয়ঋণিদশামবাপ যাসাং
প্রথতমা খলু তাসু সৈব সৈব ॥ ৩৩ ॥

খ্যাপকং চাটু প্রিয়বাক্যং যত্র ক্রিয়ায়াং চাটু:চটুঃ প্রিয়প্রায়মিতি হেমচন্দ্রঃ। সা প্রিয়া রাধা দয়িতং হরিং শ্রীকৃষ্ণং কিমিদং কেন প্রকারেণ বশয়তি ইতি প্রথনায় খ্যাপনায় অহং ন ঈশে ন পারয়ে ॥ ৩২ ॥

হরিরপীতি স্বগানধাম্নি রাসমণ্ডলে অনুগতিমাদিতয়া যাবত্যো গোপ্যঃ তাবন্তঃ কৃষ্ণাঃ এবং প্রকারেণ যা অনুগতিঃ গোপীনামনুগমনং তয়া মাদ্যতি অনুগতিমাদী তস্য ভাবঃ অনুগতিমাদিতা তয়া ইত্যত্র বিশেষণে তৃতীয়া হরিঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি যাভিঃ গোপীভিঃ সহ উচ্চৈঃ অত্যর্থং শুশুভে যাসাং গোপীনাং প্রণয়ঋণিতাং তাসাং প্রণয়স্য অপরিমেয়ত্বাৎ অধমর্ণত্বং অবাপ সর্ব্বাসাং তাসামীদৃক্‌মহত্বং,যথা, নপারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতশ্লোকে বর্ণিতং তাসু খলু সৈব সৈব প্রথতমা সর্ব্বাগ্রগণ্যা ॥ ৩৩ ॥

বিনয় পরিপূর্ণ চাটু বাক্য দ্বারা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন, আমি ইহা বর্ণন করিতে সক্ষম হইতেছি না ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে অনুগমন করিয়া হর্ষের সহিত যে যে ব্রজসুন্দরী সকলের সহিত অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ব্রজসুন্দরী সকলের সমীপে নিজের ঋণিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরী সকলের মধ্যে সেই শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠতমা হইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

শৃণু গুণমপরং কৃপাবিলাসং
বৃষবরিজামনু রাসকেলিনক্তং।
মুররিপুরমুকাং নিনায় দূরং
নিজনয়নং বুবুধে মুদা তু নেয়ং ॥ ৩৪ ॥
তদপি তদসহিষ্ণবঃ সপত্ন্যঃ
কিমপি জজল্পুরমূরমুং বিনিন্দ্য।
ইয়মপি তু মুরারিমেলনায়
স্বয়মুপপত্তিমদাদমূষু সুষ্ঠু ॥ ৩৫ ॥
যুগ্মকং ॥

শৃণু গুণমপরমিতি রে মম মানস? বৃষবরিজাং শ্রীরাধাম্ অনু অপরং কৃপাবিলাসং শৃণু যথা অন্যাঃ পরিত্যজ্য যযা সহ শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপয়া পরমাদরেণ বিলাসং সুখসম্ভোগঃ কিন্তদ্ ইত্যাহ রাসকেলিনক্তমিতি রাসকেলিনক্তং রাসক্রীড়ারাত্রৌ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অমুকাং শ্রীরাধাং দূরং নিনায় তদা তু ইয়ং মুদা হর্ষাতিরেকেণ নিজনয়নং নিজপ্রাপণমপি ন বুবুধে জ্ঞাতবতী ॥ ৩৪ ॥

তদপীতি তথাপি তদসহিষ্ণবঃ, মৎসরতাং গতাঃ সপত্ন্যঃ চন্দ্রবল্যাদয়ঃ অমূং শ্রীরাধাং বিনিন্দ্য কিমপি জজল্পুঃ কথিতবত্যঃ, তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভমিত্তে রাসপঞ্চাধ্যায়শ্লোকেন চন্দ্রবল্যাদীনাং মৎসরতা গম্যতে ইয়ং শ্রীরাধা তু চন্দ্রাবল্যাদীষু মুরারিমেলনায় পুনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সংযোগায় স্বয়ং অমূষু সুষ্ঠু উপপত্তিং ন পারয়েহহমিতি যুক্তিং অদাৎ দত্তবতী ॥ ৩৫ ॥

বৃষভানুনন্দিনীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিলাস-রূপ অপর গুণ শ্রবণ কর। রাসক্রীড়ার রাত্রিতে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাধিকাকে দুরদেশে নীত করিয়াছিলেন। সেই সময় এই শ্রীরাধা হর্ষ ভরে নিজ নয়নরূপ সৌভাগ্য অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ৩৪ ॥

তথাপি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সপত্নী সকল সেই শ্রীরাধিকার

গুণকুলমপরং কিমঙ্গবর্ণ্যং
হরিরতিবারিধিভঙ্গসঙ্ঘরূপং।
অয়ি শৃণু হৃদয়ে প্রগে চ তস্যা
শ্চরিতমিদং মৃদু তৎপ্রিয়স্য চাথ ॥ ৩৬ ॥
অনুমিতমকরোদ্ যদাল্পকল্পং
রজনিবিভাবমিয়ং তদা তু কান্তং।

গুণকুলমিতি অঙ্গ ভো মানস! হরিরতিবারিধিভঙ্গসঙ্ঘরূপং হরৌ শ্রীকৃষ্ণে রতিঃ অনুরাগঃ সা এব বারিধিঃ সমুদ্রঃ তস্য ভঙ্গসংঘরূপং তরঙ্গ নিকররূপং, ভঙ্গস্তরঙ্গ উর্ম্মিবেত্যমরঃ অপরং গুণকুলং গুণকদম্বকং ময়া কিং বর্ণ্যং বর্ণয়িতুং নশক্যম্ ইতিভাবঃ তথাপি অয়ি হৃদয় প্রগে প্রাতঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ মৃদু মনোজ্ঞং তৎ প্রিয়স্য তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ ইদং বক্ষ্যমানং চরিতং শৃণু॥ ৩৬ ॥

অনুমিতিমকরোদিতি ইয়ং শ্রীমতী রাধা যদা রজনিবিভাবং রাত্রিসঞ্চারং অল্পকল্পং অল্পপরিমিতং অনুমিতম্ অকরোৎ কৃতবতী তদা তু কান্তং বল্লভং শ্রীকৃষ্ণং ভুজপাশবদ্ধং অহো সুখনিশা প্রভাতা ভবিষ্যতি ঝটিতি ইতি বিবিচ্য

নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি রমণী সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনার্থ স্বয়ং সুন্দর যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণানুরাগরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সমূহের ন্যায় অপর গুণ সমুদয় কি বর্ণন করিব? হে হৃদয়! প্রভাত কালে সেই শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের এই কোমল চরিত্র শ্রবণ করুন॥ ৩৬ ॥

সেই শ্রীরাধিকা যে সময়ে অনুমান করেন যে রাত্রি অল্পই অবশিষ্ট আছে,

অকুরুত ভুজপাশবদ্ধমস্রে
স্নপিতনিভং কুরুতে স্ম বর্ম্ম চাস্য ॥ ৩৭ ॥
অথ বহুবিনয়ং দধন্মুরারিঃ
পয়াংস্যপসারয়ন্নমুষ্যাঃ।
স্বনয়নসলিলেন সার্দ্রমঙ্গং
নিজমকরোদিদমীয়মপ্যভীক্ষ্ণং ॥ ৩৮ ॥
তদনু চ ললিতাবিশাখিকে দ্বে
সমবয়সাবনয়োরুপেত্য পার্শ্বং।

তিভাবঃ ভুজপাশাভ্যাং হস্তরজ্জুভ্যাং বদ্ধম্ অকুরুত সুখবিরামোমাভূদ্ আবয়োবিত্যাশয়েন অথ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বর্ম্ম শরীরং অস্রস্নপিতং অস্রৈঃ অশ্রুভিঃ স্নপিতং কুরুতে স্ম ॥ ৩৭ ॥

অথ অনন্তরং মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বহু বিনয়ং দধৎ কুর্ব্বন্ অমুষ্যাঃ পয়াংসি নেত্রনীরাণি অপসারয়ন্ দূরীকুর্ব্বন্ স্বনয়নসলিলেন নিজনয়নজলেন নিজং স্বকীয়ং অঙ্গং ইদমীয়ং অপি শ্রীরাধিকায়া অপি অঙ্গং অভীক্ষ্ণং বারম্বারং সার্দ্রং সিক্তমকরোৎ কৃতবানিতি ॥ ৩৮ ॥

তদন্বিতি তদনু তদনন্তরং ললিতাবিশাখিকে দ্বে সমবয়সৌ সখ্যৌ অনয়োঃ পার্শ্বং উপেত্য গত্বা অহিমকরহিমর্ত্তুরশ্মিতুল্যাৎ হিমর্ত্তৌ সূর্য্যকিরণবৎ খরবচনাৎ

সেই সময় কান্তকে ভুজরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া থাকেন এবং অশ্রুনীরে এই শ্রীকৃষ্ণের শরীর যেন স্নপিত করিয়াই থাকেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর মুরারি শ্রীকৃষ্ণ বহু বিনয় পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার নয়ন বারি অপসারণ করিতে করিতে নিজ নয়ন জলে নিজের অঙ্গ ও শ্রীরাধার অঙ্গ বারম্বার সিক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর ললিতা ও বিশাখা নামে সমবয়স্কা সখীদ্বয় সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণে

মলাটের ২য় পৃষ্ঠায় গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন আরম্ভ হইয়াছে দেখুন।

৪। পরপক্ষগিরিবজ্র বা অধ্যাসগিরিবজ্র।—শ্রীমাধব মুকুন্দ চরণ বিরচিত। নাগরাক্ষরে মুদ্রিত, অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মূল্য ৭৲ টাকা মাত্র। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

৫। ব্রহ্মসূত্র।—শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভাষ্যত্রয় সমন্বিত। মূল্য ২৲ টাকা। ডাক মাসুল স্বতন্ত্র। ১৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৬। বেদান্তসারম্।—শ্রীরামানুজ মুনি প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের লঘুভাষ্য। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল স্বতন্ত্র।

৭। সর্ব্বসম্বাদিনী।—(বঙ্গাক্ষরে মূল সংস্কৃত) শ্রীল শ্রীপাদ-জীবগোস্বামী বিরচিত। ইহা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ষট্‌সন্দর্ভের বিবৃতি গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা, ভিঃ পিঃ তে ১।৶০ মাত্র।

৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।—শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভু-পাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ভিঃ পিঃ তে ৷৷০ আনা অধিক লাগে।

৯। শ্রীস্তবপুষ্পাঞ্জলি।—শ্রীবৈষ্ণবগণ ও ভক্তিযাজনকারী মাত্রেরই অবশ্য নিত্য অনুশীলনীয় বিবিধ স্তবাবলী। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীদাসগোস্বামী প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রেষ্ঠপরিকরগণ কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। ভিঃ পিঃ তে ।০ বেশী লাগে।

১০। জগন্নাথবল্লভ নাটক—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় প্রণীত। হিন্দী অনুবাদের সহিত নাগরাক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ বার আনা, ভিঃ পিঃ ৶০ আনা অধিক লাগে।

১১। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম্—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রসময়ী লেখনী প্রসূত। মূল্য ।০ আনা, ভিঃ পিঃ তে ৶০ আনা অধিক লাগে।

১২। শ্রীরায়শেখরের পদাবলী।—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন মধুর লীলা গীতি। মূল্য ।০ আনা, ডাঃ মাঃ ৶০।

১৩। সাধক কণ্ঠহার।—গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ে পূর্ণ। মূল্য ।০ চারি আনা, ভিঃ পিঃ তে ৶০ ছয় আনা।

১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাষ্টক।—শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি গ্রন্থিত। মূল্য ।।০ আনা, ভিঃ পিঃ তে ।।৵০ আনা।

১৫। মনঃশিক্ষা।—বৈরাগ্য মূলক অষ্টোত্তরশত পদাবলী। প্রাচীন কবি প্রেমানন্দ দাস বিরচিত। সুলভ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ১০।

১৬। চমৎকারচন্দ্রিকা।—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরচিত। মূল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য ৶০ আনা, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

১৭। প্রেমসম্পুট।—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত। মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত। মূল্য ।।০ আনা, ভিঃ পিঃ তে ।।৵০ আনা।

১৮। একান্নপদ।—প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, সায়াহ্ণ, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি এবং নিশান্ত প্রভৃতি অষ্টকালীয় পদাবলী। শ্রীল গোবিন্দদাস ঠাকুর মহাশয় বিরচিত। মূল্য ৴০ আনা, ডাক ব্যয় ১০ মাত্র।

১৯। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত।—বঙ্গানুবাদ। শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি প্রভুপাদ কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য ২৲ টকা, ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র।

২০। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যম্।—সংস্কৃত মূল শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরচিত ও তদীয় শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম কৃত টীকা সহ মুদ্রিত। মূল্য ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃ তে ।০ আনা অধিক লাগে।

২১। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত—(বঙ্গানুবাদ)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃত। মূল্য ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃ তে ৶০ আনা বেশী লাগে।



গ্রন্থ পাইবার একমাত্র ঠিকানা—

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস,—শ্রীধাম বৃন্দাবন, (জিলা মথুরা)।